পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 302 Monday, 6 October, 2025 ✻ ৩০ বর্ষ, ৩০২ সংখ্যা ✻ ১৯ আশ্বিন ১৪৩২, সোমবার, ৬ অক্টোবর ২০২৫ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য– ৩ টাকা

‘চিন্তা করার দরকার নেই, সরকার আছে’

উত্তরবঙ্গের মানুষদের আশ্বাস মমতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ অক্টোবরঃ অল্প সময়ের প্রবল বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। এক রাতের টানা বৃষ্টিতে তছনছ উত্তরবঙ্গ, দুই লোহার সেতু ভেঙে পড়েছে, প্লাবিত দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারের বহু এলাকা। দক্ষিণবঙ্গেও একইভাবে ঝড়-বৃষ্টি ও জলবন্দি পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এই ভয়াবহ অবস্থার মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, তিনি নিজে উত্তরবঙ্গে যাচ্ছেন পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে। রবিবার নবান্ন থেকে রাজ্যের বিপর্যয় পরিস্থিতির উপর ২৪ ঘণ্টা নজরদারি চালাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। জানিয়েছেন, গতরাতে উত্তরবঙ্গে ১২ ঘণ্টায় ৩০০ মিলিমিটারেরও বেশি বৃষ্টি হয়েছে। তার সঙ্গে ভুটান ও সিকিম থেকে অতিরিক্ত জলের চাপ এসে তিস্তা-সহ অন্যান্য নদীগুলিতে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তৈরি করেছে। মমতা বলেন, ‘‘এই পরিস্থিতিতে কয়েকজন ভাই-বোনকে হারিয়েছি আমরা। তাঁদের পরিবারের প্রতি আমি গভীর সমবেদনা জানাই। রাজ্য সরকার নিহতদের পরিবারের পাশে দাঁড়াবে এবং প্রয়োজনীয় সমস্ত সহায়তা পৌঁছে দেবে।’’ দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলার বিস্তীর্ণ অংশ জলমগ্ন হয়ে প৷ছে। মিরিক, মাটিগাড়া, কালিম্পং-এ ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। মুখ্যমন্ত্রীর দফতর সূত্রে খবর, দুইটি লোহার সেতু ধসে পড়েছে, বহু রাস্তা ভেঙে গিয়েছে বা বন্যার জলে তলিয়ে গিয়েছে। শনিবার রাত থেকেই মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, রাজ্যের ডিজিপি, উত্তরবঙ্গের জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারদের সঙ্গে একাধিক ভারচুয়াল বৈঠক করেছেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন গৌতম দেব ও অনীত থাপার মতো

জনপ্রতিনিধিরাও। মমতা জানিয়েছেন, ‘‘আমি নিজে পরিস্থিতির উপর নজর রাখছি এবং সোমবার মুখ্যসচিবকে নিয়ে উত্তরবঙ্গে যাচ্ছি।’’ এছাড়া মুখ্যমন্ত্রী পর্যটকদের উদ্দেশ্যে বার্তা দিয়েছেন, উত্তরবঙ্গে যারা পর্যটনে গিয়েছেন, তাঁরা এখন যেখানে আছেন সেখানেই থাকুন। পুলিশ তাঁদের নিরাপদে সরিয়ে দেবে। কোনও রকম চিন্তা করার দরকার নেই, উদ্ধারকার্য ও খরচ সম্পূর্ণ রাজ্যের দায়িত্ব। নবান্ন ও সব জেলা সদরেই চালু করা হয়েছে ২৪ ঘণ্টার কন্ট্রোল রুম। বিপর্যস্ত এলাকা থেকে কেউ সাহায্যের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন নবান্নের ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট কন্ট্রোল রুমে, ০৩৩-২২১৪-৩৫২৬/০৩৩-২২৫৩-৫১৮৫, টোল ফ্রি নম্বরঃ ৮৬৯৭৯-৮১০৭০/১০৭০।

এদিন পর্যটকদের উদ্দেশ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘মিরিক হল ছোট পাহাড়। মিরিক-দার্জিলিং-কালিম্পং ঘিরে সাতটা ধস নেমেছে। একটা ব্রিজ ভেঙেছে। কালিম্পংয়ের রাস্তা বন্ধ আছে। অনেক পর্যটক আটকে আছেন। আমি বলেছি, পর্যটকরা যে যেখানে আছেন থাকবেন। তাঁদের যেন অতিরিক্ত হোটেল ভাড়া দিতে না হয়। হোটেল মালিকরা যাতে চাপ না দেয় সেটা সরকার দেখবে। কিন্তু তাঁদের আমরা সেফলি নিয়ে আসব। পর্যটকরা যেন তাড়াহুড়ো না করেন। মিরিকেই মূল ঘটনা ঘটেছে। আলিপুরদুয়ারকে অ্যালার্ট করা হয়েছে। অনেক জল জমে গেছে। বাইরে থেকে জল এসেছে।’’ ডিভিসিকে তোপ দেগে মুখ্যমন্ত্রী, ‘‘আর দক্ষিণবঙ্গে ডিভিসি জল ছেড়েছে গাদাগাদা। দক্ষিণবঙ্গের ঘাটাল ভাসছে। ঘাটাল নিচু জমি। সেই কারণে জল জমছে। ডিভিসি জল ছাড়লেই জমে যায়। তারপর গঙ্গা ভর্তি। সামনেই জোয়ার আছে। গঙ্গা যদি ভর্তি থাকে জল বেরবে কোথা দিয়ে? সারা পৃথিবীতে বিপর্যয় চলছে। দীর্ঘদিন প্রকৃতিকে অবহেলা করার জন্য হচ্ছে।’’ মমতা আরও বলেন, ‘‘দার্জিলিং-কালিম্পংয়ের পাহাড় শক্ত তাও ঠিক আছে। মিরিকে নতুন পাহাড়। সেখানেই খালি খোদাই করে বাড়ি হচ্ছে।’’ স্বজন হারাদের তাঁর বার্তা, ‘‘আমি শিলিগুড়ি যাব। কালই যাব। সেফ হাইসে অনেক মানুষকে পাঠানো হয়েছে। যাঁদের বাড়ি ভেঙে গেছে তাঁরা যাতে বাড়ি পায় সেটা দেখব। আর যাঁরা স্বজন হারিয়েছেন তাঁদের পরিবার যাতে চাকরি পায় আমরা দেখে দেব।’’

৬৫ হাজার কোটির ব্যবসা দেখল বাংলার পুজো!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ অক্টোবরঃ পুজোর আগে রেকর্ড বৃষ্টি। পরিবেশবিদদের ভাষায় মেঘভাঙা বৃষ্টি। আর তার পরই পুজো। আশঙ্কা করা হয়েছিল এই বৃষ্টিপাতের ফলে প্রবল ক্ষতি হবে দুর্গাপুজোর। কিন্তু এই রেকর্ড বৃষ্টিপাতের পরও বিশেষজ্ঞরা অনুমান করছে বাংলার পুজো অর্থনীতি এই বছর ৬৫ হাজার কোটি টাকা ছুঁয়ে ফেলেছে। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, গত বছরের তুলনায় এই বছর ব্যবসা বেড়েছে ৮ থেকে ১০ শতাংশ। আর কলকাতায় প্রবল বৃষ্টিপাতের পরও পুজোর এই ব্যবসার ৬৫ থেকে ৭০ শতাংশ

এসেছে শুধুমাত্র কলকাতা থেকেই। তথ্য বলছে বাংলায় দুর্গাপুজো কেন্দ্রিক অর্থনীতি রাজ্যের জিডিপির প্রায় ৪ শতাংশ। এর মধ্যে ২.৬ শতাংশই আসে কলকাতা থেকে বাকি ১.৪ শতাংশ আসে রাজ্যের বাকি অংশ থেকে। ব্রিটিশ কাউন্সিলের ২০১৯ সালের রিপোর্ট বলছে শুধুমাত্র কলকাতার দুর্গাপুজো অর্থনীতি ছুঁয়ে ফেলে ৩৩ হাজার কোটির অঙ্ক। গত বছর যা ঠেকেছিল ৫৫ হাজার কোটিতে। আশা করা হয়েছিল জিএসটি কমায় এই বছর ব্যবসার অঙ্কটা হয়তো ৭০ হাজার কোটি ছাড়িয়ে যাবে। কিন্তু পুজোর আগে প্রবল বৃষ্টি ও পুজোর সময় নিম্নচাপের আশঙ্কা সেই আশায় জল ঢেলে দেয়। উল্লেখ্য, কেমল মাত্র কলকাতায় ২ হাজার ৫০০-এর বেশি ছোটিব। পুজো হয়। তারা প্রতিমা, আলোকসজ্জা ও প্যান্ডেলের পিছনে ২০০ কোটি টাকার বেশি খরচ করেছে। পুজোয় আয় বেড়েছে রেস্তোরাঁগুলোর। ২০ থেকে ২৫ শতাংশ ভিড় বেড়েছে সেখানে। তথ্য বলছে, সেখান থেকে আয় হয়েছে ১ হাজার ২০০ থেকে ১ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। আর তার ৬০ শতাংশই এসেছে কলকাতা থেকে। এ ছাড়াও তথ্য বলছে কলকাতার প্রধান ৮টি মল সম্মিলিত ভাবে ৯০০ কোটি টাকার ব্যবসা করেছে। যা কি না গত বছরের তুলনায় প্রায় ১০ শতাংশ বেশি। বৃষ্টি ও অনলাইনের জোড়া ধাক্কা গিয়ে লেগেছে কলকাতা সহ রাজ্যের বড় বাজারগুলোয়। গড়িয়াহাট, হাতিবাগান ও নিউ মার্কেটের মতো বাজারে বিকিকিনির পরিমাণ ঠেকেছে ৮০০ কোটি টাকায়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন যা নাকি ২০ শতাংশ পতন। এ ছাড়াও জিএসটি কমে যাওয়ার কারণে জিনিসের যে দাম কমেছে, সেই সুবিধা সবার আগে পেয়েছে অনলাইনের ক্রেতারা। বিশেষজ্ঞদের মতে আমাদের রাজ্যের একাধিক সেক্টর প্রবল ভাবে দুর্গাপুজোর উপর নির্ভরশীল। আর সেই কারণেই এত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও যখন পুজোর অর্থনীতি ৬৫ হাজার কোটি ছাড়িয়ে যায়, তখন তা বাংলার অর্থনীতির জন্য একটা শক্তিশালী সংকেত।

রেড রোডে কার্নিভালের মাঝেই শুরু বৃষ্টি, মমতার উপস্থিতিতে জল মাথায় করেই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ অক্টোবরঃ রেড রোডে কার্নিভালের মাঝেই কলকাতায় শুরু হয় ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি। তাতেও ভাঁটা পড়ল না বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায়। বৃষ্টি মাথায় করেই একের পর এক অনুষ্ঠান চালিয়ে যায় ক্লাবগুলি। কার্নিভালের মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। রবিবার আবহাওয়া দফতর জানিয়ে ছিল, উত্তর বিহারের নিম্নচাপ এখন শক্তি হারিয়েছে, তবু তার প্রভাব বাংলায় আজও দেখা যাবে। অন্যদিকে ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গ টানা বর্ষণের ফলে মাটি আলগা হয়ে যাওয়ায় শনিবার রাত থেকে ধস নামতে শুরু করে। ধসে চাপা পড়ে, জলে তলিয়ে এখনও পর্যন্ত অন্তত ১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। এদিকে দক্ষিণবঙ্গ-সহ কলকাতায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সতর্কতা রয়েইছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর আগেই জানিয়ে দিয়েছিল, আগামী দুই ঘণ্টার মধ্যে কলকাতা, হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সেই মতোই কলকাতায় শুরু হয় বৃষ্টি। নবম বর্ষে পা রাখে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের উদ্যোগ - দুর্গাপুজো কার্নিভাল। ঠিক আগের মতোই এ বারও বর্ণাঢ্য আয়োজনে রেড রোডে অনুষ্ঠিত হয় মহোৎসবটি। এ বছরই প্রথম, অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছাড়াল একশোর গণ্ডি। কলকাতা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এ বারের কার্নিভালে ছিল মোট ১১৩টি পুজো কমিটি - যা এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ। গত বছর অংশ নিয়েছিল ৮৯টি পুজো কমিটি, তার আগের দু'বছর (২০২২ ও ২০২৩) প্রায় ১০০টি ক্লাব অংশ নিয়েছিল এই রঙিন শোভাযাত্রায়। ২০১৬ সালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে শুরু হয়েছিল দুর্গাপুজো কার্নিভাল। শহরের সবচেয়ে জনপ্রিয় উৎসবকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে তুলে ধরার ভাবনা থেকেই জন্ম এই ঐতিহ্যের। প্রতি বছর রেড রোড জুড়ে সাজে আলো, রঙ, সুর আর ঢাকের তালে তালে শহরের শ্রেষ্ঠ পুজোগুলির ট্যাবলো ঘুরে যায় একে একে। এ বারও তার ব্যতিক্রম নয়। পুজো উদ্যোক্তারা রেড রোডের বুকে তাঁদের থিম ও দেবীর শিল্পসজ্জা নিয়ে হাজির হন। আর বৃষ্টির মধ্যেও দর্শনার্থীদের ভিড়ে মুখরিত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা।

প্রধান বিচারপতির বার্তা

বুলডোজার নয়, বিচারব্যবস্থা পরিচালিত হোক আইন দ্বারা

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৫ অক্টোবরঃ বিচারব্যবস্থা পরিচালিত হোক আইনের মাধ্যমে নাকি বুলডোজারের দ্বারা। একটি আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এমনই বার্তা দিলেন দেশের প্রধানবিচারপতি বি আর গবাই। এমনকি এই প্রসঙ্গে তাঁর দেওয়া একটি মামলার রায়ের কথাও তুলে ধরেন তিনি। সম্প্রতি মরিশাসে তিন দিনের সফরে যান সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বি আর গবাই। সেই সফরেই শুক্রবার একটি বিচারব্যবস্থা বিষয়ক সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে ভাষণপর্বে নিজের দেওয়া একটি রায়ের প্রসঙ্গ তুলে ধরে তিনি বলেন, ‘‘ভারতের বিচারব্যবস্থা বুলডোজার নয়, বরং আইন দ্বারা পরিচালিত হয়।’’ সম্প্রতি বেশ রাজ’। শুক্রবার নিজের ভাষণপর্বে সেই প্রসঙ্গই তুলে ধরেন প্রধান বিচারপতি। কীভাবে ‘বুলডোজার-শাসন’ বন্ধ করা হয়েছে, সেই কথাই বলেন তিনি। প্রধান বিচারপতির সংযোজন, ‘‘একজন প্রশাসক বা আধিকারিক কখনওই বিচারক বা বিচারপতির ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন না।’’ তিনি আরও বলেন, ‘‘সংবিধান কার্যকর হওয়ার পর গত কয়েক দশক ধরে আইনী প্রক্রিয়াতেও নানা বদল ঘটেছে। পরিস্থিতি সাপেক্ষে বিচারব্যবস্থাতেও অনেক বদল আনা হয়েছে। যা দিন শেষে গণতন্ত্রকেই নিশ্চিত করেছে।’’ প্রসঙ্গত, প্রধান বিচারপতি পদে আসীন হওয়ার পর থেকেই নানা অনুষ্ঠানে দেশের বিচারব্যবস্থা প্রসঙ্গে একাধিক প্রাসঙ্গিক মন্তব্য করতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। সম্প্রতি

কয়েকটি রাজ্যেই দেখা গিয়েছিল এই ‘বুলডোজার শাসন’। গ্রেফতার হওয়া অভিযুক্তদের বাড়ি বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দিচ্ছিল প্রশাসন। তাদের মতে, ‘এটাই নাকি কড়া শাসনের প্রতীক।’ কিন্তু গণতন্ত্র আইনে চলে নাকি বুলডোজার, সেই প্রশ্ন তুলেই বিভিন্ন রাজ্য সরকারের এই পদক্ষেপের বিরোধিতা করেছিল সুপ্রিম কোর্ট। বন্ধ হয় ‘বুলডোজার- সেন্ট্রাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনালের সম্মেলনে বিচারক ও বিচারপতিদের টাকার মোহ ছেড়ে ন্যায়বিচারকে ভালবাসার বার্তা দিয়েছিলেন তিনি। গবাই বলেছিলেন, ‘‘আমার বিশ্বাস, বিচারব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের টাকার মোহ নয়, বরং ন্যায়বিচারের সঙ্গে প্রেম রয়েছে। নিজেদের জীবন তাঁরা সেই পথেই উৎসর্গ করবেন।’’

‘মা দুর্গার আশীর্বাদেই আমরা এই বিপর্যয় কাটিয়ে উঠব’

উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতি নিয়ে বললেন অভিষেক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ অক্টোবরঃ দার্জিলিং, কালিম্পং ও জলপাইগুড়িতে টানা বৃষ্টি ও ধসে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার সোশ্যাল মিডিয়ার এক বার্তায় উত্তরবঙ্গের এই বিপর্যস্ত এলাকার মানুষের প্রতি সহানুভূতি জানিয়েছেন তিনি। অভিষেক তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, ‘দার্জিলিং, কালিম্পং এবং জলপাইগুড়ির একাধিক এলাকায় লাগাতার বৃষ্টি ও ধসে ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। মিরিক, জোরবঙ্গলো-সুখিয়াপোখরি এবং ফালাকাটা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। বহু মানুষের প্রাণহানির ঘটনায় আমি গভীরভাবে মর্মাহত। মৃতদের পরিবারের প্রতি জানাই আন্তরিক সমবেদনা।’ তিনি জানান, রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর, দার্জিলিং জেলা প্রশাসন এবং স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকরা একযোগে উদ্ধার ও ত্রাণের কাজ চালাচ্ছেন। দুর্গতদের পাশে থাকার আশ্বাসও দিয়েছেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ। অভিষেক আরও লেখেন, ‘এই কঠিন সময়ে কেউ একা নন। আমরা সবাই একসঙ্গে আছি। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রত্যেক স্বেচ্ছাসেবককে আহ্বান জানাচ্ছি, তাঁরা দুর্গতদের পাশে দাঁড়ান, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন। সহানুভূতি ও দায়িত্ববোধ নিয়েই আমাদের এগোতে হবে।’ শেষে তিনি বলেন, ‘সমবেত সাহস, মানবিকতা এবং মা দুর্গার আশীর্বাদেই আমরা একসঙ্গে এই বিপর্যয় কাটিয়ে উঠব।’ শনিবার সন্ধ্যা থেকে টানা বৃষ্টি শুরু হয়েছে দার্জিলিং, কালিম্পঙে। তাতেই বিধ্বস্ত পাহাড়। বহু জায়গায় ধস নেমে রাস্তা বন্ধ। তিস্তার জল উঠে এসেছে জাতীয় সড়কের উপর। এখনও পর্যন্ত মোট ১৭ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে দার্জিলিং থেকে। এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ভূটানে প্রবল বর্ষণের কারণে উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। রবিবার নবান্ন থেকে রাজ্যের বিপর্যয় পরিস্থিতির উপর ২৪ ঘণ্টা নজরদারি চালাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। জানিয়েছেন, গতরাতে উত্তরবঙ্গে ১২ ঘণ্টায় ৩০০ মিলিমিটারেরও বেশি বৃষ্টি হয়েছে। তার সঙ্গে ভুটান ও সিকিম থেকে অতিরিক্ত জলের চাপ এসে তিস্তা-সহ অন্যান্য নদীগুলিতে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তৈরি করেছে।

‘দ্রুত ব্যবস্থা নিন’, উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতি নিয়ে মুখ্যসচিবের কাছে আর্জি শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ অক্টোবরঃ উত্তরবঙ্গে লাগাতার প্রবল বৃষ্টি চলছে। সেই বৃষ্টির জেরে কার্যত ধসে গিয়েছে রাস্তা। একের পর এক মৃত্যুর খবর আসছে উত্তরবঙ্গ থেকে। এই আবহের মধ্যে এবার মুখ্যসচিব মনোজ মন্থকে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আর্জি জানালেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। দ্রুত যাতে ওই এলাকায় ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হয় সেই বিষয়ে অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি। শনিবার আলিপুর আবহাওয়া অফিস উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু অঞ্চলে লাল সতর্কতা জারি করেছিল। একদিনে ২০০ মিলিমিটার বা তার বেশি বৃষ্টি হবে সেই পূর্বাভাস দিয়েছিল হাওয়া অফিস। আর রাত দশটা বাজতে না বাজতেই তেড়ে বৃষ্টি নামে পাহাড়ি এলাকায়। সঙ্গে প্রবল বজ্রপাত ও বইতে শুরু করে ঝোড়ো হাওয়া। ইতিমধ্যেই সিকিমের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে দার্জিলিং সহ একাধিক এলাকার। বন্ধ রয়েছে রোহিনী রোড। ক্ষতিগ্রস্ত ন্যাশানাল হাইওয়ে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় সেখানে ইতিমধ্যেই পৌঁছে গিয়েছেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। নদী তীরবর্তী ও পাহাড়ি এলাকায় যাঁরা বসবাস করেন তাঁদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতিতেই একটি পোস্ট করেছেন বিরোধী দলনেতা। তিনি প্রথমে উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতি বর্ণনা করেছেন। লিখেছেন, ‘এবার উত্তরবঙ্গে অবিরাম ভারী বৃষ্টির কারণে দার্জিলিং, কালিম্পং ও কার্সিয়াং-এর পার্বত্য অঞ্চলগুলি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ভূমিধস ও বন্যার জেরে শিলিগুড়ি, তরাই ও ডুয়ার্সের সমতল অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। শিলিগুড়ি ও মিরিক সংলগ্ন দুধিয়ায় বলাসন নদীর উপর লোহার সেতুটি ভেঙে পড়েছে।’ শুভেন্দু লিখেছেন, ‘হাজার হাজার মানুষ বিভিন্ন স্থানে আটকে পড়েছেন। তাঁদের কাছে না আছে জল, না আছে পর্যাপ্ত ওষুধ। ইতিমধ্যে মৃত্যুর খবরও প্রকাশ্যে আসছে। তবে কতজনের মৃত্যু হয়েছে তা এখনও জানা যায়নি।’ বিরোধী দলনেতা

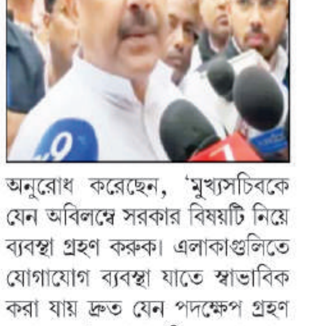

অনুরোধ করেছেন, ‘মুখ্যসচিবকে যেন অবিলম্বে সরকার বিষয়টি নিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করুক। এলাকাগুলিতে যোগাযোগ ব্যবস্থা যাতে স্বাভাবিক করা যায় দ্রুত যেন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।’ পাশাপাশি সেখানকার মানুষের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য ও জল পৌঁছে দিতেও অনুরোধ করেছেন শুভেন্দু। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারের পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস দিলেন প্রধানমন্ত্রী। পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা হচ্ছে বলে জানালেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। এদিকে প্রধানমন্ত্রী মৃতদের পরিবারকে সববেদনা জানানোর পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্থদের পাশে থাকার আশ্বাস দিলেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখলেন, ‘দার্জিলিঙে সেতু ভেঙে পড়ায় অনেকের মৃত্যু হয়েছে, ঘটনায় আমি মর্মাহত। যাঁরা প্রিয়জনকে হারিয়েছেন তাঁদের প্রতি সমবেদনা রইল। আহতরা দ্রুত আরোগ্য লাভ করুন, এই কামনা করি। টানা ভারী বৃষ্টি এবং ধসের কারণে দার্জিলিং ও সংলগ্ন এলাকার যা পরিস্থিতি, তাতে নজর রাখা হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে থেকে সমস্ত সম্ভাব্য সাহায্য পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।’ এদিন সকালেই শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ জানান, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের উপায় না থাকলেও দ্রুত স্বাভাবিক করার চেষ্টা হবে। উদ্ধার শুরু হয়েছে। তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার দাবিও তোলেন। এদিকে আবার নদী ভাঙন নিয়ে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতাকে দায়ী করেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, ‘‘নদী ভাঙন হয়, এটাকে পাঁচিল ফেলে, বোল্ডার ফেলে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। তার জন্য বিকল্প ব্যবস্থার প্রয়োজন রয়েছে। রাজ্য সেটা আগে করে দেখার। বাংলার মধ্যে সবথেকে প্ল্যানড সিটি কোচবিহার। সেই এলাকায় সব ওয়ার্ডে জল ঢুকেছে। জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, আলিপুরদুয়ারের অবস্থা তথৈবচ। কোচবিহারের নিকাশি ব্যবস্থা তো সরকার করে দিয়ে যায়নি, সেটা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দখলদারি তৃণমূল কংগ্রেস নেয়নি। এই প্রথম কোচবিহারের এই অবস্থা।

বিহারে নোডাল অফিসারদের সঙ্গে বৈঠক নির্বাচন কমিশনের

পাটনা, ৫ অক্টোবরঃ আসন্ন বিহার বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। এরই প্রেক্ষিতে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে বিহার সফরে গিয়েছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের নেতৃত্বাধীন দল। রবিবার, সফরের দ্বিতীয় দিনে নোডাল অফিসারদের সঙ্গে বৈঠকে বসলেন কমিশনের আধিকারিকেরা। উল্লেখ্য, শনিবার সফরের প্রথম দিনে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের নেতৃত্বে নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে আলোচনা করে। বিজেপি, জেডি (ইউ), কংগ্রেস, আরজেডি, বামপন্থী এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা অবাধ, সুষ্ঠু এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য তাদের মতামত এবং পরামর্শ জমা দিয়েছেন।

সোমবার কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোয় তুলনামূলক কম চলবে মেট্রো

কলকাতা, ৫ অক্টোবর ঃ সোমবার কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো। ওইদিন তুলনামূলক কম চলবে মেট্রো। কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে ব্লু লাইন (শহিদ ক্ষুদিরাম-দক্ষিণেশ্বর) আপ ও ডাউন মিলিয়ে ২৩৬টি মেট্রো চলবে।যাত্রীদের দাবি, তার ফলে মেট্রোয় ওইদিন ভিড় বেশি হতে পারে। গ্রিন লাইন (হাওড়া ময়দান-সেক্টর ফাইভ), ইয়েলো লাইন (নোয়াপাড়া থেকে বিমানবন্দর), পার্পল লাইন (মাঝেরহাট থেকে ডায়মন্ড পার্ক) এবং অরেঞ্জ লাইনে (শহিদ ক্ষুদিরাম-বেলেঘাটা) অবশ্য অন্যান্য দিনের মতো স্বাভাবিক পরিষেবা পাওয়া যাবে।সাধারণত যেকোনও সোমবার ব্লু লাইনে (শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর) আপ এবং ডাউন লাইন মিলিয়ে ২৭২টি মেট্রো চলাচল করে। কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোয় সেই সংখ্যা কমে দাঁড়াবে ২৩৬। আপ এবং ডাউন লাইনে ১১৮টি মেট্রো চলাচল করবে। তবে প্রথম এবং শেষ মেট্রো প্রান্তিক স্টেশন থেকে ছাড়ার সময়ে কোনও বদল নেই।

সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন, পাহাড়ে দুর্যোগ নিয়ে আর্জি শমীক ভট্টাচার্যের

কলকাতা, ৫ অক্টোবর ঃএই দুর্যোগ আমাদের সকলের, এই শোক আমাদের সবার। কিন্তু আমরা হার মানব না। দলের প্রতিটি কর্মী ও শুভানুধ্যায়ীর কাছে আহ্বান-মানুষের পাশে দাঁড়ান, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন। রবিবার এই বার্তা দিলেন বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য।তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, শনিবার সন্ধ্যা থেকে টানা বৃষ্টিতে দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের পাহাড় বিধ্বস্ত। একের পর এক ধস নেমে বহু রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে, তিস্তার জল উঠে এসেছে জাতীয় সড়ক পর্যন্ত।উত্তরবঙ্গের এই ভয়াবহ পরিস্থিতি নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং আশ্বাস দিয়েছেন-কেন্দ্রীয় সরকার সর্বতোভাবে রাজ্যের মানুষের পাশে রয়েছে।এই কঠিন সময়ে আমরা উত্তরবঙ্গবাসীর সঙ্গে একাত্ম। ভুটানে প্রবল বর্ষণের জেরে পরিস্থিতি আরও জটিল আকার নিয়েছে।

পথ দুর্ঘটনাঃআগ্রায় ট্রাকের ধাক্কায় মৃত ৪ জন

আগ্রা, ৫ অক্টোবর (হি.স.)ঃউত্তর প্রদেশের আগ্রায় শনিবার গভীর রাতে এক ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল চারজনের। রবিবার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রুনকতা ফ্লাইওভার থেকে নামার সময় একটি ট্রাক রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা একটি কন্টেনারের পিছন দিকে ধাক্কা মারে। সংঘর্ষে ট্রাকের সামনের অংশ সম্পূর্ণভাবে গুঁড়িয়ে যায় এবং চালকসহ চারজন ট্রাকের কেবিনে আটকা পা যান। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয়দের সহায়তায় তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। চিকিসক

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারতঃপ্রধানমন্ত্রী মোদীর বক্তব্যে দেশপ্রেম, ক্রীড়া ও আন্তর্জাতিক সংযোগের গুরুত্ব

নয়াদিল্লি, ৫ অক্টোবর আগস্ট (হি.স.)ঃদেশের ঐক্য ও বিকাশের লক্ষ্যে এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত ভাবনাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার অনুষ্ঠিত জনপ্রিয় মন কি বাত অনুষ্ঠানে তিনি এই বার্তা প্রদান করেন, যেখানে দেশের তরুণ প্রজন্ম, ক্রীড়াবিদ এবং সাধারণ নাগরিকদের উদ্দেশ্যে তিনি একগুযে. বক্তব্য রাখেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত-এর ভাবনা শুধুমাত্র দেশের ঐক্য রক্ষার জন্য নয়, বরং দেশের সার্বিক বিকাশেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তিনি আরও যোগ করেন, ক্রীড়া এই উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি বড় হাত রয়েছে। আমি সবসময় বলি, যে খেলে সে বিকশিত হয়। আমাদের দেশ যত বেশি আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে অংশ নেবে, তত বেশি আমরা বিকশিত হব, তিনি বলেন।প্রধানমন্ত্রী মোদী মন কি বাত অনুষ্ঠানে ক্রীড়াবিদদের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করেন। তিনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত দুই ক্রীড়াবিদকে বিশেষভাবে শুভেচ্ছা জানান এবং তাদের পাশাপাশি সকল ক্রীড়াপ্রেমী ও দর্শককে তার শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী এই প্রসঙ্গে ক্রীড়ার মাধ্যমে দেশের বৈশ্বিক পরিচিতি ও কূটনৈতিক সংযোগের দিকেও আলোকপাত করেন।তিনি বলেন, বর্তমানে গোটা বিশ্বের দৃষ্টি ভারতের দিকে কেন্দ্রীভূত। বিশ্বের নানা দেশের মানুষ এখন ভারতের মধ্যে লুক্কায়িত সম্ভাবনার দিকে তাকাচ্ছে। এই সময়ে, আমাদের দেশের প্রতিটি উদ্যোগ, প্রতিটি সাফল্য আন্তর্জাতিক স্তরে প্রশংসা পাচ্ছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই আমি একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আপনার সঙ্গে ভাগ করতে চাই।মোদী জানান, আজকাল পডকাস্ট বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন বিষয়. ও দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে যুক্ত পডকাস্ট শুধুমাত্র তথ্য ও বিনোদন প্রদান করে না, বরং এটি বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে সরাসরি সংযোগ স্থাপনেও সহায়ক। তিনি উল্লেখ করেন, অতীতে তিনি নিজেও কয়েকটি পডকাস্টে অংশগ্রহণ করেছেন। আমি মনে করি পডকাস্ট হল একটি শক্তিশালী মাধ্যম, যা দেশের ভাবনা, সংস্কৃতি এবং দক্ষতাকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে তুলে ধরতে সাহায্য করে, প্রধানমন্ত্রী বলেন।তিনি আরও বলেন, একবার আমি পৃথিবীর এক অত্যন্ত বিখ্যাত পডকাস্টার লেক্স ফ্রিডম্যানের সঙ্গে একটি পডকাস্টে অংশ নিয়েছিলাম। এই পডকাস্টের সময় আমরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলাম। সেই আলোচনায় আমি ভারতের সম্ভাবনা, ক্রীড়া ক্ষেত্রে দেশের প্রাপ্তি এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আমাদের অবস্থান নিয়ে কিছু কথা বলেছিলাম। আশ্চর্যের বিষয় হলো, জার্মানির একজন ক্রীড়াবিদ সেই পডকাস্ট শুনেছিলেন। তিনি আমার আলোচনার বিষয়টি এতটা গুরুত্বসহকারে শুনেছিলেন যে, প্রথমে তিনি নিজেই গবেষণা শুরু করেন, পরে জার্মানিতে ভারতের দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং একটি চিঠি লিখে জানান যে তিনি সেই বিষয় নিয়ে ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত হতে আগ্রহী।প্রধানমন্ত্রী মোদী এই ঘটনা তুলে ধরে বোঝাতে চান যে, দেশের ভাবনা ও ক্রীড়ার সাফল্য কেবল জাতীয় সীমাবদ্ধতা নয়, বরং আন্তর্জাতিক স্তরেও দেশের ভাবমূর্তিকে প্রভাবিত করতে পারে। তিনি বলেন, যে দেশ খেলে, সে বিকশিত হয়। যে দেশ বৈশ্বিক পর্যায়ে নিজের সম্ভাবনা ও দক্ষতা দেখায়, সে দেশের প্রতি আন্তর্জাতিক আগ্রহ ও মনোযোগ বাড়ে। এই দিক থেকেই আমি সবসময় ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এবং বৈশ্বিক সংযোগকে উৎসাহিত করি। এগুলো দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য।এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী দেশের যুবসমাজের কাছে একটি স্পষ্ট বার্তা দেন যে, ক্রীড়া শুধুমাত্র শারীরিক সক্ষমতার পরিমাপ নয়, বরং এটি দেশপ্রেম, নেতৃত্বগুণ, সহানুভূতি ও আন্তর্জাতিক সংযোগের একটি মাধ্যম। তিনি বলেন, যে ক্রীড়াবিদ শুধু নিজের জন্য নয়, দেশের জন্য খেলে, সে দেশের গর্ব ও ঐক্য বাড়ায়। আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করলে শুধু দেশের খ্যাতি বৃদ্ধি পায় না, বরং দেশের ভেতরের একতাও দৃঢ় হয়।মোদী আরও উল্লেখ করেন যে, বর্তমান সময়ে তথ্যপ্রযুক্তি, সামাজিক মিডিয়া ও পডকাস্টের মাধ্যমে দেশীয় গল্প এবং অর্জনকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে তুলে ধরা সহজ হয়ে গেছে। তিনি বলেন, যে দেশের মানুষ বিশ্বের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারে, সেই দেশই বিকশিত হয়। আমরা আমাদের ক্রীড়া, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে যা কিছু অর্জন করেছি, তা বিশ্বের কাছে পৌঁছে দেওয়া আমাদের দায়িত্ব। পডকাস্ট, আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট ও বৈশ্বিক আলোচনা এই সংযোগকে আরও শক্তিশালী করে।তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন যে, জার্মানির ক্রীড়াবিদ যে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, তা একটি উদাহরণ হিসেবে সবাইকে দেখায় যে, আন্তর্জাতিক মনোযোগ পেতে হলে শুধু দেশের অর্জনকে প্রদর্শন করলেই হবে না, বরং বিদেশি সংযোগ ও বৈশ্বিক আলোচনায় সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত-এর দৃষ্টিকোণ থেকে এই ধরনের উদ্ভাবনী ও আন্তর্জাতীয় উদ্যোগ অপরিহার্য। এটি দেশের অভ্যন্তরীণ একতা বজায় রাখার পাশাপাশি বিশ্বমঞ্চে দেশের অবস্থান আরও শক্তিশালী করে।প্রধানমন্ত্রী মোদী এই অনুষ্ঠানে তরুণ প্রজন্মের প্রতি আহ্বান জানান, তারা যেন দেশের সম্ভাবনা ও শক্তিকে জানে এবং তার বিকাশে অংশ নেয়। তিনি বলেন, আপনারা যদি দেশের জন্য খেলেন, শিখেন এবং সৃজনশীল হোন, তাহলে দেশও বিকশিত হবে। দেশের সাফল্য ও গর্ব আমাদের সবার অংশ। তাই ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক উদ্যোগ ও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় তরুণ প্রজন্মকে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হতে হবে।উপসংহারে, প্রধানমন্ত্রী মোদীর বক্তব্য স্পষ্ট করে যে, এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত শুধুমাত্র একটি দার্শনিক ভাবনা নয়, এটি দেশের সার্বিক উন্নয়ন, একতা এবং আন্তর্জাতিক প্রভাবের জন্য একটি কার্যকর কৌশল। দেশের ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতি যখন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তুলে ধরা হবে, তখন ভারতের স্থায়ী শক্তি, ঐক্য ও সম্ভাবনা আরও দৃঢ় হবে।

ডিভিসি বাঁধে জল ছাড়ার পরিমাণ সামান্য কমলেও জল যন্ত্রণা অব্যাহত

কলকাতা, ৫ অক্টোবর ঃ বাংলা থেকে বিহারের দিকে সরে গেছে নিম্নচাপ। বৃষ্টি বন্ধ হওয়ায় স্বস্তি মিললেও নদী ও জলাধারের পানি পরিস্থিতি এখনও নিয়ন্ত্রণের বাইরে নয়। ডিভিসি (দামোদর ব্যারাজ সংযোগ প্রকল্প) সমানে জল ছেড়ে যাচ্ছে, যা এলাকার মানুষ ও কৃষকদের জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। রবিবার সকালে মাইথন থেকে ৩৩ হাজার কিউসেক এবং পাঞ্চেত থেকে ৩৬ হাজার কিউসেক মিলিয়ে.মোট ৬৯ হাজার কিউসেক জল ডিভিসি থেকে ছাড়া হয়েছে। অন্যদিকে, দুর্গাপুর ব্যারাজ থেকেও লাগাতার পানি ছাড়া হচ্ছে। তবে শনিবার রাতের তুলনায় রবিবার সকালে জল ছা।ার পরিমাণ সামান্য কমেছে।উল্ডপূর্বের পরিস্থিতি বিবেচনা করলে, দেখা যায় যে পুজোর সময় দফায় দফায় বৃষ্টি হওয়ায়. জলাধারগুলোতে পানি দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল। বিশেষ করে মাইথন ও পাঞ্চেত ড্যামে জলাধারের পানি বাড়ার কারণে নিরাপত্তার স্বার্থে নিয়মিত জল ছাড়ার ব্যবস্থা চালানো হয়। শুক্রবার মাইথন থেকে ৪২ হাজার ৫০০ কিউসেক ও পাঞ্চেত থেকে ২৭ হাজার ৫০০ কিউসেক হারে জল ছাড়া শুরু হয়। শনিবার সকালে এই হারে কোনও পরিবর্তন হয়নি। তবে শনিবার দিনের শেষে মাইথন ড্যাম থেকে ৩২ হাজার ৫০০ কিউসেক এবং পাঞ্চেত থেকে ৩৭ হাজার ৫০০ কিউসেক হারে জল ছাড়ার খবর পাওয়া যায়।জলাধার থেকে নিয়মিত পানি ছাড়ার কারণে নদীর তীরবর্তী এলাকা এবং নিম্নাঞ্চলে বসবাসরত মানুষ এবং কৃষকদের মধ্যে এখনো সতর্কতা অবলম্বনের আহ্বান রয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যদিও বৃষ্টি বন্ধ হয়েছে, কিন্তু পূর্ববর্তী জলাধার থেকে ছাড়া হওয়া জল ও জমে থাকা জল এখনও এলাকার জলস্তরকে উচ্চ রাখছে। তাই নদীর ধারে থাকা মানুষদের সতর্ক থাকা উচিত।প্রসঙ্গত, শুক্রবার সোশ্যাল মিডিয়ায় ডিভিসির কার্যক্রম নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জোড়া পোস্ট করেছিলেন। তিনি ওই সময়ের পরিস্থিতি নিয়ে জনগণকে সচেতন করার পাশাপাশি সরকারের জলনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন যে, পানি নিয়ন্ত্রণ ও বন্যা প্রতিরোধে জেলা প্রশাসন ও পানি সংস্থাগুলো সক্রিয়ভাবে কাজ করছে।ডিভিসি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জলাধার থেকে নির্দিষ্ট মাত্রার জল ছাড়া হচ্ছে। পরিস্থিতি অনুযায়ী জল ছাড়ার হার সামঞ্জস্য করা হচ্ছে। মাইথন ও পাঞ্চেত ড্যামে পর্যাপ্ত পানি ছাড়া হচ্ছে যাতে এল্ভত্ত্বঢ-ণ্তেগুঞ্জড্ডড এলাকার মানুষ ও কৃষকরা হঠাৎ বন্যার ঝুঁকিতে না পড়েন।স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, সামান্য স্বস্তি পেলেও জল যন্ত্রণা পুরোপুরি দূর হয়নি। বাড়ির নিচের অংশ, পাটক্ষেত ও ছোট নদী এলাকার পানি এখনও অনেকটা উঁচু রযেছে। অনেকেই আশঙ্কা করছেন, যদি হঠাৎ ভারী বৃষ্টি হয় বা upstream থেকে অতিরিক্ত জল ছাড়া হয়, তবে পরিস্থিতি দ্রুতই কঠিন হয়ে উঠতে পারে।জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র ও ডিভিসি কর্তৃপক্ষ মিলে নিয়মিত জলস্তর পর্যবেক্ষণ করছে। দুর্গাপুর ব্যারাজ থেকে পানি ছাড়ার প্রক্রিয়াও তদারকির আওতায় রয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন ইতিমধ্যেই নদীর তীরবর্তী এলাকা, স্কুল ও হাসপাতালগুলোর জন্য সতর্কবার্তা জারি করেছে।পাশাপাশি, জেলা প্রশাসন ও স্থানীয় বন ও জল সংরক্ষণ বিভাগের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, নদীর পানি পর্যবেক্ষণ ও ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় পাম্প স্থাপন, বাঁধ মেরামত ও সতর্কতা বৃদ্ধি করার মতো পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। স্থানীয় বাসিদাদেরও বলা হয়েছে, নদীর তীরে ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে থাকার পরিবর্তে নিরাপদ স্থানান্তরের ব্যবস্থা রাখতে।চলমান পরিস্থিতি থেকে বোঝা যায়, যদিও বৃষ্টি কমেছে এবং

পরিষেবা বঞ্চিতদের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসা ভি অনন্ত নাগেশ্বরণ

নয়াদিল্লি,৫অক্টোবরঃধারাবাহিক উন্নয়নের প্রাথমিক শর্ত আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ। সেজন্যই ২০২৩ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘের ধারাবাহিক উন্নয়নমূলক লক্ষ্যসমূহের ১৭টি ক্ষেত্রের মধ্যে ৭টি আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ সংক্রান্ত। এক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ ব্যাঙ্কিং পরিষেবা বঞ্চিতদের কাছে এই পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া। কারণ, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থাকা সংগঠিত ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে প্রবেশের প্রথম ধাপ।ব্যাঙ্কিং পরিষেবা সকলের কাছে পৌঁছে দিয়ে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের প্রাথমিক শর্ত নিশ্চিত করায় সুচিন্তিত এবং কাঠামোগত ও নীতিগত হস্তক্ষেপ জরুরি। বাস্তবে তার প্রয়োগের জন্য লালকেল্লা থেকে তাঁর প্রথম ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনার কথা। ২০১৪'র ২৮ অগাস্ট এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ সংক্রান্ত জাতীয় কর্মসূচির আওতায়। এই অভিযানের মূল কথা ধরা রয়েছে আমার খাতা, ভাগ্যবিধাতা শ্লোগানটির মধ্যে। লক্ষ্য, দরিদ্র ও ব্যাঙ্কিং পরিষেবার বাইরে থাকা প্রতিটি নাগরিককে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাপনার মধ্যে নিয়ে এসে ভারতের উন্নয়ন যাত্রার অংশীদার করা। জন ধন অ্যাকাউন্ট জিরো ব্যালেন্সে কোনও মাশুল ছা।াই খোলা যায়। প্রক্রিয়া খুবই সরল এবং কেওয়াইসি বা ই-কেওয়াইসি সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতাও কম। রুপে ডেবিট কার্ড এবং ২ লক্ষ টাকার দুর্ঘটনা বীমার সুবিধাও পাওয়া যায়। ওভার ড্রাফট্ করা যায় ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত।সূচনার পর থেকেই অভূতপূর্ব সাফল্যের সাক্ষী থাকে এই যোজনা। ২০২৪ সালে ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি পত্রিকায় লেখা হয় ভারতে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থাকা মানুষের সংখ্যা ২০১৪ থেকে ২০১৭'র মধ্যে ২৬ শতাংশ বিন্দু বেড়েছে, যাকে বলা যেতে পারে, বিশ্বের বৃহত্তম আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ উদ্যোগ। এই বৃদ্ধির হার সারা বিশ্বে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সংখ্যার বার্ষিক বৃদ্ধির হারের (৬.৫৭) দ্বিগুণ এবং উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সংখ্যা বৃদ্ধির হারের (৭.২৭) তিনগুণ। ২০২৫ - এর ৮ অগাস্ট পর্যন্ত ৫৬ কোটিরও বেশি জন ধন অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে। এর ৬৭ শতাংশ গ্রামীণ ও আধা-শহুরে এলাকায় থাকা ব্যাঙ্কের শাখায়। প্রকল্পটি লিঙ্গ অসাম্যও কমিয়েছে, জন ধন যোজনা অ্যাকাউন্টের ৫৫ শতাংশ - অর্থা ৩১ কোটিরও বেশি - মহিলাদের। জন ধন অ্যাকাউন্ট সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তিরও পথ হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি সংসদীয় তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে, প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বীমা যোজনা এবং প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বীমা যোজনায় নথিভুক্তদের এক-তৃতীয়াংশ প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনার সঙ্গে যুক্ত।প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা ভারতের ডিজিটাল জনপরিকাঠামোর ভিত্তি হয়ে উঠেছে। লেনদেনের সুযোগ পাওয়ার ক্ষেত্রে গণতন্ত্রীকরণ এবং ডিজিটাল অর্থনীতিতে প্রবেশের সুযোগ বৃদ্ধি এক্ষেত্রে উল্লেখ্য। সরাসরি সুবিধা হস্তান্তর কর্মসূচির সাফল্যকে ভিত্তি হিসেবে রেখে প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, অপচয় হ্রাস ও সরকারের প্রতি আস্থা বৃদ্ধির কাজে সফল হয়েছে। জন ধন - আধার - মোবাইল ত্রয়ী ডিজিটাল লেনদেনের প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। জন ধন অ্যাকাউন্ট এবং ইউনিফায়েড পেমেঃটস্ ইঃটারফেস - এর মিথষ্ক্রিয়া অসংগঠিত ক্ষেত্রের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক উদ্যোগপতিদের ব্যবসার কাজে সংগঠিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার সুযোগ গ্রহণের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। এনপিসিআই - এর সাম্প্রতিক তথ্যানুযায়ী, ইউপিআই - এর মাধ্যমে লেনদেনের বেশিরভাগটাই খাদ্য ও মুদিখানার জিনিস ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত। বলা বাহুল্য যে, এই ক্ষেত্রটিতে রয়েছেন প্রধাণত ক্ষুদ্র উদ্যোগপতিরাই। এর থেকে স্পষ্ট আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের উদ্যোগ এবং ডিজিটাল লেনদেনের সুবিধা তৃণমূল স্তরে প্রতিদিনের ব্যবসা-বাণিজ্যে কতটা পরিবর্তন এনেছে।জন ধন যোজনার প্রভাব শুধুমাত্র আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। 'টু ব্যাঙ্কিং, সেভিংস অ্যান্ড কনজাম্পসন স্মুদিং ইন রুরাল ইন্ডিয়া' শীর্ষক ২০২২ সালের একটি প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে যে, ব্যাঙ্কিং পরিষেবা ভোগব্যয় সংক্রান্ত আদান-প্রদান অনেক সহজ করে। কারণ, এক্ষেত্রে সঞ্চয় সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতা সাময়িকভাবে কিছুটা হলেও কমে যায়। এই বিষয়টি দরিদ্র মানুষের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। একইভাবে, ২০২১ সালে এসবিআই - এর একটি গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে, প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনার সঙ্গে অপরাধের হারের ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক রয়েছে। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বেশি রয়েছে, এমন অবস্থায় মাদক গ্রহণের প্রবণতা কমে।সকলের কাছে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা সুলভ করে তোলার লক্ষ্য এখন নাগালের মধ্যে। পরবর্তী লক্ষ্য হ'ল - আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের ফলে পাওয়া পরিষেবার ব্যবহার বৃদ্ধি করা। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ফিনান্সিয়াল ইনক্লুশন ইনডেক্স অনুযায়ী পাওয়া তথ্য আশা-ব্যঞ্জক। এই সূচক তৈরি হয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের তিনটি মাত্রাকে পরিমাপ করে - সুগম্যতা (৩৫), ব্যবহার (৪৫) এবং গুণমান (২০)। সূচকাঙ্কটি ২০২১ সালের পর থেকেই ঊর্ধ্বমুখী। ২০২৪ সালের মার্চ মাসে তা দাঁড়ায় ৬৭'তে। আমরা যদি শূন্যকে সকলের বঞ্চিত থাকার অবস্থা হিসেবে ধরি এবং ১০০'কে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের সম্পৃক্তি বিন্দু হিসেবে দেখি, তা হলে বলতেই হয় যে, ভারতে এক্ষেত্রে প্রসার ও প্রয়োগ দুটি দিকেই অভূতপূর্ব অগ্রগতি হয়েছে।ব্যাঙ্কিং পরিষেবা বঞ্চিতদের অর্থনীতির মূল ধারায় নিয়ে আসার বিষয়টি একবারের একটি সাফল্য হিসেবে দেখা উচিত নয়। আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের পথে একটি প্রাথমিক ধাপ হিসেবেই তার বিবেচনা হওয়া উচি। অন্তর্ভুক্তিকরণের পর, পরবর্তী ধাপে প্রাপ্য যাবতীয় পরিষেবা সঠিকভাবে নাগরিকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া গেলে প্রকৃত অর্থেই মানুষের জীবন জীবিকা ও সমৃদ্ধির পথ সুনিশ্চিত হবে।

নারী শক্তি ও দেশপ্রেমের প্রতীক রানী দুর্গাবতীকে শ্রদ্ধা জানালেন অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ৫ অক্টোবরঃ ভারতের ইতিহাসে নারী শক্তি ও সাহসিকতার অন্যতম প্রতীক রানী দুর্গাবতীর জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে শ্রদ্ধা জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রবিবার সকালে এক্স (পূর্বতন টুইটার)-এ এক বার্তায় তিনি রানী দুর্গাবতীর অবদান স্মরণ করে লিখেছেন, ন্যায়বিচার, জনগণের প্রতি ভালোবাসা এবং মাতৃভূমির সুরক্ষার প্রতীক রানী দুর্গাবতী গন্ডোয়ানাকে নারীর ক্ষমতায়ন, দেশপ্রেম এবং সেবার অনুপ্রেরণার কেন্দ্র করে তুলেছিলেন।অমিত শাহর এই বার্তা শুধু শ্রদ্ধা নিবেদন নয়, বরং এটি এক ঐতিহাসিক নারীর প্রতি জাতীয় কৃতজ্ঞতার প্রকাশ। রানী দুর্গাবতী ছিলেন ভারতের মধ্যযুগীয় ইতিহাসের এক অনন্য অধ্যায়, যিনি নিজের বুদ্ধিমত্তা, সাহস এবং নেতৃত্বগুণে এক অসাধারণ উদাহরণ স্থাপন করেছিলেন।ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে, রানী দুর্গাবতী ১৫২১ সালের ৫ অক্টোবর চান্দেল রাজা কিরেট রায়ের পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁকে ছোটবেলা থেকেই রাজনীতি, যুদ্ধকৌশল ও প্রশাসনের শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। সেই সময়ের সমাজব্যবস্থায় যেখানে নারীদের জন্য রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা প্রায় অসম্ভব ছিল, সেখানে দুর্গাবতী সেই রীতিকে ভেঙে গিয়ে প্রমাণ করেছিলেন যে একজন নারীও সম্রাজ্যের নেতৃত্ব দিতে পারেন।১৫৫০ সালে গন্ডোয়ানার রাজা দালপত শাহের মৃত্যু হলে দুর্গাবতী তাঁর নাবালক পুত্র নারায়ণ শাহের পক্ষ থেকে রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন। তাঁর শাসনকালে গন্ডোয়ানা শুধু রাজনৈতিকভাবে নয়, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করেছিল। রানী দুর্গাবতীর শাসন ছিল ন্যায়নিষ্ঠ, জনগণের কল্যাণমুখী এবং প্রশাসনিকভাবে দৃঢ়।তিনি কেবলমাত্র রাজসভার প্রধান হিসেবে নয়, একজন যোদ্ধা হিসেবেও অমর হয়ে আছেন। ১৫৬৪ সালে মুঘল সেনাপতি আসফ খান যখন গন্ডোয়ানার রাজ্যে আক্রমণ করেন, তখন দুর্গাবতী নিজের সৈন্যবাহিনী নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে নামেন। ইতিহাস বলে, সেই যুদ্ধে তিনি অপ্রতিম সাহসিকতার পরিচয় দেন। শেষ পর্যন্ত যখন পরাজয় আসন্ন হয়ে পড়ে, তখন বন্দি না হয়ে আত্মোৎসর্গের পথ বেছে নেন। তাঁর মৃত্যু ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে এক বীরত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে স্মরণীয় হয়ে আছে।রানী দুর্গাবতীর নাম আজও ভারতের নারীশক্তির এক প্রতীক হিসেবে উচ্চারিত হয়। মধ্যপ্রদেশ, ছত্তীসগঢ়, উত্তরপ্রদেশসহ বিভিন্ন রাজ্যে তাঁর নামে বহু প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়.ও রাস্তা নামকরণ করা হয়েছে। মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত ' দুর্গাবতী বিশ্ববিদ্যালয়' তাঁর স্মৃতিকে অমর করে রেখেছে।অমিত শাহ তাঁর বার্তায় আরও লেখেন, রানী দুর্গাবতীর জীবন আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, একজন নারীর মধ্যে কতটা অদম্য শক্তি, ন্যায়বোধ ও দেশপ্রেম থাকতে পারে। তাঁর আত্মত্যাগ ভারতের ইতিহাসের গর্ব।স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই বার্তা সমাজে নারীশক্তির স্বীকৃতি ও জাতীয়.ইতিহাসে নারীদের অবদানকে সামনে নিয়ে এসেছে। অমিত শাহর বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি যে মূল্যবোধের কথা স্মরণ করিয়েছেন, তা আজও ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিসরে সমান প্রাসঙ্গিক।ইতিহাসবিদদের মতে, রানী দুর্গাবতী ছিলেন এমন এক শাসক যিনি নারী হয়েও প্রশাসন ও সেনানায়কত্বে পুরুষদের মতোই শক্ত ও বিচক্ষণ ছিলেন। তিনি কেবল যুদ্ধক্ষেত্রে নয়, রাজ্য পরিচালনায়ও অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর শাসনে কৃষকদের উন্নতি, শিল্পের প্রসার ও শিক্ষার বিকাশ ঘটেছিল।তাঁর রাজত্বকালে প্রজারা তাঁকে ভালোবেসে দুর্গা মা বলে ডাকতেন। তাঁর ন্যায়পরায়ণতা ও প্রজার প্রতি দায়িত্ববোধ তাঁকে ইতিহাসে অমর করেছে। ভারতের বহু অঞ্চলে আজও দুর্গাবতীকে দেবীস্বরূপ মানা হয়।অমিত শাহের শ্রদ্ধাবার্তা এই ঐতিহাসিক স্মৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করেছে। বর্তমান সময়ে যখন নারীশক্তির প্রসার ও সমতার দাবি সমাজের কেন্দ্রবিন্দুতে, তখন রানী দুর্গাবতীর জীবন ও আদর্শ আরও বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে.ওঠে। তাঁর জীবন দেখায়, নেতৃত্ব, সাহস ও আত্মসম্মান কোনও লিঙ্গের সীমার মধ্যে বন্দি নয়।রবিবার সকালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বার্তাটি প্রকাশ পাওয়ার পর, দেশের নানা প্রান্ত থেকে মানুষ রানী দুর্গাবতীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। সামাজিক মাধ্যমে বহু মানুষ তাঁর বীরত্বের গল্প স্মরণ করে নানা পোস্ট করেছেন।রানী দুর্গাবতীর জন্মবার্ষিকীতে অমিত শাহর শ্রদ্ধা শুধু ইতিহাসের প্রতি নয়, দেশের নারীশক্তির প্রতি এক অবিচল শ্রদ্ধা ও প্রেরণার প্রতীক। তিনি যেভাবে দেশপ্রেম, ন্যায়বিচার ও মানবিকতার প্রতীক হয়ে ওঠেছিলেন, তা আজও ভারতের সমাজব্যবস্থার এক অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে থেকে গেছে।

রবিবার দেশে অপরিবর্তিত পেট্রোল-ডিজেলের দাম, চার মহানগরে স্থিতিশীল জ্বালানি বাজার

নয়াদিল্লি, ৫ অক্টোবর ঃরবিবার দেশের জ্বালানি বাজারে স্থিতি বজায় থাকল। পরপর কয়েকদিনের মতোই এদিনও পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন দেখা যায়নি। আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের ওঠানামা সত্ত্বেও দেশের তেল বিপণন সংস্থাগুলি দাম অপরিবর্তিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ফলে গাড়িচালক থেকে শুরু করে পরিবহন সংস্থাগুলি পর্যন্ত কিছুটা স্বস্তি পেয়েছে।তেল বিপণন সংস্থাগুলি (ওএমসি)-ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন, ভারত পেট্রোলিয়াম ও হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম-প্রতিদিন বিশ্ব বাজারে অপরিশোধিত তেলের দর অনুযায়ী জ্বালানির মূল্য নির্ধারণ করে। তবে এই সমন্বয় সাধনের সময় অনেক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় শুল্ক, রাজ্য সরকারের কর ও পরিবহন খরচের প্রভাবেও দেশের বিভিন্ন শহরে দামে সামান্য পার্থক্য দেখা যায়।রবিবার সকালে প্রকাশিত সর্বশেষ মূল্য তালিকা অনুযায়ী, রাজধানী দিল্লিতে প্রতি লিটার পেট্রোলের দাম ৯৪.৭৭ টাকা এবং ডিজেলের দাম ৮৭.৬৭ টাকা বহাল রয়েছে। অর্থাৎ আগের দিনের তুলনায় কোনও পরিবর্তন হয়নি। কলকাতায়ও একই চিত্র। মহানগরে প্রতি লিটার পেট্রোলের দাম ১০৫.৪১ টাকা এবং ডিজেলের দাম ৯২.০২ টাকা, যা শনিবারের সমান।পশ্চিম ভারতের অর্থনৈতিক রাজধানী মুম্বইয়েও দাম অপরিবর্তিত। সেখানে প্রতি লিটার পেট্রোলের দাম ১০৩.৫০ টাকা এবং ডিজেলের দাম ৯০.০৩ টাকা। দক্ষিণের শহর চেন্নাইতেও কোনও পরিবর্তন দেখা যায়নি-পেট্রোলের দাম প্রতি লিটার ১০০.৯০ টাকা এবং ডিজেলের দাম ৯২.৪৮ টাকা।বিশেষজ্ঞদের মতে, গত কয়েক সপ্তাহে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা করলেও ভারত এখনও তুলনামূলক স্থিতিশীল অবস্থায় রয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে ব্রেন্ট ক্রুডের দাম কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও, রুপির মান ও সরকারের শুল্কনীতি এখনই বড় পরিবর্তনের কারণ হয়ে ওঠেনি। তাছাড়া, কেন্দ্র সরকার গত কয়েক মাস ধরে বাজারের ভারসাম্য রক্ষার জন্য তেল সংস্থাগুলিকে স্থিতিশীল দাম বজায় রাখতে উৎসাহ দিচ্ছে।তবে অর্থনীতিবিদদের একাংশের মত, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি পরিবর্তিত হলে এবং অপরিশোধিত তেলের দাম ৯৫ ডলার ব্যারেল ছুঁয়ে. গেলে ভারতেও খুচরো দরে প্রভাব পড়তে পারে। আপাতত তেল সংস্থাগুলি মূল্যবৃদ্ধির কোনও ঘোষণা করেনি, কিন্তু যদি বৈশ্বিক বাজারে চাহিদা বৃদ্ধি পায়, তবে ভবিষ্যতে দাম বাড়ার আশঙ্কা অস্বীকার করা যায় না।পেট্রোল ও ডিজেলের দামের স্থিতিশীলতা দেশের সাধারণ নাগরিকদের জন্য কিছুটা স্বস্তির বার্তা। কারণ, জ্বালানির দাম পরিবহন খরচ থেকে শুরু করে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসের দামের উপর সরাসরি প্রভাব ফেলে। দাম অপরিবর্তিত থাকায় উৎসবের মরশুমে সাধারণ মানুষ অন্তত তেলবাহিত মূল্যবৃদ্ধির চাপ থেকে রেহাই পাচ্ছেন।প্রসঙ্গত, আন্তর্জাতিক বাজারে বর্তমানে ব্রেন্ট ক্রুডের দাম প্রায় ৮৯ ডলার ব্যারেলের কাছাকাছি ঘোরাফেরা করছে। কয়েক সপ্তাহ আগে এই দাম ৯১ ডলার ছুঁয়েছিল, তবে এখন কিছুটা স্থিতি এসেছে। মার্কিন ডলার শক্তিশালী হওয়ায় আমদানির খরচ কিছুটা বেড়েছে, তবে এখনও পর্যন্ত দেশীয় তেল সংস্থাগুলি ভোক্তাদের উপর অতিরিক্ত চাপ বাড়ায়নি।বিশেষজ্ঞরা আরও বলছেন, উৎসবের মৌসুমে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রাখাটা সরকারের কৌশলগত সিদ্ধান্ত। কারণ, এই সময়ে পরিবহন, বাণিজ্য ও ভোগব্যয়ের পরিমাণ অনেকটাই বাড়ে। যদি এই সময়ে দাম বাড়ানো হতো, তবে তা সরাসরি বাজারের দামে প্রভাব ফেলতে পারত।তবে তেল সংস্থাগুলির অভ্যন্তরীণ বিশ্লেষণ অনুসারে, নভেম্বর মাস নাগাদ আন্তর্জাতিক বাজারে আবারও অপরিশোধিত তেলের চাহিদা বাড়তে পারে।

রাশিফল

মেষঃ আপনার প্রেয়সীর সঙ্গে থাকার সময়েও হয়ত আপনি হৃদয়ঘটিত বিষয়কে দূরে সরিয়ে রাখবেন । কেননা কাজের চিন্তায় আপনার মাথা ভরে থাকবে।

বৃষঃ গণনা বলছে ভালোবাসা ও সম্পর্কের জন্য এটি একটি চ্যালেঞ্জিং সময়। কোনও কিছুকে গুরুত্ব না বিবাহের যোগ হতে পারে

মিথুনঃ আজকের দিনে আপনার শেখার মনোভাবকে ধরে রাখা ভালো। আজকে শ্রোতার ভূমিকা পালন করুন এবং আপনার প্রিয়তমের প্রয়োজনের দিকে মনোযোগ দিন। শুভ দিন হবে।

কর্কট রাশি ঃআপনার অনুসন্ধানী প্রকৃতি আপনাকে আজ একটি কঠিন পরিস্থিতিতে ফেলতে পারে। আপনার কাছের মানুষগুলি, আপনার প্রকৃতির এই দিকটি নিয়ে. খুব একটা উফুল্ল হবেন না।

সিংহঃ প্রেম জীবন সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন থাকা সত্ত্বেও আপনি আপনার প্রিয়তমকে অভিপ্রেত সময় ও মনোযোগ দিতে পারবেন না। ।

কন্যা ঃআপনার মনের কাছে মানুষের সঙ্গে সময় কাটানোর আকাঙ্খায় আপনি সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করে ফেলবেন।।

তুলাঃআপনার অনন্যতা আজকে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করবে এবং প্রশংসা পাবে। নানা কঠিন কাজ হাতে নিয়ে এবং তা সম্পন্ন করে আপনি আপনার ব্যবসায়িক দক্ষতা

বৃশ্চিকঃআপনার প্রেম জীবনকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য আপনি সম্ভবত ফিটফাট হয়ে উঠবেন। প্রেমের সম্পর্কের উত্তেজনা পুনরুজ্জীবিত করার জন্য আসক্তি ও আবেগ জাগিয়ে তুলতে আপনি প্রস্তুত থাকবেন। আর্থিক কার্যকলাপের জন্য আজকের দিনটি শুভ নয়। যদিও এর জন্য আপনার জীবনে বাহুসাম্যের অভাব হবে না। পেশার ক্ষেত্রে নতুন পরিকল্পনা করার জন্য এট আদর্শ দিন।

ধনুঃসৃজনশীল শখ আপনাকে চাপমুক্ত রাখবে। কিছু বাড়তি পয়সা উপার্জনের জন্য আপনার উদ্ভাবনী চিন্তার ব্যবহার করুন। বৈবাহিক বন্ধনে প্রবেশ করার জন্য ভালো সময়। সমগ্র মহাবিশ্বের উচ্ছ্বাস দুই জনের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে যারা প্রেম

মকরঃ আপনার বাচ্চাদের চিন্তাগুলিকে সমর্থন করা জরুরী হবে। কামদেব আপনাকে আপনার জীবনে প্রেমের ঝরনা বওয়াতে অগ্রধাবন করবে।।

কুম্ভঃ অর্থের বিষয়টি নিয়ে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কোনও বিরোধ হতে পারে। আপনার পরিবারের সকল সদস্যদের অর্থ এবং নগদ প্রবাহ সম্পর্কে পরিস্কার হওয়ার পরামর্শ দেওয়া উচিত।

মীনঃপ্রিয়তমের সঙ্গে ভালো সময় কাটানোর ফলে আজকের দিনটি সুন্দর হয়ে উঠবে। কোনো চিন্তা যদি সমানে আপনার মাথায় ঘুরে বেড়ায়, তাহলে তা আপনার সঙ্গীর কাছে প্রকাশ করুন, নাহলে পরিস্থিতি খারাপ দিকে মোড় নিতে পারে। বিবাহের যোগ হতে পারে আজ।

আবহাওয়া

নিম্নচাপের প্রভাবে বৃষ্টি চলছে দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। শুক্রবার সকাল থেকেই মুখভার আকাশের। হালকা বৃষ্টিও হয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, উত্তরবঙ্গে আগামী দু'দিন দুর্যোগের আশঙ্কা রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গেও হবে বৃষ্টি। নিম্নচাপের প্রভাবে সমুদ্র উত্তাল থাকবে। সমুদ্রে ঝড়ের গতিবেগ ৭৫ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায় হতে পারে। মৎস্যজীবীদের জন্য আপাতত সমুদ্রে যেতে বারণ করা হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের ক্ষেত্রে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর ও পশ্চিম মেদিনীপুরে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যান্য জেলাগুলিতেও হবে বৃষ্টি। দুর্যোগের সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরবঙ্গেও। দার্জিলিং সহ ওপরের পার্বত্য ৬টি জেলাতে দুর্যোগের আশঙ্কা বেশি রযেছে। দার্জিলিং, কালিম্পং জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুরে অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি রয়েছে। নিচের দিকের জেলা মালদা ও দুই দিনাজপুরেও ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। এরপর রবিবার ওপরের পাঁচ জেলায. ভারী বৃষ্টি চলবে। দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর জেলাতেও ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। তবে বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা কিছুটা কমবে। সোমবার ভারী বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ি জেলাতে। শুক্রবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৯.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩.৩ ডিগ্রি কম।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৬টা ৩৫মিনিট এবং রাত ০৭টা ৪২মনিট। **ভাটা**-দুপুর ০২টা ৪০মনিট এবং রাত ০২টা ৪৩মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ২৮মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ২০মিনিটে।

লক্ষীপুজোর দিনে মেট্রো পরিষেবা সীমিত, কোন লাইন কখন চলবে জানুন সবিস্তারে!

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সোমবার গুরুত্ব কোজাগরী লক্ষী পুজোর দিনে মেট্রো পরিষেবা তুলনামূলকভাবে কম চলবে। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ব্লু লাইন (শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর) আপ ও ডাউন মিলিয়ে মোট ২৩৬টি মেট্রো চলবে। যাত্রীদের আশঙ্কা, নজর ওইদিন মেট্রোয় ভিড় বাড়তে পারে। অন্যদিকে, গ্রিন লাইন (হাওড়া ময়দান থেকে সেক্টর ফাইভ), ইয়েলো লাইন (নোয়াপাড়া থেকে বিমানবন্দর), পার্পল লাইন (মাঝেরহাট থেকে ডায়মন্ড পার্ক) এবং অরেঞ্জ লাইন (শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে বেলেঘাটা) সাধারণ দিনের মতো স্বাভাবিক পরিষেবা চালু থাকবে। মেট্রো রেল সূত্রে খবর, সাধারণত যেকোনও সোমবার ব্লু লাইনে (শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর) আপ এবং ডাউন লাইন মিলিয়ে ২৭২টি মেট্রো চলাচল করে। কোজাগরী লক্ষীপুজোয় সেই সংখ্যা কমে দাঁড়াবে ২৩৬। আপ এবং ডাউন লাইনে ১১৮টি মেট্রো চলাচল করবে। তবে প্রথম এবং শেষ মেট্রো প্রান্তিক স্টেশন থেকে ছাড়ার সময়ে কোনও বদল হবে না। একনজরে দেখে নিন ব্লু লাইনের কোন রুটে কখন ছাড়বে প্রথম মেট্রো ঃ- সকাল ৬.৫০ মিনিটে নোয়াপাড়া থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পরিষেবা শুরু হবে। সকাল ৬.৫৪ মিনিটে শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বরের পরিষেবা শুরু হবে। সকাল ৬.৫৫ মিনিটে দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পরিষেবা শুরু হবে। সকাল ৬.৫৫ মিনিটে মহানায়ক উত্তম কুমার (টালিগঞ্জ) থেকে দক্ষিণেশ্বর পরিষেবা শুরু হবে। একনজরে দেখে নিন ব্লু লাইনের কোন রুটে কখন ছাড়বে শেষ মেট্রো ঃ- রাত ৯.২৮ মিনিটে দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম গামী শেষ মেট্রো ছাড়বে। রাত ৯.৩৩ মিনিটে শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বরের শেষ মেট্রো ছাড়বে। রাত ৯.৪৫ মিনিটে শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দমদম শেষ মেট্রো ছাড়বে। গ্রিন লাইন (হাওড়া ময়দান-সেক্টর ফাইভ), ইয়েলো লাইন (নোয়াপাড়া থেকে বিমানবন্দর), পার্পল লাইন (মাঝেরহাট থেকে ডায়মন্ড পার্ক) এবং অরেঞ্জ লাইনে (শহিদ ক্ষুদিরাম-বেলেঘাটা) মেট্রোর সময়সূচিতে কোনও বদল নেই।

বিয়ের রাতেই গয়না-গাটি নিয়ে পালালো নতুন বউ

প্রতীকী ছবি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ এমন ঘটনা শুনলে নজর আটকে থাকলেও খুব বেশি নেই। এবারের ঘটনা রাজস্থানের। সেখানকার বাসিন্দা এক যুবকের সঙ্গে বিয়ে হয় আগ্রানিবাসী এক মহিলার সঙ্গে। দেখাশোনা করে, জিতেন্দ্র নামে ঘটকের মাধ্যমে চারহাত এক হয়। ২ লক্ষ টাকা কেবল ঘটককেই দেওয়া হয়। ধুমধাম করে ছেলের বিয়ে দেন পরিবার। জয়পুরে জাঁকজমকপূর্ণ বিয়ের আসর বসে। বিয়ে সম্পন্ন হওয়ার পর সাড়ম্বরে নববধূকে নিয়ে কিষানগড়ে ফিরে যান পাত্রপক্ষ। প্রথামাফিক বউমাকে সোনার গয়না দিয়ে বরণ করে নেন পাত্রের মা। গঙ্গোলো বাঁধে ফুলশয্যার রাত থেকে। নববধূ ফুলশয্যার রাতে জানান, তিনি ওইদিন স্বামীর সঙ্গে ঘুমোতে পারবেন না। সেটা নাকি তাদের প্রথার বিরোধী। নববধূর এমন কথা শুনেও অবশ্য পরিবারের কেউই সন্দেহ করেননি। সেই সুযোগেই যাবতীয় গয়না হাতিয়ে নেন নববধূ। আলমারি খুলে সমস্ত টাকাও সরিয়ে ফেলে সে। রাতের অন্ধকারেই সমস্ত কিছু নিয়ে চম্পট দেয় নববধূ। রাত তিনটে নাগাদ ঘুম থেকে উঠে সদ্যবিবাহিত যুবক খেয়াল করেন, বাড়িতে চুরি হয়েছে। ব্যাস প্রচুর খোঁজার পরেও এখনও কোনো সন্ধান পাওয়া যায় নি ওই প্রতারক নববধূকে।

এক প্রান্তে যখন বন্যার আশঙ্কা, তখন অন্য প্রান্ত শ্যামপুর মেতেছে লক্ষীর আরাধনায়

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়াঃ ডিভিসির ছাড়া জলে হাওড়ার এক প্রান্ত-উদয়নারায়নপুর যখন বন্যার আশঙ্কা করছে তখন অন্য প্রান্ত শ্যামপুর মেতে উঠেছে লক্ষীর আরাধনায়। হাওড়ার কয়েকটি গ্রামে সর্বজনীন কোজাগরী লক্ষী পুজোর জনপ্রিয়তা রয়েছে। বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণে কোজাগরী কার্তিক পুজো,বারাসতের কালীপুজোর মতোই হাওড়া গ্রামীণ এলাকার জোকা, খালনা, শ্যামপুরের নাকোল সহ কয়েকটি এলাকায় বেশ জাঁকজমকপূর্ণ সর্বজনীন লক্ষী পুজো হয়। আর সেগুলির বেশির ভাগই থিম নির্ভর। তবে এবার শ্যামপুরে রীতিমতো আলোড়ন পড়ে গিয়েছে বানেশ্বরপুর এক গ্রাম পঞ্চায়েতের খোলাবেড়িয়া শুভেচ্ছা সংঘের পুজোকে ঘিরে। এদের থিম কেদারনাথের অন্দরমহলে 'কিউট লক্ষী'। অর্থাৎ শিশু লক্ষী। ঘরে ঘরে লক্ষী পুজো হয়। আর এক্ষেত্রে খোলাবেড়িয়ায় পুজিতা হবে শিশু লক্ষী। পুজোর অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা তথা সম্পাদক অনিতেষ দাস জানান, 'আঠারো বছরে পা দিলো এই পুজো। এবছর কন্যা শিশুর আদলে দেবীকে দেখা হয়েছে। তার মধ্য দিয়ে শিশু কন্যা রক্ষার বার্তা দেওয়া হয়েছে।' এই পুজোর উদ্বোধন করবেন শ্যামপুরের বিধায়ক কালীপদ মণ্ডল। এবার এলাকার সবচেয়ে আগ্রহ 'শিশু লক্ষী'কে দেখার।

নিউটাউনের গেস্ট হাউস থেকে উদ্ধার তথ্য-প্রযুক্তি কর্মীর পচাগলা দেহ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ নিউটাউনের একটি গেস্ট হাউস থেকে তথ্য-প্রযুক্তি কর্মীর মৃতদেহ উদ্ধার। অক্টোবরের ২ তারিখ থেকে নিখোঁজ ছিলেন ওই যুবক। শনিবার রাতে গেস্ট হাউস থেকে তার দেহ পাওয়া যায়। মৃতদেহের পাশে একাধিক ঘুমের ওষুধ পাওয়া গেছে। তবে এটি খুন নাকি আত্মহত্যা, তা নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয়েছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। বয়স ৩৪ বছর। তিনি উত্তর চব্বিশ পরগনার শ্যামনগরের বাসিন্দা। একটি আইটি সংস্থায় কর্মরত ছিলেন তিনি। দিনকয়েক আগে নিখোঁজ হয়ে যান যুবক। পরিবারের পক্ষ থেকে নোয়াপাড়া থানায় অভিযোগ জানানো হয়। পুলিশ তদন্তে নেমে চন্দ্রনাথের মোবাইল ফোন ট্র্যাক করে। শেষ লোকেশন পাওয়া যায় নিউটাউনের গৌরাঙ্গনগরের একটি গেস্ট হাউসের। সেই সূত্রেই গেস্ট হাউসে আসেন তদন্তকারীরা। রুমের সামনেই আসতেই পচাগন্ধ পান তদন্তকারীরা। দরজা ভাঙতেই উদ্ধার হয় যুবকের পচাগলা দেহ। মৃতদেহের পাশে ঘুমের ওষুধ পেয়েছেন তদন্তকারীরা। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ এখনও অজানা, তবে প্রশ্ন উঠছে, যুবক কি ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যা করেছেন? এত পরিমাণ ঘুমের ওষুধ সে কীভাবে পেয়েছিল তাও সন্দেহের ব্যাপার। যুবকের মৃত্যু আত্মহত্যা নাকি খুন, তা নিয়েও সন্দেহ বজায় রয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট হাতে আসার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে। তদন্ত চলছে।

হাঁসের দাদাগিরিতে অতিষ্ঠ হয়ে তাকে গ্রেফতার করা হলো

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ শুনতে অবাক লাগলেও ঘটনাটা সত্য। আজব ঘটনাটি ইউনাইটেড কিংডমের একটি শহরের। ৯ মাস আগে স্থানীয় জলাশয়ে আসে একটি ব্ল্যাক সোয়ান বা কালো হাঁস। তার রাজকীয় রূপে মুগ্ধ হয় এলাকাবাসী। দেখতে ভিড়ও জমাতেন থাকেন স্থানীয়রা। কিন্তু বেশিদিন সেই 'সুখ' স্থায়ী হয়নি। ওই জলাশয়ে আগে থেকেই ছিল প্রায় ৩০টি সাদা রাজহংস। তারা এই 'উড়ে এসে জুড়ে বসা' কালো রাজহাঁসটিকে খুব স্বাভাবিকভাবেই পছন্দ করছিল না। এদিকে আক্রমণাত্মক স্বভাবের হাঁসটি জলাশয়ে নিজের 'দাপট' বাড়ানোর চেষ্টা করতে থাকে। অন্য হাঁসগুলিকে মারতে থাকে বলে 'অভিযোগ'। কয়েকটিকে ডুবিয়ে মারারও চেষ্টা করে সে। বাধ্য হয়ে তাকে বন্দি করে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যায় কর্তৃপক্ষ। নাম হয় 'মিস্টার টার্মিনেটর'। সিরিল বেনিস ওই জলাশয়ে সাদা রাজ হাঁসদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি বলেন, 'আমাদের মিস্টার টার্মিনেটরের সবচেয়ে অন্ধকার দিকটি ছিল সে আমাদের স্থায়ী বাসিন্দা হাঁসগুলির উপর হামলা করছিল। এতে পরিস্থিতি খারাপ হয়ে যায়। সে অঞ্চল দখলের চেষ্টা চালায়।'

জেনারেটরের বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে গিয়ে মৃত্যু এক যুবকের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি ঃ ভান্ডানী পুজোয় জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে গিয়ে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল শুভঙ্কর রায় নামে এক যুবকের। জানাযায় ওই যুবকের বাড়ি ধূপগুড়ি ব্লকের ডাউকিমারি এলাকায়। শনিবার ভান্ডানী পুজো উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল দুরামারি জনকল্যাণ সংঘ। এদিন অনুষ্ঠান শুরুর আগে জেনারেটর চালিয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ ঠিকঠাক করার চেষ্টা করছিল মৃত ওই যুবক। হঠাৎ অনুষ্ঠান মঞ্চের নিচে থাকা খোলা বৈদ্যুতিক তারে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে সে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। কমিটির সদস্যরা তাকে উদ্ধার করে বীরপাড়া হাসপাতালে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষনা করেন। দুর্ঘটনা নিয়ে পুজো কমিটির সদস্যরা কেউই প্রকাশ্যে মুখ খুলতে রাজি না হলেও পুজো কমিটি ও ডেকোরেটরের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

দুর্যোগ সতর্কতাঃ সতর্ক থাকুন, নিরাপদে থাকুন

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, দার্জিলিং ঃ অবিরাম বৃষ্টির ফলে ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। সকল নাগরিককে অনুরোধ করা হচ্ছে সতর্ক থাকতে এবং যে কোনো দুর্ঘটনা বা ক্ষয়ক্ষতির খবর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পঞ্চায়েত, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, অথবা সংসদ সদস্যকে জানাতে। জিটিএ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট টিম সক্রিয়ভাবে পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে। সর্বশেষ প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী, ৪ঠা অক্টোবর রাতে টানা বৃষ্টির ফলে মিরিক এলাকায় অন্তত ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। অন্যান্য অঞ্চল থেকেও অনুরূপ খবর পাওয়া যাচ্ছে। সকলকে অনুরোধ করা হচ্ছে সতর্ক থাকতে এবং নারী ও শিশুদের নিরাপদে রাখতে। মনে রাখবেন; দুর্যোগ এখনো পুরোপুরি কাটেনি। মিরিকে ত্রাণকার্য ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। মিরিক এসডিও, বিডিও, সংসদ সদস্য, পৌরসভা চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ারসহ সংশ্লিষ্ট সমস্ত কর্তৃপক্ষ বর্তমানে দুর্গত এলাকায় ত্রাণ ও উদ্ধার কাজে নিয়োজিত আছেন। এই কঠিন সময়ে একজন আরেকজনকে সহযোগিতা করুন। বিভিন্ন স্থানে ভূমিধসের কারণে রাস্তাঘাট বন্ধ রয়েছে। তাই একান্ত প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাইরে না বেরোনোর পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। শান্ত থাকুন, নিরাপদে থাকুন, এবং প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতা করুন।

আবহাওয়া দপ্তরের সতর্কীকরণ একেবারে ১০০ শতাংশ সত্যি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি ঃ আবহাওয়া দপ্তরের সতর্কীকরণ একেবারে ১০০ শতাংশে সত্যি হলো। প্রবল বৃষ্টিতে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল। পাহাড়ে ধসে রাস্তা ভেঙে যাওয়ায় পাশাপাশি বাড়িঘর ধসে মৃত্যুর খবর ও মিলছে, বিভিন্ন জায়গায় রাস্তা ভেঙে যাওয়ায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। উত্তরবঙ্গের তরাই এবং ডুয়ার্সেও বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। রাতভর বৃষ্টির কারণে প্লাবিত হলো শিলিগুড়ির মহানন্দা সংলগ্ন পোড়া ঝাড় এলাকাও। এলাকাবাসীদের অনেকেই ঘর ছাড়া। গতকাল রাত থেকে প্রবল বৃষ্টির কারণে মহানন্দা নদীর জল বাড়তে শুরু করে। রাত তিনটির দিকে শিলিগুড়ির কাওয়াখালী এলাকার বাড়ি বাড়িতে জল ঢুকে পড়তে শুরু করে। বাড়ি ঘর ছেড়ে প্রাণ বাঁচাতে এদিক ওদিক ছুটতে থাকেন সবাই। এদিকে সকাল সাড়ে চারটার সময় মহানন্দা নদীর বাঁধ ও ভেঙে যাওয়ার কারণে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়েছে। ইতিমধ্যেই ঘরছাড়া মানুষদের জন্য খাদ্যদ্রব্যের ব্যবস্থা করতে শুরু করেছে ভারত সেবাশ্রম সংঘ। এখনো বৃষ্টি চলছে ফলে এলাকায় আরো জল ঢোকার সম্ভাবনা বাড়ছে।

নির্বাচনের আগে কংগ্রেসের ভরসার জায়গায় অধীর - বিহার ভোটে পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব!

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ দলের ভেতরে অনেকটাই কোণঠাসা অবস্থায় ছিলেন অধীর রঞ্জন চৌধুরী। তবে এবার বহরমপুরের প্রাক্তন সাংসদকে দেওয়া হলো বড় দায়িত্ব। রাজ্যে আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে অধীরের ভূমিকাও বাড়ল। প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরীকে আসন্ন বিহার বিধানসভা নির্বাচনের পর্যবেক্ষক হিসেবে নিয়োগ করেছে কংগ্রেস। শনিবারই এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছে দল। কংগ্রেসের তরফে জানানো হয়েছে, বিহার বিধানসভার নির্বাচনের জন্য তিন জন পর্যবেক্ষককে নিযুক্ত করা হয়েছে। রাজস্থানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট এবং ছত্তিসগড়ের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেলের সঙ্গেই এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বহরমপুরের প্রাক্তন সাংসদকে। এই দায়িত্ব পাওয়ার পরে এখনও পর্যন্ত কোনও মন্তব্য করেননি অধীর চৌধুরী। তবে উচ্ছসিত তাঁর অনুগামীরা। সোশ্যাল মিডিয়াতে অধীর চৌধুরীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন তাঁরা। একই সঙ্গে তাঁদের আশা, আগামী বছর রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনেও বাড়তি দায়িত্ব দেওয়া হবে প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতিকে। কংগ্রেস সূত্রে খবর, ভোটের দিন ঘোষণা হওয়ার আগেই বিহারের কংগ্রেসের হয়ে জমি মাপবেন অধীর চৌধুরী। এলাকা ঘুরে তিনি রিপোর্ট জমা দেবেন কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে। একই সঙ্গে বিহার নির্বাচনের জন্য জেলা ভিত্তিক পর্যবেক্ষকদের নামও ঘোষণা করেছে কংগ্রেস। যাঁদের এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি শুভঙ্কর সরকার এবং সাংসদ ঈশা খান চৌধুরী।

গাজায় মানবিক ত্রাণের দাবিতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে এসএফআই-এর চিঠি, পথে বামেরা!

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ প্যালেস্টাইনের পাশে দাঁড়িয়ে গাজায় মানবিক ত্রাণ পাঠানোর আর্জি জানাল বাম ছাত্র সংগঠন এস এফ আই। বিধ্বস্ত গাজাবাসীর জন্য ত্রাণসামগ্রী পাঠাতে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ চেয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি দিয়েছে সংগঠন। চিঠিটি পাঠিয়েছেন এসএফআই-এর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্য ও সভাপতি আদর্শ এম সাজি। তাতে লেখা, 'প্যালেস্টাইনে যা হচ্ছে, তা মানবতার সংকট।' শুধু নির্বিচার বোমাবর্ষণ করে একটা সভ্যতাকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টাই নয়, এখন খাবার ও অন্যান্য ত্রাণসামগ্রী নিয়ে প্যালেস্টাইনে পৌঁছতে চাওয়া ফ্লোটিলাগুলোকেও বাজেয়াপ্ত করছে ইজরায়েল। প্যালেস্টাইনের শিশুরা যাতে অভুক্ত থেকে মারা যায়, তার ব্যবস্থা করছে জায়নবাদী নেতানিয়াহুর সরকার। ইতিমধ্যেই যার প্রতিবাদে পৃথিবী জুড়ে পথে নেমেছে কোটি কোটি মানুষ।' সৃজন, সাজিদের ওই চিঠিতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, 'ভারতের দীর্ঘ ঐতিহ্য প্যালেস্টাইনের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক'। এই সংকটে ভারত সরকার এগিয়ে আসুক, খাদ্যসামগ্রী-সহ অন্যান্য ত্রাণ পাঠাক প্যালেস্টাইনে।' তাদের আরও বক্তব্য, এই উদ্যোগে ভারত সরকারকে সাহায্য করতে মানুষের কাছে যাবেন এস এফ আইয়ের কয়েক লক্ষ কর্মী। যাবতীয় বিরোধ ভুলে এই মুহূর্তে মানবতার পক্ষে অবস্থান নেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে এসএফআই। এদিকে, গাজায় গণহত্যা থামানোর দাবি এবং গাজা অভিমুখী ত্রাণবাহী জাহাজ বহর 'ফ্লোটিলা'র উপর ইজরায়েলি আক্রমণের বিরুদ্ধে কলকাতায় মিছিল করেছে সমস্ত বামদল। শনিবার রবীন্দ্রসদন থেকে এই মিছিল শুরু হয়ে শেষ হয় ধর্মতলায়। মিছিলে শামিল বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু বলেন, যেভাবে ফ্লোটিলা আটকানো হয়েছে এবং গ্রেপ্তার করা হয়েছে তা ভয়ংকর। আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করা হচ্ছে। রাষ্ট্রসংঘ সঠিক ভূমিকা পালন করছে না। খাদ্য এবং ওষুধ নিয়ে যাওয়া কোনও জাহাজকে আটকানো যায় না। এদিন মিছিলে সিপিআম ছাড়াও সিপিআই, আরএসপি, ফরওয়ার্ড ব্লক, ছাড়াও সিপিআই (এমএল) লিবারেশন-সহ অন্যান্য বাম মনোভাবাপন্ন দলগুলি অংশ নিয়েছিল। আমন্ত্রণ না পাওয়া ক্ষুব্ধ এসইউসিআই নেতৃত্বের বক্তব্য, তাদের এই মিছিলে আমন্ত্রণ জানানোই হয়নি। অথচ, বলা হয়েছে, মিছিলে সব বামদল থাকছে। এদিকে, ডোনাল্ড ট্রাম্পের শান্তি পরিকল্পনার বিরুদ্ধে ৭ অক্টোবর 'ধিক্কার দিবস' পালনের ডাক দিয়েছে এসইউসিআই।

মাঝরাতে দেবদূত হয়ে হাজির পুলিশ কর্তারা, প্রাণ বাঁচলো নাবালিকার

দুরন্তবার্তা, মিঠুন হালদার ঃ যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে। আবহমান বাংলার প্রচলিত এই প্রবাদটি যেন সত্যি করে দেখালো মুর্শিদাবাদের খড়গ্রাম থানার পুলিশ। দিনের প্রায় ২৪ ঘন্টা অপরাধ আর অপরাধীদের নিয়ে ব্যস্ত থাকা পুলিশ সময়মত পদক্ষেপ করে প্রাণ বাঁচালো এক নাবালিকার। শনিবার গভীর রাতের এই ঘটনায় পুলিশের প্রশংসায় পঞ্চমুখ গ্রামের বাসিন্দারা। মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার সুপার কুমারসানি রাজ বলেন, শনিবার গভীর রাতে খড়গ্রাম থানার পুলিশ এক অজ্ঞাত পরিচয় মহিলার কাছ থেকে একটি ফোন কল পায়। ওই মহিলা থানার আধিকারিককে তার মেয়ের প্রাণ বাঁচানোর জন্য অনুরোধ জানান। এরপরই খড়গ্রাম থানার পুলিশের একটি দল দ্রুত ওই মহিলার বাড়িতে পৌঁছে যায় এবং নাবালিকাকে সময় মত হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে তারা প্রাণ বাঁচায়।' খড়গ্রাম থানার নগর এলাকার বাসিন্দা পাতাশি বিবি তার বছর সতেরোর মেয়ে রজনী খাতুনকে নিয়ে শনিবার রাতে বাড়িতে একাই ছিলেন। ওই মহিলার স্বামী বর্তমানে কর্মসূত্রে অন্য রাজ্যে রয়েছেন। সূত্রের খবর রজনীর শারীরিক কোনও সমস্যা থাকার জন্য মাঝেমধ্যে সে অজ্ঞান হয়ে যায়। সেই সময় তাকে দ্রুত অক্সিজেন বা স্যালাইন না দেওয়া হলে প্রাণ সংশয়ের মতো সমস্যা তৈরি হয়ে যায়। খড়গ্রাম থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাত প্রায় সোয়া একটা নাগাদ খড়গ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের সরকারি ফোন নম্বরে পাতাশি ফোন করেন ও উদ্বিগ্ন কণ্ঠে থানার বড়বাবুর খোঁজ করতে থাকেন। ফোনের উল্টোদিকে থাকা থানার বড়বাবু ওই মহিলাকে নিজের সমস্যার কথা জানাতে চাইলে পাতাশি জানান, তার মেয়ে রজনী খাতুন হঠাৎ করেই বাড়িতে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে এবং চরম শ্বাসকষ্টের সমস্যা হচ্ছে। দ্রুত তাকে হাসপাতালে না নিয়ে যাওয়া হলে মেয়ে বাঁচবে না। ওই মহিলা পুলিশ আধিকারিককেরও আরও বলেন, গভীর রাত হয়ে যাওয়ার কারণে সে এলাকার কোনও জায়গা থেকে গাড়ি জোগাড় করতে পারছে না এবং বেশি ভাড়া দিয়ে হাসপাতালে মেয়েকে নিয়ে যাওয়ার মত অর্থও তার কাছে নেই। পাতাশির এই ফোন পাওয়ার পরই দ্রুত খড়গ্রাম থানার আধিকারিকেরা তৎপর হয়ে ওঠেন। সেই সময় নগর এলাকায় 'পেট্রোলিং ডিউটি'তে থাকা পুলিশের একটি গাড়িকে দ্রুত পাতাশি বিবির বাড়িতে পৌঁছে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, খড়গ্রাম থানার আধিকারিকেরা যখন পাতাশি বিবির বাড়িতে পৌঁছায় সেই সময় রজনী খাতুনের সংজ্ঞা ছিল না এবং ক্রমশই সে নেতিয়ে পড়ছিল। এরপর পুলিশ আধিকারিকেরা আর গাড়ি অ্যাম্বুলেন্সের জন্য অপেক্ষা না করে ওই নাবালিকাকে মায়ের সঙ্গে পুলিশের টহলদারি গাড়িতেই বসিয়ে নেন এবং দ্রুত খড়গ্রাম হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান। পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, রজনীর অবস্থা সম্পর্কে থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক তার আগেই স্থানীয় বিএমওএইচকে বিস্তারিতভাবে জানিয়ে রেখেছিলেন। এর পাশাপাশি জরুরি প্রয়োজনের জন্য খড়গ্রাম থানার পক্ষ থেকে রজনীর জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে রেফারের প্রয়োজন হলে অ্যাম্বুলেন্সেরও ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। রজনীকে নিয়ে পুলিশের গাড়ি খড়গ্রাম হাসপাতালে পৌঁছানোর পরেই সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা দ্রুত তার চিকিৎসা শুরু করেন। ওই নাবালিকাকে অক্সিজেন এবং স্যালাইন দেওয়া হয়। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে রবিবার সকাল থেকে ওই নাবালিকা চিকিৎসায় সাড়া দিতে শুরু করেছেন। পাতাশি বিবি বলেন,' পুলিশের সহযোগিতাতেই আমি আজ মা মেয়েকে আজ বাঁচাতে পেরেছি। পুলিশকর্তারা রাতের বেলায় দেবদূতের মত হাজির না হলে আমার মেয়ের কী হতো তা আমি জানিনা।' তিনি বলেন,' গভীর রাতে আমি মেয়েকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য কয়েকজনকে গাড়ি দেওয়ার অনুরোধ করলেও কিছুতেই তা জোগাড় করতে পারিনি। শেষে একজন থানার বড়বাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন। পুলিশ কর্তারাই আমার মেয়েকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে চিকিৎসার সমস্ত ব্যবস্থা করে দেন।'

মুখ্যমন্ত্রীকে শ্রদ্ধা জানিয়ে নদীয়ার কৃষ্ণনগরে জগৎধাত্রী পুজোর থিম নারী শক্তি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়াঃ নদীয়ার কৃষ্ণনগর জগৎ বিখ্যাত জগদ্ধাত্রী পুজোর জন্য, তাই শারদীয়া দুর্গোৎসব এর রেশকা কাটতে না কাটতেই এবার কৃষ্ণনগর জুড়ে জগদ্ধাত্রী পুজোর উন্মাদনা শুরু। এদিন নদীয়ার কৃষ্ণনগরের ঐতিহ্যমন্ডিত প্রায় ১৭০ বছরের পুরনো বাঘা ডাঙ্গা বারোয়ারির খুঁটিপুজো সম্পন্ন হল মহাসাড়ম্বরে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একজন নারী আর তাই সেইদিকের কথা চিন্তা করে এবারে বাঘাডাঙ্গা বারোয়ারির চিন্তাভাবনা নারী শক্তি। এ বছরে তাদের পুজোর বাজেট আনুমানিক ৩৫ লক্ষ টাকা। পুজোতে এবারও থাকছে বিভিন্ন রকম আলোর খেলা এবং সুসজ্জিত পূজা মন্ডপ তার সঙ্গে মায়ের আরতির সময় ১০৮টি ঢাক। সবমিলিয়ে এবছরের জগদ্ধাত্রী পুজোয় কৃষ্ণনগরের বাঘাডাঙ্গা বারোয়ারী বিশেষ নজর কাড়বে নদীয়া আল্পবাসীর এমনটাই মনে করছেন পুজো উদ্যোক্তারা।

প্রবল বৃষ্টিতে ভেঙে পড়ল দুধিয়া সেতু, বন্ধ শিলিগুড়ি-মিরিক সড়ক

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি ঃ টানা প্রবল বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত দার্জিলিং জেলার বিস্তীর্ণ পাহাড়ি অঞ্চল। ভোররাতে বৃষ্টির তীব্রতা এতটাই বেড়ে যায় যে, পানিঘাটার কাছে দুধিয়া সেতুটি সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়ে। এর ফলে শিলিগুড়ি-মিরিক সংযোগকারী অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই সড়কপথটি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ভোর প্রায় ৩টার দিকে প্রবল জলের চাপে সেতুর মাঝের অংশ ভেঙে পড়ে নদীতে তলিয়ে যায়। এরপর থেকেই সেতুর দুই দিকের যান চলাচল সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রয়েছে। জরুরি পরিষেবা ও সাধারণ মানুষ উভয়েই বিপাকে পড়েছেন। প্রবল বর্ষণের জেরে পাহাড়ের বিভিন্ন এলাকায় ভূমিধস ও রাস্তা ধসের ঘটনাও ঘটেছে। বিশেষ করে মিরিক বস্তি, নীচু গাঁও ও আশপাশের এলাকাগুলিতে বড় ক্ষয়ক্ষতির খবর মিলেছে। স্থানীয়দের দাবি, কয়েকটি বাড়ি ভেঙে পড়েছে এবং প্রাণহানির আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। ঘটনার খবর পেয়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে দ্রুত উদ্ধারকাজ শুরু হয়েছে। শিলিগুড়ি জেলা প্রশাসন ও পিডব্লিউডি দফতর ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে দল পাঠিয়েছে। একই সঙ্গে বিকল্প রাস্তায় যান চলাচল চালু করার চেষ্টা চলছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। অন্যদিকে, আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি জেলাগুলিতে আগামী ২৪ ঘণ্টা অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

লঙ্কার গুঁড়ো ছিটিয়ে মারধর, মাথায় আঘাত করে খুন

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ শনিবার দুপুরে উত্তর শহরতলির বরানগরে ঘটে যায় এক চাঞ্চল্যকর খুন ও ডাকাতির ঘটনা। ভুবাথ সেন লেনের একটি সোনার দোকানে ঢুকে থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে। ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের কমিশনার মুরলীধর শর্মা জানান, অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। পাঁচজন দুষ্কৃতী এসেছিল। প্রথমে

দোকানের মালিককে খুন করে গয়না লুট করে পালায় দুষ্কৃতীরা। নিহত ব্যবসায়ীর নাম শঙ্কর জানা (৬০)। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকেই তাঁর হাত বাঁধা অবস্থায় মৃতদেহ উদ্ধার করেছে। ঘটনার তদন্তে উঠে আসছে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান এবং প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, মোট পাঁচজন দুষ্কৃতী এই ঘটনায় যুক্ত ছিল। প্রথমে তাদের মধ্যে দু'জন ক্রেতা সেজে দোকানে প্রবেশ করে। দোকানের মালিক যখন সোনার গয়না দেখাতে শুরু করেন, তখন বাইরে থাকা আরও দু'জন ভেতরে ঢোকে। এরপরই হঠাৎ তারা প্রৌঢ়ের চোখে লঙ্কার গুঁড়ো ছিটিয়ে মারধর শুরু করে। পরে লোহার কোনও ভারী বস্তু দিয়ে শঙ্করবাবুর মাথায় আঘাত করা হয়। গুরুতর জখম অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। এরপর দুষ্কৃতীরা তাঁকে হাত-পা বেঁধে দোকানের মধ্যেই ফেলে রেখে গয়নাগাটি নিয়ে চম্পট দেয়। পরে দোকানের সিসিটিভি ফুটেজ দেখে ঘটনাটি জানতে পারেন মৃতের ছেলে এবং খবর দেন থানায়। বরানগর ক্রেতা সেজে ভিতরে ঢোকে, তারপর মালিককে বেঁধে বেধড়ক মারধর করে এবং ফেলে রেখে পালায়। ঘটনাস্থল বরানগর থানার মাত্র এক কিলোমিটার দূরে। তাই প্রশ্ন উঠছে, এত কাছেই পুলিশ উপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও কীভাবে এই ঘটনা ঘটল? পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গোটা এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কমিশনার আশ্বাস দিয়েছেন, 'খুব তাড়াতাড়ি অপরাধীদের গ্রেফতার করা হবে।' ইতিমধ্যেই একটি সিসি ফুটেজ সামনে এসেছে, যেখানে দেখা গেছে সোনার দোকানের ভিতরেই ওই ব্যবসায়ী ছাড়াও আরও তিনজন আছেন। তাঁদের মধ্যে দু'জন দুষ্কৃতী ওই সঙ্গে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েছেন প্রৌঢ়। এরপরই সম্পূর্ণ কালো হয়ে যায় ক্যামেরার স্ক্রিন। তদন্তকারীদের অনুমান, দুষ্কৃতীরা আগে থেকেই লোকানটি নজরে রেখে ছিল এবং রেইকি করে গিয়েছিল। পরিকল্পনা অনুযায়ী, ক্রেতা সেজেই কয়েকজন দোকানে ঢোকে ডাকাতির উদ্দেশ্যে। তাদের পরিচয় শনাক্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ। পাশাপাশি, সোনার কোনো দোকান থেকে লুট হওয়া গয়না উদ্ধারে তৎপরতা শুরু হয়েছে।

পুজোয় নতুন জামা কাপড় কিনে দেওয়ার জন্য টোটো চালককে খুন

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতাঃ পুজোয় পরিবারকে নতুন জামা কাপড় কিনে দেওয়ার জন্য এক টোটো চালককে খুন করার অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন চার ব্যক্তি। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের বহরমপুর থানার কুমারপুকুর এলাকায়। খুনের ঘটনায় মূলঅভিযুক্ত সহ চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে বহরমপুর থানার পুলিশ। ধৃতদের পাঁচ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন করে রবিবার আদালতে পেশ করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দৌলতাবাদ থানার অন্তর্গত দেবীদাসপুর গ্রামের বাসিন্দা আল্লা লহামিন শেখ নামে এক টোটোচালক প্রায় প্রতিদিনই নিজের গাড়ি নিয়ে বহরমপুর শহরে ভাড়া খাটতে আসতেন। পঞ্চমীর দিন বিকেলে ওই যুবক নিজের টোটো নিয়ে বহরমপুর শহরে এসেছিলেন। সেদিন বহরমপুর শহরের চুঁয়াপুর এলাকার বাসিন্দা সুজন হাজরা নামে বছর ৩৫-এর যুবক মোহনা বাসস্ট্যান্ডের কাছ থেকে ৬০০ টাকা দিয়ে আলহামিনের টোটো ভাড়া করেন এবং চালক আলহামিন তাকে একটি বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার ডিএসপি সুশান্ত রাজবংশী বলেন, 'রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা নাগাদ কুতবাপুকুর এলাকায় পৌঁছানোর পর ওই টোটোর যাত্রী সুজন হাজরা প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য একটি নির্জন স্থানে টোটো চালককে গাড়িটি দাঁড় করাতে বলেন।' জানা গিয়েছে, টোটো চালক রাস্তার ধারে টোটোটি দাঁড় করানোর কিছুক্ষণের মধ্যে হঠাৎ করেই সুজন হাজরা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ও প্রচন্ড মারধর শুরু করে। আলহামিন সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লে সুজন তাকে পাশেই থাকা একটি পুকুরে শ্বাসরোধ করে ফেলে দিয়ে টোটোটি নিয়ে ওই এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। অন্যদিকে আলহামিনের পরিবার কোনও খোঁজ না পেয়ে প্রথমে দিন দৌলতাবাদ থানায় থানায় নিখোঁজ ডায়রি করে। এই ঘটনার দু'দিন পর বহরমপুর থানার পুলিশ কুমারপুকুর এলাকায় তখনও পর্যন্ত অজ্ঞাত পরিচয় আলহামিনের দেহ একটি পুকুর থেকে উদ্ধার করে। সুশান্ত রাজবংশী বলেন,' ওই যুবকের মৃতদেহের ময়নাতদন্তে জানা যায় এটি স্বাভাবিক মৃত্যু নয়, তাকে খুন করা হয়েছে।' এরপর তদন্ত শুরু করে বহরমপুর থানার পুলিশ। বিভিন্ন জায়গার এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা শুরু করা হয়। তখন জানা যায় সুজন হাজরা নামে এক দুর্গাপুজোর সময় ওই যুবক প্রচুর অর্থ খরচ করেছেন, তার কাছে টাকার কোনও উৎস ছিল না। টাকা দরকার ছিল। সেই কারণে খুন করার পর ওই যুবক টোটোটি বিক্রির জন্য কাছে নিয়ে আসে ও তারই প্রতিবেশী উকিল চৌধুরীর সাহায্যে টোটোর ব্যাটারিগুলো খুলে বহরমপুর থানার অন্তর্গত গজধরপাড়া এলাকার বাসিন্দা তথা ওই এলাকার একটি দোকানের মালিক মনিরুজ্জামানকে ১০ হাজার টাকার বিনিময় বিক্রি করে দেয়।' আল্লা ১০ হাজার টাকা দেওয়ার পর মনিরুজ্জামান চুরি করা ওই ব্যাটারি জামাল শেখ নামে অপর এক ব্যক্তিকে বিক্রি করে দেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পুজোর সময় সুজন তার পরিবারের সদস্যদের নতুন জামাকাপড় কিনে দিতে পারেনি। সেই কারণে তার টাকার প্রয়োজন থাকায় হঠাৎ করেই সুজন খুনের পরিকল্পনা করে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ৩০২ সংখ্যা, সোমবার, ১৯ আশ্বিন, ১৪৩২

অক্ষয়চন্দ্র সরকার

কবি, প্রাবন্ধিক ও সাহিত্য সমালোচক অক্ষয়চন্দ্র সরকার। অক্ষয়চন্দ্র সরকার ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট বাঙালি কবি, প্রাবন্ধিক ও সাহিত্য সমালোচক। রায়বাহাদুরের পুত্র হয়েও ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের প্রবল সমর্থক অক্ষয়চন্দ্র দেশীয় শিল্পের পুনরুজ্জীবন ও স্বায়ত্তশাসনের উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। অক্ষয়চন্দ্রে জন্ম বর্তমান হুগলি জেলার চুঁচুড়ার কদমতলায়। পিতা ছিলেন সেযুগের বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক রায়বাহাদুর গঙ্গাচরণ সরকার। শিক্ষা প্রথমে হুগলি কলেজিয়েট স্কুল ও পরে কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে। কর্মজীবনে প্রথমে বহরমপুরে ও পরে চুঁচুড়ায় ওকালতি করতেন। প্রথম যৌবনে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত বঙ্গদর্শন পত্রিকায় লেখালেখি শুরু করেন। ১৮৭২ সালে বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যায় তার উদ্দীপনা নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এরপর অক্ষয়চন্দ্র ১৮৭২ সালে মাসিক নবজীবন ও ১৮৭৩ সালে সাপ্তাহিক সাধারণী নামে দুটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। নবজীবন চলেছিল ১৮৭৮ সাল অবধি। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মতো লেখকেরা এই জনপ্রিয় চিন্তাশীল পত্রিকাটিতে লেখালেখি করেন। রামেন্দ্রসুন্দরের প্রথম বাংলা রচনা এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়। চুঁচুড়া থেকে প্রকাশিত সাধারণী পত্রিকাটির উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক আলোচনা ও হিন্দুসমাজের মূল দৃঢ় করা। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গবাসী পত্রিকার যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু প্রমুখ প্রথম সারির সাহিত্যিকের রচনা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হত। ১৮৭৪ সালে গোচারণের মাঠ নামে একটি যুক্তাক্ষর বর্জিত শিশুপাঠ্য কাব্য ও সেই বছরেই শিক্ষানবীশের পদ্য নামে আর একটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। সারদাচরণ মিত্রের সহযোগিতায় সম্পাদনা করেছিলেন প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ নামে একটি কাব্যসংকলনও। ১৮৭৪ থেকে ১৮৭৭ সালের মধ্যে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত এই কাব্যে স্থান পায় বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, মুকুন্দ চক্রবর্তী প্রমুখ মধ্যযুগীয় কবিদের কাব্যকৃতি। অবশ্য কবিতা অপেক্ষা গদ্যরচনাতেই তিনি অধিক খ্যাতিলাভ করেন। ১৮৭৪ সালে রচিত সমাজ সমালোচনা এবং মৃত্যুর পরে ১৯২৩ সালে প্রকাশিত রূপক ও রহস্য তার গদ্য রচনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ১৯০৪ সালে বঙ্গভাষার লেখক গ্রন্থের পিতাপুত্র প্রবন্ধটি তার একটি মূল্যবান সাহিত্যকীর্তি। এই গ্রন্থে পিতা গঙ্গাচরণ সরকার ও নিজের সাহিত্যজীবনের কথা লিখেছিলেন তিনি। অন্যান্য রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে কবি হেমচন্দ্র, সংক্ষিপ্ত রামায়ণ, মোতিকুমারী, মহাপূজা, সনাতনী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রেন্ট বিল ও এজ অব কনসেন্ট বিল (অ্যাক্ট ১০)-এর বিরুদ্ধে প্রবল ব্রিটিশ-বিদ্বেষী ও স্বদেশী দ্রব্য প্রচলনের সমর্থক হলেও ছিলেন কংগ্রেসি মধ্যপন্থী। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ষষ্ঠ অধিবেশনের মূল সভাপতি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-এর সহ-সভাপতি ও ভারতসভার প্রথম যুগ্ম সহ-সম্পাদকের পদ আবৃত করেন অক্ষয়চন্দ্র। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ১৮৮৬ অধিবেশনে উৎসাহী কর্মীরূপে যোগ দিয়েছিলেন। রায়তদের স্বার্থরক্ষায়ও সচেষ্ট ছিলেন। সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবশিষ্য হলেও বঙ্কিমি দৃঢ়তা ও ঋজুতা তার লেখায় অনুপস্থিত ছিল। তিনি ২ অক্টোবর ১৯১৭ সালে মারা যান। বাংলায় বহু প্রতিভা তৈরি হয়েছে যারা বাংলার মুখোজ্জ্বল করে গিয়েছিল। তাদেরকে নিয়ে বাঙালিদের গর্বের সীমা নেই। রাজা রামমোহন থেকে শুরু হয়েছিল আজও তা সমানভাবে বহমান। তবে শিক্ষা ব্যবস্থার নড়বড়ে ভিতকে শক্ত করতে হবে এখন। তবে আবার শক্তি আসবে।

তপন সিংহের চোখে 'নায়ক'

তপন সিংহের চোখে উত্তমকুমার। পেশাদারিত্বে তুলনাহীন এক নায়ক। 'ঝিন্দের বন্দী'তে ঘোড়ায় চড়ার দৃশ্য ছিল। ঘোড়ায় চড়া তিনি আগেই শিখেছিলেন, ছবির শুটিং এর সময় তিনি রাইডিং ক্লাবে নিজেই ভর্তি হয়ে যান ও নিয়মিত রেওয়াজ করতে থাকে। একটা লম্বা শট ছিল তাতে। উদয়পুরে একটা বিরাট হ্রদের তীরে শুটিং হবে, দূরে পাহাড় দেখা যাচ্ছে। উত্তমকুমারের পেছনে থাকবে পুলিশের দক্ষ ঘোরসওয়াররা। এবড়ো থেবড়ো রাস্তা। কিন্তু উত্তমকুমার বললেন, তুমি ভেবো না, ক্যামেরা প্লেস কর। কী আশ্চর্য, পুরো পুলিশ বাহিনীকে পেছনে রেখে উত্তমকুমার আসছেন আগে আগে, একই শটে সৌমিত্রর সঙ্গে কথা বলে তাঁবুর মধ্যে ঢুকে গেলেন। বিদেশী দামী অভিনয়ের সঙ্গেই একমাত্র তা তুলনীয়।'ঝিন্দের বন্দী' ছবিতে আর একটি দৃশ্য ছিল তলোয়ার খেলা। সেই দৃশ্যের জন্য উত্তমকুমারকে কোচ করার প্রয়োজনে ম্যাসী টেলর নামে এক বিদেশী ভদ্রলোককে এনেছিলাম। তিনি ছিলেন অলিম্পিক বিজয়ী। তিনি সঙ্গী নিয়ে এলেন, মাথায় মাস্ক পরলেন, হাতে নিলেন ফয়েল (লম্বা' তলোয়ার)। উত্তমকুমার একটা চেয়ারে বসে, অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে দেখতে লাগলেন তাঁদের পদক্ষেপ; হাতের ভঙ্গি, তলোয়ারের ব্যবহার। ম্যাসী টেলর উত্তমকে বলেছিলেন, আমরা বছরের পর বছর অনেক পরিশ্রম করে অভ্যাস করি, তুমি কি মাত্র কয়েকবার দেখেই শিখে নিতে পারবে? উত্তম বলেছিলেন, শিখতে পারব কিনা জানি না, কিন্তু আমরা অভিনেতা, নিশ্চয়ই 'কপি' করতে পারব। ম্যাসী টেলরের খেলা নিস্পন্দ হয়ে দেখছিলেন উত্তমকুমার। তারপর উঠে এসে অবিকল তাঁর মতই তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করলেন। বিস্মিত ও মুগ্ধ ম্যাসী ট্রেলর অজস্র অভিনন্দন জানিয়ে ছিলেন উত্তমকে। অনেকদিন তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি। মাদ্রাজে গিয়েছিলাম সেনসর বোর্ডের মিটিং-এ। উত্তমকুমার তখন জেমিনীর 'নিশান' ছবিতে অভিনয়ের জন্য সেখানে আছেন। তার সঙ্গে অভিনয় নিয়ে গভীর আলোচনা হল। পরে বললেন, তোমার তো শরীর খারাপ, স্যুপ খাও। টোস্ট আর স্যুপ এল।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

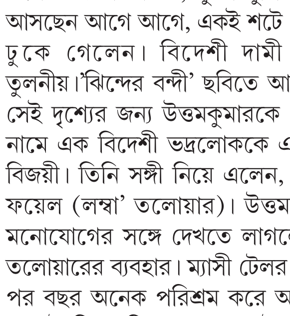

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল বলেন, ঈশ্বর সবাইকে শক্তি দেন। মানুষের উচিত হচ্ছে সেই শক্তিকে মানব সেবার কাজে লাগানো। মানব সেবার উন্নতির জন্য মানব শক্তির প্রয়োজন। মা সেই মানবশক্তির উৎসকারিনী। তিনি শক্তি দেন মনে, হৃদয়ে। তিনি শক্তি দেন দেহের অভ্যন্তরে। তিনি যদি শক্তি না দিতেন তাহলে কেউ অশুভ শক্তিকে পরাস্ত করতে পারতো না। মা হলেন হচ্ছেন সর্ব শক্তির আধার। তিনি শক্তিদাত্রী। তাঁর শক্তি দিয়ে জগতে জয়ী হওয়া সম্ভব। মা জগতকে ধারন করে থাকেন। মানব সভ্যতার বিকাশ ঘটান। সত্যের প্রকাশ করতে হবে।

বিবেকানন্দ দর্শন

স্বামী বিবেকানন্দ, মা সারদা কাউকে নিরাশ করেননি। তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন। শক্তিকে সঞ্চয় করে তাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করাটা জানতে হবে। মা'ই তার উপায় বলে দেবেন। শক্তিকে কীভাবে এবং কোনও পথ ধরে এগিয়ে নিয়ে গেলে জয় আসবে তার উপায় তিনি নির্দ্ধারণ করে দেন। মা সারদা হচ্ছেন মহাশক্তি। জ্ঞানশক্তিদায়িনী। বিদ্যাং শক্তিদায়িনী। সৎ ধর্ম শক্তিদায়িনী। অধর্মের পরাজয় সুনিশ্চিত। ধর্ম সব সময়ে জয়ী হয়। অধর্মের পরাজয় ঘটে। অর্ধমকে ত্যাগ করে মানব ধর্মকে গ্রহণ করতে হবে। তবেই মানব জীবন মহৎ পথ ধরে এগিয়ে যেতে পারবে। ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখাবে। সে ধর্ম হচ্ছে সেবা। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সব ধর্মে ওপরে তার স্থান। সত্যের বিকাস করতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। প্রাণের বিকাশ করতে হবে। মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী কর।

গান্ধি দর্শন, সুভাষ দর্শন ও নেহরু দর্শন নিয়ে স্বাধীন ভারতে বিবাদ থাকবে তার সীমাংসা হওয়াটা খুবই দূরূহ ব্যাপার

রবীন্দ্র কুমার শীল

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে যখন জাতীয় আন্দোলন গড়ে উঠেছিল গান্ধিজির নেতৃত্বে তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন জওহরলাল নেহরু এবং সুভাষ চন্দ্র বোস। গান্ধিজি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে ফিরে এসেই সত্যাগ্রহ আন্দোলন করার ওপরে বেশি করে জোর দিতে থাকেন। তিনি তখন কংগ্রেসকে তাঁর আন্দোলনের কেন্দ্র বিন্দু হিসাবে গ্রহণ করে সেখান থেকেই তিনি অসহযোগ আন্দোলনকে সারা ভারতে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তার জন্য তিনি তৎকালীন জাতীয় নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে শুরু করেন। মহারাষ্ট্রের বালগঙ্গাধর তিলক, গুজরাতের বল্লভভাই প্যাটেল, লালা রাজপত রায় থেকে শুরু করে বাংলার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে থাকেন। এবং এই সব নেতাদেরকে কংগ্রেস দলের নিয়ে এসে সেখান থেকে তাঁর অহিংসা এবং সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে সারা ভারতে ছড়িয়ে দেওয়ার কৌশল নিয়ে ছিলেন গান্ধিজি। তিনি পরিস্কার করে বলতে শুরু করে দিয়েছিলেন যে বিপ্লবী আন্দোলন বা সশস্ত্র সংগ্রাম করে কোনও সময়ে স্বাধীনতা আনা একেবারে অসম্ভব। তিনি বিশ্বাস করতেন যে অহিংসা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা আসবে। সেই কারণে তিনি কংগ্রেসের সদস্যদের বিপ্লবী আন্দোলন থেকে দূরে সরে থাকতে আবেদন করেন। শহিদ গোপীনাথ সাহা এবং শহিদ ভগৎ সিংয়ের ব্যাপারে গান্ধিজি একেবারে উগ্র মেজাজ দেখিয়েছিলেন। সেখানে তিনি পরিস্কার করে বলে দিয়েছিলেন যে যাঁরা হিংসার মধ্যে দিয়ে স্বদেশি আন্দোলন করতে শুরু করে দিয়েছেন তাঁরা ভারতের স্বাধীনতা লাভেদ দিনক্ষণকে ক্রমশ পিছিয়ে দিতে শুরু করে দিয়েছেন। ইংরেজ শাসকেরা বলশালী। তাদের কাছে শক্তি প্রয়োগ করলে তারাও পাল্টা শক্তি প্রয়োগ হতে থাকবে। তার ফলে ইংরেজ ও ভারতবাসীর মধ্যে লড়াই হবে। কিন্তু স্বাধীনতা লাভ করা একেবারে অসম্ভব হবে। গান্ধিজি যখন কংগ্রেস দলের অদ্বিতীয় ব্যক্তি হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন তখন তিনি দুইজন বলিষ্ঠ কংগ্রেসী নেতারকে পেয়েছিলন। একজন হচ্ছেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহগু এবং দ্বিতীয়জন হচ্ছেন সুভাষ চন্দ্র বোস। প্রথম জন পুরোপুরি গান্ধিজির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। তাঁর স্ত্রী কমলা নেহরু এবং জওহরলালের মা স্বরূপরানি গান্ধিজির প্রদর্শিত পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করেছন। জওহরলালের স্ত্রী কমলা নেহরু খদ্দর পরতে শুরু করেছেন এবং নিরামিষ আহার গ্রহণ করতে থাকেন। যার ফলে মতিলালের পরিবারের সদস্যরা বলতে গেলে সেই সময়ে গান্ধিজির পথ ধরে জীবন ধারন করা শুরু করেছিল। কিন্তু বিপরীত দিকে দেখতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে সুভাষ চন্দ্র বোস গান্ধিজির প্রদর্শিত পথ ধরে এগিয়ে চললেও তিনি কিন্তু একেবারে পুরোপুরি অহিংসা বা সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ওপরে বিশ্বাস অর্জন করতে পারছেন না। তিনি গোপীনাথ সাহা থেকে শুরু করে সেই সময়ে যেসব বাংলার বিপ্লবীরা সশস্ত্র সংগ্রাম করতে শুরু করে দিয়েছিল তাদেরকে নৈতিক সমর্থন দিতে শুরু করেন। এর ফলে গান্ধিজির সঙ্গে সুভাষের মতভেদ দেখা দিতে শুরু করে। জওহরলালের দর্শনের সঙ্গে সুভাষ চন্দ্র বোস কোনও সময়ে নিজেকে মিলিয়ে নিতে পারেননি। এমনকী জওহরলাল নেহরুর সঙ্গেও তাঁর মত পার্থক্য দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। গান্ধিজি,জওহরলাল নেহরু এবং সুভাষ চন্দ্র বোস এই তিন অসাধারণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের জটিল রাজনৈতিক দর্শন নিয়ে একটি উল্লেখযোগ্য বই রচিত হয়েছে সেই বইটির নাম হচ্ছে 'স্বাধীনতা সংগ্রামে সুভাষ চন্দ্র এবং জওহরলাল'। লেখক গিরিশ চন্দ্র মাইতি। প্রকাশক শিরোপা। এই বিষয়ে আরও একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বই ইংরজি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। সেই বইটির লেখক ডক্টর তপন চট্টোপাধ্যায়। তাঁর বইটির নাম হচ্ছে 'রাইভালরি দ্যাট কস্ট অব ইণ্ডিয়া' (জওহরলাল নেহরু, সুভাষ বোস এবং কংগ্রেস পলিটিকস ১৯২১-১৯৪১) । প্রকাশক ঃ এইচপি হ্যামিলটন লিমিটেড, ইংল্যাণ্ড। ভারতের স্বাধীনতা ইতিহাসে খুবই বিতর্কিত বিষয় ইটি। ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এই তিন নেতা সম্পর্কে আরও বেশি করে বিতর্কিত আলোচনা ভবিষ্যতে চলতে থাকবে। লেখক গিরিশচন্দ্র মাইতি প্রথম অধ্যায়ের শুরুতেই লিখেছেন,'' গান্ধির নেতৃত্বাধীন অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের মাধ্যমে সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনের সূচনা হলেও তিনি গান্ধির মোহে আচ্ছন্ন হননি। পরাধীন জাতির মুক্তি সংগ্রামে অহিংসার অপরিহার্যতা বিষয়ে গান্ধিরি বিশ্বাস এবং সংগ্রাম পরিচালনার কৌশল সম্বন্ধে তাঁর ধ্যানধারনা সুভাষচন্দ্র প্রথম থেকেই নিঃসশয়ে মেনে নিতে পারেননি।'' এই কয়েকটি কথা বলার মধ্যে দিয়ে লেখক প্রায় সব সত্যই প্রকাশ করে দিলেন। গান্ধিজির আন্দোলন সম্পর্কে একটি দোদুল্যমান মানসিকতা বহণ করে চলছিলেন সুভাষ সেটা পরিস্কার হয়ে যায়। সিভিল সার্ভিস ত্যাগ করে ১৯২১ সালের ১৬ জুলাই গান্ধিজির সঙ্গে মুম্বইতে গিয়ে গান্ধিজির সঙ্গে দেখা করেন

সুভাষচন্দ্র। সেই সময়ে গান্ধিজির সঙ্গে কথা বলে সুভাষ অনুভব করতে পেরেছিলেন যে গান্ধিজি স্বয়ং নিজেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে তাঁর আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে দেশের স্বাধীনতা আসবে। তবে গান্ধিজির আন্দোলন যে জাতীয় গণজাগরণ নিয়ে এসেছিল সেটাকে সুভাষ চন্দ্র কোনও সময়ে অস্বীকার করেননি। ২ ফেব্রুয়ারি ১৯২১ সালে সুভাষ তাঁর বন্ধু ক্ষেত্রেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে একটি চিঠি লেখেন। সেখানে তিনি গান্ধিজির সম্পর্কে উল্লেখ করে লিকেছিলেন, '' গান্দি ইজ এ ম্যান অব টাইম'। এই সময়ে গান্ধিজিকে খুবই প্রয়োজন। কেম্ব্রিজ থেকে শরৎ বোসকে সুভাষ লিখছেন, '' একটি সরকারের পতন ঘটানোর সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হল তা থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া। টলস্টয়ের মতবাদ বা গান্ধির উপদেশ বল আমি একথা বলছি না, বলছি এই কারণে যে এ বিষয়ে আমার স্থির বিশ্বাস জন্মেছে বলে।'' সুভাষ চন্দ্র বোস দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের হাত ধরে কংগ্রেসের প্রবেশ করে অসহযাগ আন্দোলনকে সফল করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। কিন্তু গান্ধিজির সম্পর্কে সুভাষ চন্দ্রের মোহ কাটতে শুরু করে ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে চৌরিচৌরায় হিংসাত্মক ঘটনার পরই গান্ধিজি আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। তখন সুভাষ চন্দ্রের মনে হয়েছিল যে ''জনগণের উৎসাহ যখন চরম সীমায় পৌছতে চলেছে ঠিক তখনই পশ্চাদপররণের আদেশ দেওয়া জাতীয় বিপর্যয় থেকে কম কিছু নয়।'' ঠিক এই সময় থেকেই গান্ধির ওপরে সন্দিহান হতে শুরু করে দিলেন সুভাষ চন্দ্র বোস। উল্টো দিকে জওহরলাল নেহরু গান্ধিজির পরম ভক্ত ছিলেন সে কথা আগেই উল্লেখ করেছি। যার ফলে আমরা দেখতে পেলাম ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে যে সব আন্দোলন গড়ে ওঠার চেষ্টা করছিল তার বিচার বিশ্লেষণ দুই রকমভাবে প্রকাশ পেতে শুরু করে দিয়েছিল। জওহরলাল যে যেভাবে ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনকে দেখতে শুরু করে দিয়েছিলেন সেই রকমভাবে সুভাষ চন্দ্র বোস দেখতে না। তিনি বিপ্লবী আন্দোলনকে একেবারে এড়িলয়ে চলার ব্যাপারে কোনও মত প্রকাশ করেননি যা গান্ধিজির মধ্যে প্রবলভাবে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। বাংলার বিপ্লববাদের সঙ্গে আহিংসা এবং অসহযোগ আন্দোলনকারীদের মধ্যে মানসিক বিরোধ দেকা দিতে শুরু করে দিয়েছিল। এমনকী দেখতে পাওয়া গিয়েছিল তখন কংগ্রেসের মধ্যেও দুটি গোষ্ঠী তৈরি হয়ে গিয়েছে। একটি গোষ্ঠী কংগ্রেসী আন্দোলনের সঙ্গে ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে ব্রিটিশ শাসন বিরোধী আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি করতে প্রস্তুত ছিল। আবার অন্য দিকে ব্রিটিশ সরকার সামনে রেখে অহিংসা সত্যাগ্রহ এবং অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে ব্রিটিশ শাসকদের সঙ্গে রফা করে স্বরাজ লাভ করা। পরপর দুই বছর জওহরলাল কংগ্রেসের সভাপতি থাকার পরে গান্ধিজি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন সুভাষ চন্দ্র বোসকে কংগ্রেসের সভাপতি করা হোক। ১৯৩৮ সালে হরিপুরা কংগ্রেসে সভাপতি সুভাষ দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। এতে জহেরলাল বেশ অসুবিধায় পড়তে হল। জওহরলাল নেহরু বাংলায় কেয়াালিশন সরকার গড়ার বিরোধী ছিলেন। সুভাষ হক মন্ত্রীসভার বিদায় চেয়েছিলেন। এদিকে আবার বিড়লা নিজের স্বার্থে হক মন্ত্রী সভা রাখার পক্ষে ছিলেন। প্রায় দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে সুভাষ বোস যখনই কোনও সময়ে কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছন ব্রিটিশ শাসকদের বিপক্ষ তখন গান্ধি এবং জওহরলাল তাতে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। যার ফলে সুভাষ পরিস্কার করে বুঝতে পারলেন যে ভারতের মধ্যে থেকে ব্রিটিশ শক্তিকে বিতারিত করা কোনও মতো প্রবলতর প্রতিরোধ আন্দোলনন গড়ে তোলা একেবারে অসম্ভব। সেই কারণে তাঁর দৃষ্টি চলে গেল জার্মানের দিকে। ১৯৪১ সালে ১৬ জানুয়ারি গভীর রাতে ভারত ত্যাগ করে ২ এপ্রিল বার্লিন গিয়ে উপস্থিত হলেন। তবে দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে জওহরলাল নেহরু রাজনৈতিক ভাববাদে বিশ্বাসী ছিলেন। সেখানে সুভাষ বোস রাজনৈতিক চিন্তা অনেকখানি বাস্তববাদী। বাস্তব রাজনীতির পথটাকে গ্রহণ করে নিতে বেশি সক্ষম ছিলেন সুভাষ চন্দ্র বোস যা জওহরলালের মধ্যে তার অভাব ছিল। আবেগ দিয়ে কোনও সময় জাতীয় রাজনীতিতে জয়লাভ করা যায় না। সেখানে প্রবল নিরেট মানসিক শক্তি দিয়ে বিরোধী শক্তির সঙ্গে লড়াই করতে হয়। সেই কারণে দেখতে পাওয়া গেল যে সুভাষের বিপ্লবী দর্শনের সঙ্গে জার্মান শক্তির সমন্বয় সাধন লাভ করে। তবে এটা পরিস্কার করে বলতে হয় যে গিরিশ চন্দ্র মাইতি বেশ স্বচ্ছতার সঙ্গে জওহরলাল এবং সুভাষের রাজনৈতিক সম্পর্কে চিত্রটাকে স্পষ্ট করে তুলে ধরতে পেরেছেন। আদাজ হিন্দ ফৌজের বিচার সম্পর্কে এখনও বহু ভারতীয়দের স্বচ্ছ ধারনা নেই। ভারতের নৌ বিদ্রোহ এবং লালকেল্লায় আজাদ হিন্দ সেনাদের বিচারের বিরুদ্ধে ভারতের জনগণ সোচ্চার হয়ে ওঠা ব্রিটিশ শক্তিকে কম্পিত করেছিল। সেই সময়ে অহিংসাবদীদের আজাদ হিন্দ বাহিনী সেনাদের সমর্থন করা ছাড়া সমানে আর বিকল্প পথ খোলা ছিল না। আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার করতে গিয়ে ভারতের নৌ সেনারা বিদ্রোহ করে তার ফলে যে ভারতের স্বাধীনতা একেবারে দোরগোড়ায় এসে উপস্থিত হল লেখক গিরিশচন্দ্র মাইতি পরিস্কার কে বিবৃত করেছেন। আজদ হিন্দ বাহিনীর ব্যাপারে গান্ধি এবং জওহরলাল সমর্থনের পথ অবলম্বন করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তাঁরা নিজেদের রাজনৈতিক অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য জনগণের সঙ্গে মত মিলিয়ে আজাদ হিন্দ বাহিনীকে সমর্থক হলেন। অহিংসাপন্থী গান্ধিজিও আজাদ হিন্দ বাহিনীকে সমর্থন করতে থাকেন। সেই সময়ে জহরলাল নেহরু, ভুলাভাই দেশাই, আসফ আলি, কৈলাশনাথ কাটজুর মতো কংগ্রেসী নেতারা কৌঁসুলী হিসাবে আদালতে উপস্থিত থাকলেন। জওহরলালও গায়ে শামলা গায়ে চাপালেন পঁচিশ বছর পরে। এই প্রসঙ্গে মোসলে বিদ্রুপ করে লিখেছিলেন '' আগে কখনো এতজন ভারতীয় নেতা এত তাড়াতাড়ি বোঝেননি যে তাঁরা সব আইনজীবী'। ইতিহাসের এমনই নির্মম কৌতুক যে দেশ জুড়ে অসংখ্য জনসভায় কংগ্রেস নেতারা 'ভ্রান্ত' ও 'বিপথে চালিত' মানুষদের গুণ কীর্তনে মুখর হয়ে ওঠেন। ১৯৪৬ সালে সুভাষচন্দ্রের জন্মদিনে দিল্লিতে এক জনসভায় জওহরলাল বলেছিলেন,'' সুভাষ বসু ও আমি স্বাধীনতা সংগ্রামে পঁচিশ বছর ধরে এক সঙ্গে কাজ করেছি।'' বিরোধিতা থাকতে পারে তবে অস্বীকার করা অসম্ভব। 'যদি তোর ডাক শুনে কেড না আসে'। সেবাগ্রামে থাকার সময় গান্ধীজি সময় পেলেই লম্বা হাঁটা লাগাতেন। ১৯৩৯ এর ডিসেম্বর আশ্রম থেকে বেড়িয়ে গান্ধীজি দেখলেন হাতে পুঁটুলি নিয়ে এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি এগিয়ে এসে পায়ে হাত দিয়ে প্রনাম করলেন। গান্ধীজি চিনতে পারলেন, শাস্ত্রীজি। গান্ধীজির মুখে একটা চিন্তার ছায়া পড়ল। শাস্ত্রীজি সেটা লক্ষ করেই বললেন, আপনার কাছে যে চিঠি পাঠিয়ে ছিলাম তার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করা উচিত ছিল আমার। কিন্তু নিজেকে আটকাতে পারলাম না। হরিদ্বারে চরকা কাটলেন।

সংগ্রামের কবি, জীবন যুদ্ধের কবি সুকান্ত

ছন্দম চক্রবর্তী

লড়াইয়ের কবি, জীবনের কবি।

সেই সময়টা ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে সবথেকে অস্থির ও রক্তাক্ত এক পর্ব। বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে শেষমেশ প্রাণান্তকর হয়ে ওঠে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন। মন্বন্তর ও উপর্যুপুরি দাঙ্গায় সাধারণ মানুষের তখন বেঁচে থাকাই দায়। কলকাতার এক নিম্নবিত্ত পরিবারে বেড়ে ওঠা সুকান্ত ভট্টাচার্যের জীবনও এই আর্থ-সামাজিক অনিশ্চয়তায় অস্থির। অথচ তার সামনে রয়েছে এক নবীন রাজনৈতিক আদর্শ, যা শুধু ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের কথাই বলে না, শ্রেণি-শোষণ থেকে মুক্তিরও স্বপ্ন দেখায়।

সুকান্ত যেন এক শাপগ্রস্ত কবি, স্মিত হাসি নিয়ে তারুণ্যের দোরগোড়ায় যিনি চিরকালের মতো স্থির হয়ে আছেন। স্পর্ধিত তারুণ্যের সেই স্বর্গ থেকে তাঁর মুক্তি নেই। আজও, আমরা যখন তাঁর কবিতার কাছে ফিরি, তখন দেখি বদলে যাওয়া পৃথিবীর জন্যে জরুরি কিছু কথা সেখানে সঞ্চিত হয়ে আছে। প্রশ্ন হল কারা শুনতে পাবেন তাঁর কথা, কারা পড়তে পারবেন তাঁর কবিতার অক্ষর। না, সুকান্তের কবিতা দুর্বোধ্য ভাষায় রচিত নয়। গুপ্ত ভাষাতেও মুদ্রিত নয়, যে ভাষা উদ্ধারের জন্য তালিম দরকার। বরং তাঁর সমস্ত কবিতার ভাষাই দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। অস্পষ্ট করে তুলবার সাধনা তাঁর ছিল না। ১৯৪৬-এর ধর্মঘট এবং নৌবিদ্রোহের খবর পেয়ে তাই তিনি লিখতে পারলেন, বিদ্রোহ আজ বিদ্রোহ চারিদিকে, আমি যাই তারি দিন-পঞ্জিকা লিখে, এতো বিদ্রোহ কখনো দেখেনি কেউ, দিকে দিকে ওঠে অবাধ্যতার ঢেউ; স্বপ্নচূড়ার থেকে নেমে এসো সব, শুনেছ? শুনছ উদ্দাম কলরব? নয়া ইতিহাস লিখছে ধর্মঘট, রক্তে রক্তে আঁকা প্রচ্ছদপট (অনুভব ১৯৪৬)। বিদ্রোহের খবর দিচ্ছেন কবি। যেন চিৎকার করে দিচ্ছেন। যাকে দিচ্ছেন, শুনেছ? শুনছ...? বলে যেন তার কলার খামচে ধরে উত্তেজনায় আর উল্লাসে খবরটা দিচ্ছেন। সরল কলাবৃত্তের ছয়-ছয়-দুই মাত্রার চালে, বিশেষত প্রথম ছয় মাত্রার পরে তৈরি ধাক্কায় ওই উল্লাস আর উত্তেজনা স্পষ্ট হয়। পঙ্‌ক্তিগুলি কবিতা হয়ে ওঠে। আসলে কবি আর কবিতার মধ্যে দূরত্বের যে তত্ত্ব আমরা নন্দনতত্ত্বের ক্লাশে শিখি; ইমোশাসন্ রিকলেকটেড ইন

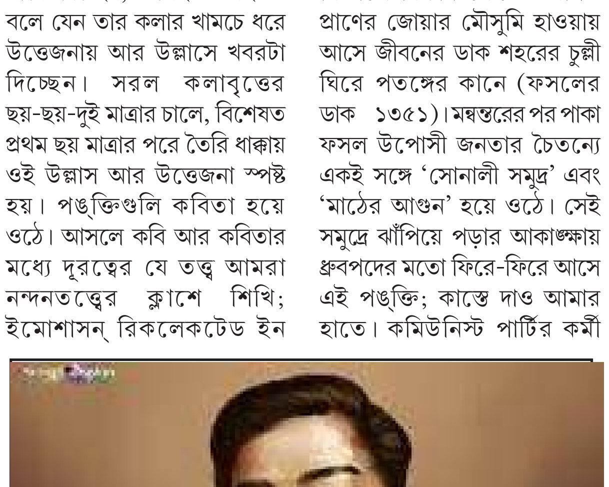

ট্র্যাঙ্কুইলিটি বলে যে পাঠ রোমান্টিক কাব্যতত্ত্বের কাছে পাই, সবকিছু তুড়ি মেরে উড়িয়ে রাজনৈতিক কর্মী সুকান্ত তাঁর কবিতার মুঠিকে কিছুতেই শিথিল করেন না। রাজনীতির কাজেকর্মে তাঁর গায়ে যে ঘামের গন্ধ তা কবিতায় লেগে যেতে পারে, একথা ভেবেও মুঠি শিথিল করেন না। বরং রাজনীতির জন্যেই কবিতা অথবা আর একটু স্পষ্টভাবে বললে, কবিতাই রাজনীতি; এ-বিশ্বাসকে আরও জোরের সঙ্গে জাপটে ধরেন। তাই তাঁকে স্পষ্ট হতে হয়। তাঁর রাজনীতির মতোই স্পষ্ট হতে হয় তাঁর কবিতাকে। এমনকী যখন আবেগের গভীরতায় কবিতার ভাষা ঈষৎ বেঁকে যায়, তৈরি হয় ইমেজ, এমনকী তখনও স্পষ্টতার সঙ্গে আপস করে না কবি;দু চোখে আমার বিচ্ছুরিত মাঠের আগুন, নিঃশব্দে বিস্তীর্ণ ক্ষেতে তরঙ্গিত প্রাণের জোয়ার মৌসুমি হাওয়ায় আসে জীবনের ডাক শহরের চুল্লী ঘিরে পতঙ্গের কানে (ফসলের ডাক ১৩৫১)। মন্বন্তরের পর পাকা ফসল উপোসী জনতার চৈতন্যে একই সঙ্গে 'সোনালী সমুদ্র' এবং 'মাঠের আগুন' হয়ে ওঠে। সেই সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার আকাঙ্ক্ষায় ধ্রুবপদের মতো ফিরে-ফিরে আসে এই পঙ্‌ক্তি; কাস্তে দাও আমার হাতে। কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী সুকান্তের রাজনীতিই তাঁর কবিতার ভরকেন্দ্র। সেই রাজনীতি যা শ্রেণি-শোষণের ষড়যন্ত্রকে ধরিয়ে দেয়, শোষণমুক্তির লক্ষ্যে শ্রেণি সংগ্রাম চালিয়ে যায়। মনে রাখা প্রয়োজন গত শতকের তিন ও চারের দশকে যখন কবিতা লিখছেন সুকান্ত, সেই সময়টা ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে অস্থির ও রক্তাক্ত এক পর্ব। বিশ্ব যুদ্ধের অভিঘাতে শেষমেশ প্রাণান্তকর হয়ে ওঠে উপনিবেশের শাসন। মন্বন্তর ও উপর্যুপুরি দাঙ্গায় সাধারণ মানুষের তখন বেঁচে থাকাই দায়। কলকাতার এক নিম্নবিত্ত পরিবারে বেড়ে-ওঠা সুকান্তের জীবনও এই আর্থ -সামাজিক অনিশ্চয়তায় অস্থির। অথচ তার সামনে রয়েছে এক নবীন রাজনৈতিক আদর্শ, যা শুধু ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের কথাই বলে না, শ্রেণি-শোষণ থেকে মুক্তিরও স্বপ্ন দেখায়। এই অনিশ্চয়তা এবং স্বপ্ন; দুই-ই সুকান্তের নিজের জীবন থেকে পাওয়া। আমরা দেখি সুকান্তের কবিতার অঙ্গীরস শাসকের প্রতি ঘৃণা, লড়াইয়ের প্রত্যয় এবং মুক্তির স্বপ্ন; ঘরে তোল ধান, বিপ্লবী প্রাণ, প্রস্তুত রাখ কাস্তে, গাও সারিগান, হাতিয়ারে শান দাও আজ উদয়াস্তে। আজ দৃঢ় দাঁতে পুঞ্জিত হাতে প্রতিরোধ কর শক্ত, প্রতি ঘাসে ঘাসে বিদ্যুৎ আসে জাগে সাড়া অব্যক্ত (উদ্যোগ)।

আসলে সুকান্তের কবিতাকে তাঁর জীবন থেকে আলাদা করা যায় না। জীবনের প্রত্যয়ভূমিতেই গড়ে ওঠে তাঁর কবিতা। ফলে রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাঁর কবিতাকে বোঝা যায় না। আমাদের নিশ্চয়ই মনে পড়বে, কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী, সুকান্তের অগ্রজ কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কয়েকটি লাইন; শত্রুপক্ষ যদি আচমকা ছোঁড়ে কামান, বলবো, বৎস! সভ্যতা যেন থাকে বজায়। চোখ বুজে কোনো কোকিলের দিকে ফেরাবো কান (প্রস্তাব)। কোকিলের দিকে ফেরানো কানে সুকান্তের কবিতা চিরকাল বেসুরো শোনায়, শোনাবেও। কিন্তু সুকান্ত তার কবিতা কাদের শোনাতে চেয়েছিলেন? সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জবানিতে জানা যায় সুকান্তের প্রত্যাশা আমার কবিতা পড়ে পার্টির কর্মীরা যদি খুশি হয় তাহলেই আমি খুশি; কেননা এই দলবলই বাড়তে বাড়তে একদিন এ-দেশের অধিকাংশ হবে। শ্রমিক শ্রেণির পার্টির কর্মী মানে তো শ্রমিক-কৃষক-মেহনতি জনতা। সুকান্ত তাঁদের কবি হতে চেয়েছিলেন। পেরেওছিলেন। তাঁর কবিতার লাইন পার্টির সীমানা পেরিয়ে স্লোগানের মতো সাধারণ মানুষের ঠোঁট স্পর্শ করে আছে। শ্লোগান নিয়ে 'পরিশীলিত' পাঠকের আপত্তি থাকতে পারে। কবিতাকে স্লোগানের সীমানায় পৌঁছে দিলে যে মান্য নন্দনতত্তে

গঙ্গার মৎস্যজীবীদের সঙ্গে লেখক সমরেশ

নিতাই বসু

মৎস্যজীবীরা নদীর জল খেতেন, আমাশয় ছিল তাদের নিত্যসঙ্গী। সারাদিন জলে থেকে হাজায় আক্রান্ত হতেন। হাতের আঙুলের ফাঁক দিয়ে মাংস,রক্ত বেরিয়ে আসে। তারা মলম ব্যবহার জানতেন না শুধু লেবু ঘষে দিতেন। আতপুরের অন্ধকার ঘরে গৌরীর বুক কেঁপে উঠত, বিনিদ্র রাত কাটাতেন যখন রাত ভেঙে প্লাবন ধারার বৃষ্টির ঢল নামত। স্বামী তখন দূরের মোহনার ধারে প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামী মৎস্যজীবীদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে জীবনের লড়াই লড়ছেন, জীবনের দলিল তৈরির অদম্য তাড়নায়। ভয়ঙ্কর বর্ষায় হাসনাবাদ,বসিরহাট সহ প্রত্যন্ত অঞ্চলের যে সব জেলেরা গঙ্গায় মাছ ধরতে আসতেন সমরেশ তাদের সঙ্গে ভেসে পড়তেন ভরা গঙ্গায় তাদের অবিশ্বাস্য জীবন সংগ্রামের সাক্ষী হয়ে থাকতেন দিনের পর দিন রাতের পর রাত। গৌরী, ছেলেমেয়ে , রাইফেল ফ্যাক্টরির চাকরি সব কিছু পিছনে ফেলে জীবনের পাঠ নিতে ছুটে যেতেন ওদের সঙ্গে। রাইফেল ফ্যাক্টরির কাছে এই খবর না থাকলেও সব কিছু ফেলে পালিয়ে যাওয়ায় কথা গৌরীকে বলে যেতেন। তবে শুধু জানানো, গৌরীর অনুমতি নিতেন না, গৌরী তাঁর স্বামীকে চিনতেন। শত অনুরোধে তিনি পিছনে ফেরার মানুষ নন।

যখন সমরেশ বসু আতপুরে থাকতেন তখন গঙ্গার ধারে মোলোপাড়া বলে যে এলাকাটা ছিল তিনি সেখানে প্রায়ই যেতেন। অনেক বন্ধু ছিল। তাদের বাড়ি খাওয়া দাওয়া আড্ডা সব চলত। ওদের অনেকেই চটকলে কাজ করতেন। আবার তাদের জাল, নৌকা এসব ছিল। বর্ষার সময় ওরা মাছ ধরতেন। এইভাবেই হালি শহরের কয়েকটি মৎসজীবী পরিবারের সাথে পরিচয় হয়। তাদের সঙ্গে একবার 'হাসনাবাদ' ঘুরে এলেন। পরে আরও দক্ষিণে সমুদ্রের দিকে গিয়েছিলেন। বিচিত্র অভিজ্ঞতা হল। সমরেশ দেখেছেন ওই মৎস্যজীবীরা গঙ্গার জল খেতেন, তাই আমাশয় ছিল তাদের নিত্যসঙ্গী। সারাদিন জলে থেকে হাজায় আক্রান্ত হতেন। হাতের আঙুলের ফাঁক দিয়ে মাংস,রক্ত বেরিয়ে আসে। তারা মলম ব্যবহার না করে শুধু লেবু ঘষে। প্রচণ্ড পরিশ্রমের ফলে যেদিন মাছ পেতেন না সেদিন ওদের মনটাও ভেঙে যেত। একদিকে দারিদ্র্যের চিন্তা অন্যদিকে ঋণের ভার। সমরেশ জাল জলে ফেলার কায়দা রপ্ত করেছিলেন। বুড়ো আঙুলে দড়ি জড়ানো থাকবে সেখানেই সব সতর্কতা। এই দড়িটাই জানিয়ে দেবে জালে মাছ ঢুকেছে কিনা।

এমনি ভাবে 'গঙ্গা'র স্রষ্টা জানতে পেরেছিলেন জালের বৈচিত্র্য, নৌকা গঠনের স্বাতন্ত্র্য। জেনেছিলেন গঙ্গার ঋতুভিত্তিক চরিত্র বদলের স্বরূপ, কোথায় জলের ঘূর্ণি কাকে বলে সাঁইদার। গঙ্গায় মাছমারাদের বিচিত্র জীবন, অনিশ্চয়তা, জল আর তার গভীরে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে উঠে আসে যে রুপালি ফসল... সেই দিবারাত্রের বারোমাস্যা সাহিত্য পদবাচ্য হয়ে উঠে এল সমরেশ বসুর কলমে। হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীটের একটা ফ্ল্যাটের একতলায় সমরেশ ' গঙ্গা' পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। 'গঙ্গা' উপন্যাসটি পুস্তকারে প্রকাশকালে পরম শ্রদ্ধেয় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করেন, এবং আতপুরের মালো পাড়ার কার্তিক দাস,পরেশ দাহ এবং হালিশহরের নিমাই অধিকারী ও তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতার প্রতি ঋণ স্বীকার করেন। এদের সাথে গঙ্গাবক্ষে তাঁর অনেকগুলো রাত কাটে। জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে উপন্যাস লেখা।

দার্জিলিঙে প্রবল বর্ষণে, ধস, মিরিকে সেতু ভেঙে মৃত্যু অন্তত ১৪ জনের, বন্ধ রাস্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৫ অক্টোবরঃ এক রাতের প্রবল বৃষ্টিতে উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি জনজীবন কার্যত থমকে গিয়েছে। দার্জিলিঙ ও সংলগ্ন এলাকায় টানা বর্ষণে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। সুখিয়া পোখরিতে ভূমিধসে ও মিরিকের কাছে একটি লোহার সেতু ভেঙে পড়ে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ১৪ জনের। বহু জায়গায় ধস নেমে রাস্তাঘাট বন্ধ, বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে দার্জিলিং, কালিম্পং ও সিকিমের সঙ্গে যোগাযোগ। বিপর্যস্ত এলাকায় উদ্ধারকাজ চলছে জোরকদমে। আবহাওয়া দফতর আগেই জানিয়েছিল, উত্তরবঙ্গে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। শনিবার রাত থেকেই পাহাড়ে শুরু হয় প্রবল বর্ষণ। ভোরের আগেই জল নামতে শুরু করে পাহাড়ি ঢাল বেয়ে, সঙ্গে ধসে বন্ধ হয়ে যায় একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সড়ক। তিস্তা নদীর জল হু হু করে বেড়ে ওঠে। ফলে তিস্তাবাজার সংলগ্ন ২৯ মাইলের ভালুখোলায় জলের স্রোতে ডুবে যায় জাতীয় সড়ক ১০। ফলে সিকিম ও কালিম্পংয়ের সঙ্গে যোগাযোগ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। সবচেয়ে ভয়াবহ চিত্র ধরা পড়ে মিরিক অঞ্চলে। রাতের অঝোর বৃষ্টিতে দুধিয়া ও মিরিকের মাঝামাঝি একটি লোহার সেতু ভেঙে পড়ে নদীতে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, তখনই সেতুর উপর দিয়ে কিছু মানুষ চলাচল করছিলেন। প্রবল স্রোতে ভেসে যায় অন্তত ৭ জনেরও বেশি। তাঁদের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আরও কয়েকজন নিখোঁজ, তাঁদের সন্ধানে চলছে অভিযান। প্রশাসন জানিয়েছে, মৃতদের সনাক্তকরণের কাজ চলছে। দার্জিলিঙে প্রবেশের অন্যতম প্রধান রাস্তা দিলারাম হয়ে যে পথ শহরে পৌঁছয়, সেখানেও ধস নেমে যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়েছে। এমনকি পর্যটকদের কাছে জনপ্রিয় রোহিণী রোডের একাংশ ভেঙে গেছে নদীর দিকে। ফলে শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং যাতায়াত কার্যত অচল। যেসব পর্যটক পাহাড়ে রয়েছেন, তাঁদের আপাতত হোটেলেই থাকতে বলা হয়েছে। গোর্খা টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) পক্ষ থেকে রবিবার সকালে জরুরি নির্দেশিকা জারি করে জানানো হয়েছে, বর্তমানে রক গার্ডেন ও টাইগার হিলের মতো পর্যটনকেন্দ্র বন্ধ রাখা হয়েছে। একই সঙ্গে পর্যটক ও স্থানীয়দের সতর্ক করা হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসনের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ধসে আটকে পড়া কয়েকটি এলাকায় উদ্ধারকাজ চলছে।

‘বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার হয় না, এখানে সুন্দরভাবেই দুর্গাপুজো হয়’

ওপার বাংলায় দাঁড়িয়ে বললেন হুমায়ুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ৫ অক্টোবরঃ বাংলাদেশ গিয়েছেন ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। ঘুরতে যাওয়ার সে সব ছবি সকলের সঙ্গে ইতিমধ্যেই ভাগ করে নিয়েছেন তিনি। কক্সবাজার থেকে পদ্মাসেতু সবই ঘুরেছেন। আর সেখান থেকেই এবার বিতর্কিত মন্তব্য করে বসলেন বিধায়ক। তাঁর দাবি, বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর কোনও অত্যাচার হয় না। সবটাই মিথ্যা প্রচার। ৩৬ বছর পর বাংলাদেশ গিয়েছেন তৃণমূল বিধায়ক। সেখানে তাঁর অনেকে আত্মীয়-স্বজন রয়েছেন। ঢাকা-ধানমণ্ডি-রাজশাহী-খুলনা সহ একাধিক জায়গায় তাঁর পরিবারের লোকজন থাকেন। তাঁরা সকলেই কলকাতায় এলেও, বিধায়কের যাওয়া হয় না বাংলাদেশে। আর সেই কারণে এবার একেবারে ছুটির মেজাজে সেখানে তিনি। প্রায় চোদ্দ দিন ওপার বাংলাতেই থাকবেন তৃণমূল বিধায়ক জানিয়েছেন সে কথা। হুমায়ুন বলেন, ‘‘জ্যোতিবাবুর বাংলাদেশের বাড়ি দেখলাম। ভাল লাগল। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি ভাল। গত আগস্টে যে ঘটনা ঘটেছে এখন শান্ত। এখানকার সম্প্রীতি ভাল। যেভাবে অপ্রচার করে এখানে হিন্দুদের উপর অত্যাচার হয়, সেটা সর্বৈব মিথ্যা। এখানে অনেক সুন্দরভাবে দুর্গাপুজো হয়। কক্সবাজার গেছিলাম সেখানেও পুজো হয়, ঢাকাতে তো হয়। পদ্মাসেতু ঘুরেছি। পদ্মাতে ঘুরেছি বোটে। কলকাতা থেকে ঢাকায় বাস ঢুকল।’’ কোনও রকম প্রতিমা ভাঙা হয়নি বলে এ দিন দাবিও করেন ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক। তিনি বলেন, ‘‘দুর্গাপ্রতিমা ভাঙা হয়নি। হিন্দুদের উপর অত্যাচার হয় না। আমি এখানে যা দেখছি। অনেক হিন্দু পরিবারের সঙ্গে কথা বললাম। এখানে তো ঢাকেশ্বরী মন্দির আছে। আমি যাব। এখানে সুন্দর পরিবেশ। কোনও হিন্দু-মুসলমান বিভাজন নেই। একদম প্র্যাকটিক্যাল বলছি, সবটাই ফালতু খবর। তবে হ্যাঁ চিন্ময় দাসের ঘটনাটা ঘটেছে। তাও সেটা আবার ওদের নিজস্ব কিছু ঝামেলা। এখানে অনেক হিন্দুদের বড়-বড় ব্যবসা আছে।’’ বস্তুত, এর আগে বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনূসও দাবি করেছিলেন, ভারতে ভুয়ো খবর ছড়ানো হচ্ছে। বাংলাদেশে হিন্দু সহিংসতা হচ্ছে না। সবটাই ভিত্তিহীন অভিযোগ। এবার সেই একই সুর কার্যত শোনা গেল হুমায়ুনের গলায়।

পুরুলিয়ায় আবর্জনার স্তূপ থেকে উদ্ধার মহিলার অর্ধনগ্ন দেহ, ধর্ষণ করে খুন?

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ৫ অক্টোবরঃ পুরুলিয়া শহরের অলঙ্গিডাঙা হেলথ সেন্টার চত্বরে উদ্ধার হল এক মহিলার অর্ধনগ্ন দেহ। ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। মৃতার বয়স আনুমানিক ৩৫ বছর বলে জানিয়েছে পুলিশ। তবে এখনও পর্যন্ত তাঁর নাম ও পরিচয় জানা যায়নি। পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। তবে স্থানীয়দের একাংশের দাবি, এটি নিছক দুর্ঘটনা নয়, ওই মহিলাকে নৃশংসভাবে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। জানা যাচ্ছে, ঘটনাস্থল অলঙ্গিডাঙা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের লাগোয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্র। তার পেছনের অংশে বহুদিন ধরেই ছড়িয়ে রয়েছে

আবর্জনার স্তূপ। স্থানীয়দের অভিযোগ, রাতে ওই জায়গায় প্রায়ই নেশাগ্রস্তদের আড্ডা বসে। চলে মদের আসর। শনিবার সকালে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পিছনেই আবর্জনার ঢিবির মধ্যে পড়ে থাকতে দেখা যায় মহিলার অর্ধনগ্ন দেহ। প্রথমে পথচারীদের নজরে আসে ঘটনাটি, এরপরই খবর যায় পুলিশে। খবর পেয়ে পুরুলিয়া সদর থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতার গায়ে একাধিক চিহ্ন রয়েছে, যা থেকে মৃত্যুর প্রকৃতি নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। জেলা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, মৃতদেহের পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হবে। আপাতত সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এলাকার ব্যবসায়ী এবং বাসিন্দারা জানিয়েছেন, আগে কখনও ওই মহিলাকে ওই এলাকায় দেখা যায়নি। স্থানীয় এক সবজি বিক্রেতার কথায়, এই মৃত্যুটা স্বাভাবিক নয়। তাঁকে অত্যাচার করে খুন করা হয়েছে বলেই মনে হচ্ছে। একইসঙ্গে ব্যবসায়ীদের একাংশের দাবি, রাতের অন্ধকারে অপরাধমূলক কাজের পর দেহটি ফেলে যাওয়া হয়েছে। স্থানীয় কাউন্সিলর রবিশঙ্কর দাস বলেন, মৃতা মহিলা এই ওয়ার্ডের বাসিন্দা নন। পুলিশ তদন্তে নেমেছে, খুব শিগগিরই মৃত্যুর কারণ ও পরিচয় দুটোই জানা যাবে। পুরুলিয়ার ব্যস্ত শহরের মধ্যেই এমন রহস্যজনক দেহ উদ্ধারে আতঙ্ক ছড়িয়েছে স্থানীয়দের মধ্যে।

সব অপেক্ষার অবসান, ভাবাদিঘির উপর তৈরি হচ্ছে রেলসেতু

নিজস্ব প্রতিনিধি, ভাবাদিঘি, ৫ অক্টোবরঃ অবশেষে অপেক্ষার অবসান। উত্তর ২৪ পরগনার ভাবাদিঘির উপর দিয়ে তৈরী হচ্ছে রেল সেতু। আর এরপরই গ্রামে উৎসবের মেজাজ। ‘ভাবাদিঘি

বাঁচাও’ আন্দোলন কমিটির দাবি মেনে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হয়। তার মাধ্যমে সমাধান সূত্র মিলতেই আটকে থাকা রেল প্রকল্পের কাজ শুরু হয়ে গেল। উল্লেখ্য, ২০০১ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তারকেশ্বর-বিষ্ণুপুর রেলপ্রকল্পের সূচনা করেছিলেন। এই রেল প্রকল্প চালু হলে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া সঙ্গে হাওড়ার দূরত্ব অনেকটাই কমবে। ফলত, সাধারণ মানুষের সুবিধায় ধাপে ধাপে শুরু হয় রেল প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণ ও মাটি ফেলার কাজ। যেহেতু এই দিঘির উপর নির্ভর করে আশপাশের মানুষের জীবন-জীবিকা চলে, তাই তাঁরা কোনওভাবেই দিঘি বুজিয়ে ট্রেন চালানোর পক্ষপাতী নন। এরপরই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় দিঘির উপর ব্রিজ তৈরি হবে। তারপর চলবে ট্রেন। এমনকী এলাকাবাসীর দাবি ছিল, ত্রিপাক্ষিক বৈঠক করে সমাধান সূত্র বের করতে হবে। তারপরেই দিঘির অংশে কাজ করতে পারবে রেল দফতর। সেই দাবি কার্যতমান্যতা পেল। এলাকাবাসীর দাবি ছিল যেহেতু রেললাইন ভাবাদিঘির উপর দিয়ে যাবে। সেহেতু গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়টিকে অন্যত্র ছড়িয়ে দিতে হবে। দিঘির খনন কাজ করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি সহ একগুচ্ছ দাবি মেনে নিয়েছে প্রশাসন। তবে রেলের অ্যালাইনমেন্ট চেঞ্জ না করেই ভাবাদিঘির উপর দিয়েই রেললাইন যাবে এটাই সিদ্ধান্ত হয়েছে। দিঘি বাঁচাও আন্দোলন করতে গিয়ে যে সমস্ত মানুষজন মামলার সম্মুখীন হয়েছেন সেই মামলাও প্রত্যাহারের দাবি ছিল সেটাও মেনে নিয়েছেন প্রশাসন। তাই গ্রামবাসীদের সমস্ত শর্ত মেনে নেওয়ায় কামারপুকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ লোকত্তরানন্দজি উপস্থিতিতে কাজ শুরু হয়ে গেল তারকেশ্বর বিষ্ণুপুর রেল প্রকল্পের।

নদীয়ার কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত হয় পুজো কার্নিভাল

অনুভব মোদক, নদিয়া, ৫ অক্টোবরঃ নদীয়ার কৃষ্ণনগরে শনিবার অনুষ্ঠিত হয় পুজো কার্নিভাল। এবারের কার্নিভালে জেলার ১৮টির পুজো কমিটি যোগ দেয়। গান নৃত্য গীতি আলেখ্য উপস্থাপনা করা হয়। কৃষ্ণনগরের সরকারি কলেজের মাঠ থেকে সদর মোর হয়ে কৃষ্ণনগর পোস্ট অফিসের মোড় পর্যন্ত কার্নিভাল চলে। ঢাকের মুখরিত হয় হাইস্ট্রীট চত্বর। বাজে ব্যান্ড। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রদর্শিত হয়। বিভিন্ন ট্যাবলা প্রদর্শিত হয়। ট্যাবলে তো উঠে আসে লক্ষীর ভান্ডার। এছাড়াও ট্যাবলোতে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পের কথা তুলে ধরা হয়। রাস্তার দু’ধারে হাজার হাজার মানুষ প্রত্যক্ষ করেন। অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস সভাধিপতি তারান্নুম সুলতানা মির,জেলাশাসক এস অরুন প্রসাদ , নদিয়ার দুই পুলিশ জেলার সুপার আশীষ মৌর্য ও অমরনাথ কে প্রমুখ ।

দিনহাটার ১২ হাজার পরিবারের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে বিজয়ার মিষ্টি, বড় উদ্যোগ উদয়নের

নিজস্ব প্রতিনিধি, দিনহাটা, ৫ অক্টোবরঃ বিজয়ার শুভেচ্ছা বার্তা জানাতে বড় উদ্যোগ উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহর। দুর্গাপুজোর পর বিজয়ার আনন্দ ভাগ করে নিতে দিনহাটার ১২ হাজার পরিবারের কাছে মিষ্টি পৌঁছে দেবেন মন্ত্রী। পুর এলাকাতেই এই বড় সংখ্যার মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে প্যাকেট। দশমীর পরেই শুরু হয়ে গিয়েছিল সেই তোড়জোড়। শনিবার থেকে শুরু হয়েছে এই অভিনব কর্মসূচি। চলবে তিন দিন। এই কাজে তাঁকে সাহায্য করছেন দলের কর্মীরাই। এই মহাসমারোহে সামিল হতে পেরে উচ্ছ্বসিত মন্ত্রী নিজেও। উচ্ছ্বসিত দলের কর্মীরাও। মন্ত্রী বলছেন, ‘‘শহরের প্রতিটা বাড়িতেই বিজয়ার শুভেচ্ছা বার্তা পাঠানো হচ্ছে। সঙ্গে যাচ্ছে মিষ্টির প্যাকেট। আমি উৎসবের আনন্দ সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চাই। আমাদের দলের কর্মীরাই নিজেরাই

এই দায়িত্ব নিয়েছেন।’’ উদ্যোগে সামিল দিনহাটা পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সাবির সাহা চৌধুরীও। তিনি জানাচ্ছেন, মন্ত্রীর উদ্যোগে প্রায় ১২ হাজার বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে লাড্ডুর প্যাকেট ও শুভেচ্ছা বার্তা। গোটা কাজের জন্য তাঁরা হাতে নিয়েছেন ৩ দিনের সময়সীমা। সাবির সাহা বলছেন, ‘‘এই তিনদিনের মধ্যেই গোটা কর্মসূচি শেষ করা হবে। আমাদের তৃণমূল কর্মীরা ইতিমধ্যেই মানুষের বাড়ি বাড়ি যেতে শুরু করেছেন। পুরোদমে শুরু হয়ে গিয়েছে কাজ।’’ এদিকে তথ্য বলছে ভোটের মার্জিনে দিনহাটা শহর তাঁকে কোনওদিনই বিশেষ এগিয়ে রাখেনি। উল্টে বিরূপ ফলই দেখা গিয়েছে। সাম্প্রতিককালে প্রকাশ্য সভাতে একাধিকবার তা নিয়ে আক্ষেপও করতে দেখা গিয়েছে মন্ত্রীকে। এদিকে সামনেই আবার বিধানসভা ভোট। তার আগে এই জনসংযোগ ভোটের ময়দানে কতটা প্রভাব ফেলবে তা নিয়ে এখন থেকেই জোর চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছে রাজনৈতিক আঙিনায়।

গুজরাটে কাজে গিয়ে এক মাস ধরে নিখোঁজ পরিযায়ী শ্রমিক, পুলিশের ভূমিকায় ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ৫ অক্টোবরঃ কাজ করতে গিয়ে ১ মাস ধরে নিখোঁজ পরিযায়ী শ্রমিক। শাসকদল ও পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি। রাজ্যে যখন উসবের আমেজ মেতেছে। তখন বরাবাজার ব্লকের সরিষাবহাল গ্রামের একটি বাড়িতে পুজোর কোনো উৎসব পালন হয়নি। কারণ এক মাত্র ছেলে নিখোঁজ। পুরুলিয়ার বরাবাজার থানার সরিষাবহাল গ্রামের যুবক বিদ্যাধর মাহাতো। দীর্ঘদিন ধরেই গুজরাটের ভুর্জ জেলার একটি সংস্থায় রঙের কাজে যুক্ত ছিলেন। সেখানে কাজ করতে গিয়ে গত ১ মাস আগে ভাড়া বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে যায়। এর পর তার স্ত্রী পুরুলিয়ার বরাবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ জানাতে গেলে অভিযোগ নিতে দেরি করে বলে অভিযোগ। শেষে গত মাসের ২৩ তারিখ তার স্ত্রী পুরুলিয়ার বরাবাজার থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সেখানেই স্ত্রী কণিকা মাহাতো লিখিতভাবে জানান, গত সেপ্টেম্বর মাসের ৬ তারিখ রাতে শেষবার কথা হয় তাঁর স্বামীর সঙ্গে। তারপরেই রাত ৩টের পর সেখান থেকে তাঁর স্বামী বিদ্যাধর নিখোঁজ হয়ে যান। ওই ঘরেই পড়ে ছিল স্বামীর ব্যবহারের ব্যাগ, আইডি কার্ড, আধার কার্ড। ওই ঘরে জেলার কয়েকজন পরিযায়ী শ্রমিকের কাছ থেকে জানতে পারেন। এখানেই স্ত্রীর সন্দেহ রুমে থাকা জেলার পরিযায়ী শ্রমিকদের জিজ্ঞাসাবাদ করলেই নিখোঁজের কারণ জানা যাবে। বরাবাজার থানা একটি এফআইআর করেই দায়িত্ব সেরেছে। বিদ্যাধরকে খুঁজে বের করার কোনও উদ্যোগ নেয়নি। এমনই অভিযোগ

বিদ্যাধরের মায়ের। যদিও স্ত্রী পুলিশের ওপরেই ভরসা করে রয়েছেন। ১০ মাসের শিশুকে নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন ওই শ্রমিকের স্ত্রী। গ্রামেই শাসক দলের ব্লক স্তরের নেতৃত্ব থাকলেও, কোনও সাহায্য পাননি বলে অভিযোগ স্ত্রীর। বরাবাজার পঞ্চায়েত সমিতি তৃণমূল সদস্য আরতি মাহাতো বলেন, ‘‘জানি নিখোঁজ, এখনও কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। দলের থেকেও খোঁজ নিয়েছে। তবে পুলিশের তরফের ব্যাপারটা আমি বলতে পারব না।’’ বিজেপির প্রাক্তন জেলা সভাপতি বিবেক রাঙা বলেন, ‘‘আজ বাংলার কর্মসংস্থান না থাকার কারণেই বাইরে যেতে হচ্ছে কাজের জন্য। বিগত দিনেও এই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে। তবে এটা প্রশাসনের ব্যর্থতা, তদন্ত সঠিকভাবে না করা।’’

NOTICE

[Philips India Ltd.]

Registered Office: [4A, 5th Floor, Ecospace Business Park, AA II, Newtown, Chakpachuria, Kolkata, West Bengal - 700156]

NOTICE is hereby given that the certificate[s] for the undermentioned securities of the Company has/have been lost/misplaced and the holder[s] of the said securities / applicant[s] has/have applied to the Company to issue duplicate certificate[s].

Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with the Company at its Registered Office within 15 days from this date, else the Company will proceed to issue duplicate certificate[s] without further intimation.

Name[s] of holder[s] [and Jt. holder[s], if any]	Kind of Securities and face value	No. of Securities	Cert. No.	Distinctive number[s]
Asha Jialal Aggarwal	Equity Shares of Rs. 10/-	36	146494	18042072-18042107
		36	8001170	1048109-1048144

Place : West Bengal
Date: 06.10.2025

0103406
[Folio No]

Asha Jialal Aggarwal
[Name[s] of holder[s] / Applicant[s]]

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI
Relationship beyond Banking

অ্যাসেট রিকভারি ব্রাঞ্চ-সুরাট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া বিল্ডিং, ৫ম তল, সুরাট মেইন ব্রাঞ্চ, কানপিঠ লালগেট, চার রাস্তা, সুরাট, গুজরাট-৩৯৫০০৩
ইমেলঃ ARB.Surat@bankofindia.bank.in, মোবাইলঃ ৯৯২৪৮ ৬৯৭৬৮

ই- নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
(SARFAESI আইন, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

SARFAESI আইন, ২০০২ এর অধীনে সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য স্টার মেগা ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু ব্যাংক তার অনুমোদিত কর্মকর্তার মাধ্যমে আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (SARFAESI) এর ধারা ১৩(৪) এর অধীনে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে ব্যাংকের প্রাপ্য ঋণ আদায়ের জন্য নিম্নলিখিত সম্পত্তিগুলির ই-নিলামের জন্য আবেদন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ই-নিলামের তারিখঃ ১১.১১.২০২৫ | **সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত (বন্ধের আগে শেষ ১০ মিনিটে দরপত্র জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয় এক্সটেনশন ক্লজ সহ)**

সম্পত্তির ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/মালিক/অংশীদার/বন্ধকদাতার নাম	বিক্রি করা সম্পত্তির সম্পূর্ণ বিবরণ	SARFAESI নোটিশ অনুসারে ব্যাঙ্কের পাওনার বিবরণ	দাবির নোটিশের তারিখ এবং দখলের ধরণ	সর্বনিম্ন রিজার্ভ মূল্য (টাকা)	রিজার্ভ মূল্যের ১০% ইএমডি	ই-নিলামের তারিখ/সময়
আইডিয়াল মুভার্স প্রাইভেট লিমিটেড (আইডিয়াল মুভার্স প্রাইভেট লিমিটেড এবং আইডিয়াল রিসোর্সেস প্রাইভেট লিমিটেডের একীভূত সত্তা) (এর পরিচালকদের মাধ্যমে) শ্রী নকুল শ্রাবণ হিমসিংকা (পরিচালক / গ্যারান্টার) শ্রী তীর্থরাজ হিমাতসিংকা (পরিচালক / গ্যারান্টার) শ্রী রাঘব হিমাতসিংকা (পরিচালক / গ্যারান্টার) আইডিয়াল ফাইন্যান্সিং কর্পোরেশন লিমিটেড (গ্যারান্টার) (এর পরিচালকদের মাধ্যমে) ডেনজং ট্রেডিং কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড (গ্যারান্টার) (এর পরিচালকদের মাধ্যমে) আইডিয়াল জিমনেসিয়াম প্রাইভেট লিমিটেড (গ্যারান্টার) (এর পরিচালকের মাধ্যমে) প্রয়াত শ্রী শ্রাবণ হিমাতসিংকার সমস্ত আইনি উত্তরাধিকারীদের মাধ্যমে (পরিচালক / গ্যারান্টার) শ্রীমতী কনক হিমাতসিংকা শ্রীমতি একতা সোধানি শ্রী নকুল হিমাতসিংকা	১. ভবনের ৫ম তলায়, হোল্ডিং নং (প্রাঙ্গণ) ৫৭, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতার লিজহোল্ড বাণিজ্যিক স্থান, যার মালিকানাধীন ৭৮২৬ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা, গ্রুপ কোম্পানি মেসার্স আইডিয়াল জিমনেসিয়াম প্রাইভেট লিমিটেড, সম্পত্তির সাব-লিজধারী (সাব লিজার হল নর্টেক্স মিলস লিমিটেড) এবং সমস্ত পার্কিং স্পেস। টেনারঃ লিজহোল্ড	১৮ নভেম্বর ২০২২ তারিখের ১৩(২) ধারার অধীনে বিজ্ঞপ্তি অনুসারে ১,২৩,৩৯,৩৮,৭২৮.৫০ টাকা (একশত তেইশ কোটি উনত্রিশ লক্ষ আটত্রিশ হাজার সাতশত আটাশ টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা মাত্র)সহ আরও সুদ এবং খরচ আনুষঙ্গিক ব্যয় ইত্যাদি	১৮.১১.২০২২ প্রতীকী দখল	১০,৫২,০০,০০০ টাকা (দশ কোটি বাহান্ন লক্ষ টাকা মাত্র)	১,০৫,২০,০০০ টাকা (এক কোটি পাঁচ লক্ষ কুড়ি হাজার মাত্র)	১১.১১.২০২৫ (সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৫টা)
	২. স্থাবর সম্পত্তি নং ১৯-বি, রাজীব অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ১১, ৫ম তলা, ম্যান্ডেভিলা গার্ডেন, কলকাতা- ৭০০০১৯, ২০৯৩ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) পরিমাপের, কোম্পানির নামে অবস্থিত - মেসার্স ডেনজং ট্রেডিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড।			২,৫২,০০,০০০ টাকা (দুই কোটি বাহান্ন লক্ষ টাকা মাত্র)	২৫,২০,০০০ টাকা (পঁচিশ লক্ষ কুড়ি হাজার মাত্র)	

তবে নিলামে অংশগ্রহণের আগে উপরোক্ত সম্পত্তির পরিমাপ সাইটে দরদাতাদের দ্বারা এবং রাজস্ব রেকর্ড থেকে যাচাই করতে হবে।

ই-নিলামের শর্তাবলী নিম্নরূপঃ ১. ই-নিলাম ‘‘যেমন আছে যেখানে আছে ভিত্তিতে’’, ‘‘যেমন আছে যা আছে ভিত্তিতে’’ অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং ‘‘অনলাইন’’ পরিচালিত হবে, দর জমা দেওয়ার আগে ইএমডি এনইএফটি/তহবিল স্থানান্তরের মাধ্যমে ১১.১১.২০২৫ তারিখে বা তার আগে জমা দিতে হবে, বিকাল ৪.০০ টা। ২. আরও বিস্তারিত তথ্য, প্রক্রিয়া সম্মতি এবং শর্তাবলী ডাউনলোড করার জন্য, অনুগ্রহ করে দেখুনঃ- ক. https://www.bankofindia.bank.in, খ. আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইট ঠিকানা- https://baanknet.com দরদাতারা https://baanknet.com দেখতে পারেন যেখানে দরদাতাদের জন্য ‘‘নির্দেশিকা’’ শিক্ষামূলক ভিডিও সহ উপলব্ধ। দরদাতাদের নিম্নলিখিত আনুষ্ঠানিকতাগুলি আগে থেকেই সম্পন্ন করতে হবেঃ ধাপ ১ঃ দরদাতা/ক্রেতা নিবন্ধনঃ দরদাতাকে তার মোবাইল নম্বর এবং ইমেল-আইডি ব্যবহার করে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে (উপরে দেওয়া লিঙ্ক) নিবন্ধন করতে হবে, ধাপ ২ঃ কেওয়াইসি যাচাইকরণঃ দরদাতাকে প্রয়োজনীয় কেওয়াইসি নথি আপলোড করতে হবে। কেওয়াইসি নথিগুলি ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী দ্বারা যাচাই করা হবে (২ কার্যদিবস সময় লাগতে পারে)। ধাপ ৩ঃ দরদাতার গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে ইএমডির পরিমাণ স্থানান্তরঃ ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে তৈরি চালান ব্যবহার করে এনইএফটি/ট্রান্সফার ব্যবহার করে অনলাইন/অফ-লাইন তহবিল স্থানান্তর, ধাপ ৪ঃ দরপত্র প্রক্রিয়া এবং নিলামের ফলাফলঃ আগ্রহী নিবন্ধিত দরদাতারা ধাপ ১, ২ এবং ৩ সম্পন্ন করার পরে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে অনলাইনে বিড করতে পারবেন। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন ধাপ ১ থেকে ধাপ ২ দরদাতাকে ই-নিলামের তারিখের আগে অনেক আগেই সম্পন্ন করতে হবে। ৩. অনুমোদিত কর্মকর্তার সর্বোত্তম জ্ঞান এবং তথ্য অনুসারে, সম্পত্তি/সম্পত্তিগুলির উপর কোনও দায়বদ্ধতা নেই। তবে, আগ্রহী দরদাতাদের তাদের দরপত্র জমা দেওয়ার আগে, নিলামে তোলা সম্পত্তির দায়, মালিকানা এবং সম্পত্তির উপর প্রভাব ফেলছে এমন দাবি/অধিকার/পাওনা সম্পর্কে স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান করতে হবে। ই-নিলাম বিজ্ঞাপনটি ব্যাংকের কোনও প্রতিশ্রুতি বা কোনও প্রতিনিধিত্ব গঠন করে না এবং এটিকে বিবেচনা করা হবে না। সম্পত্তিটি ব্যাংকের জানা বা অজানা সমস্ত বিদ্যমান এবং ভবিষ্যতের দায় সহ বিক্রি করা হচ্ছে। অনুমোদিত কর্মকর্তা/সুরক্ষিত পাওনাদার কোনও তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/পাওনার জন্য কোনওভাবেই দায়ী থাকবেন না। বিক্রয়ের জন্য রাখা সম্পত্তি/পাওনা সম্পর্কে অনলাইন দরপত্র জমা দেওয়ার পরে যে কোনও ধরণের দাবি গ্রহণ করা হবে না। ৪. পরিদর্শনের তারিখ ০৩.১১.২০২৫। সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট শাখার সাথে পূর্বের অ্যাপয়েন্টমেন্টের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট শাখার বিপরীতে প্রদত্ত যোগাযোগ নম্বরে দরপত্র জমা দিতে হবে। ৫. কেবলমাত্র অনলাইন পদ্ধতির মাধ্যমে দরপত্র জমা দিতে হবে। ৬. দরদাতারা বিক্রয়ের শর্তাবলী পড়েছেন এবং বুঝতে পেরেছেন বলে গণ্য হবেন এবং তাদের দ্বারা আবদ্ধ থাকবেন। ৭. জমা দেওয়া দরপত্রের মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের চেয়ে বেশি হবে এবং দরদাতারা তাদের পরবর্তী প্রস্তাবগুলি ১,০০,০০০/- টাকার (মাত্র এক লক্ষ টাকা) গুণিতক করে উন্নত করবেন। ৮. দরপত্র জমা দেওয়ার আগে সম্পত্তি পরিদর্শন এবং তাদের সন্তুষ্টি অর্জন করা আগ্রহী দরদাতাদের দায়িত্ব হবে। ৯. সফল দরদাতার আমানত আংশিক বিক্রয় বিবেচনার জন্য রাখা হবে এবং ব্যর্থ দরদাতাদের ইএমডি ফেরত দেওয়া হবে। ১০. দরপত্র জমার উপর কোনও সুদ থাকবে না। সফল দরদাতাকে অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক দরপত্র গ্রহণের পরপরই বিক্রয়মূল্যের ২৫ জমা দিতে হবে, যার মধ্যে ইতিমধ্যেই পরিশোধিত ইএমডিও অন্তর্ভুক্ত থাকবে এবং বিক্রয়মূল্যের বাকি অংশ (৭৫ শতাংশ) বিক্রয়ের ১৫তম দিন বা তার আগে জমা দিতে হবে। নিলাম বিক্রয় ব্যাংক কর্তৃক নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে। সফল দরদাতা কর্তৃক জমা দেওয়া অর্থে ব্যর্থতার ফলে ইতিমধ্যে জমা দেওয়া সম্পূর্ণ অর্থ বাজেয়াপ্ত হবে এবং সম্পত্তি পুনঃনিলামে তোলা হবে এবং খেলাপি দরদাতার সম্পত্তি/পরিমাণের উপর কোনও দাবি/অধিকার থাকবে না। ১১. ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক সমস্যাবিদ্যুৎ বিকলতা/অন্য কোনও প্রযুক্তিগত ত্রুটিব্যর্থতা ইত্যাদির জন্য অনুমোদিত কর্মকর্তা/ব্যাংক বা ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী কেউই দায়ী থাকবে না। এই ধরনের আকস্মিক পরিস্থিতি এড়াতে আগ্রহী দরদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে তারা ই-নিলাম ইভেন্টে সফলভাবে অংশগ্রহণের জন্য পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ ব্যাক-আপ ইত্যাদি প্রযুক্তিগতভাবে সুসজ্জিত। ১২. ক্রেতা প্রযোজ্য স্ট্যাম্প শুল্ক/নিবন্ধন ফি/অন্যান্য চার্জ, ইত্যাদি এবং যেকোনো সংস্থার কাছে সমস্ত বিধিবদ্ধ/অ-বিধিবদ্ধ বকেয়া, কর, মূল্যায়ন চার্জ ইত্যাদি বহন করবে। ১৩. অনুমোদিত কর্মকর্তা/ব্যাংক সর্বোচ্চ অফার গ্রহণ করতে বাধ্য নয় এবং যেকোনো বা সমস্ত অফার গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অথবা স্থগিত/স্থগিত/বাতিল করার সম্পূর্ণ অধিকার এবং বিচক্ষণতা রাখে। কোনও কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো পর্যায়ে নিলাম প্রক্রিয়া থেকে কোনও সম্পত্তি বা তার অংশ ই-নিলামে তোলা বা প্রত্যাহার করা।, ১৪. বিক্রয় শংসাপত্রটি কেবল ক্রেতা/আবেদনকারীর নামে জারি করা হবে এবং অন্য কোনও নামে জারি করা হবে না। ১৫. বিক্রয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে নির্ধারিত নিয়ম/শর্ত সাপেক্ষে হবে। বিক্রয়ের শর্তাবলী সম্পর্কে আরও বিস্তারিত/জিজ্ঞাসা থাকলে প্রদত্ত যোগাযোগ নম্বরে সংশ্লিষ্ট শাখা থেকে পাওয়া যেতে পারে।, ১৬. এটিও বিধান অনুসারে ৩০ দিনের একটি বাধ্যতামূলক নোটিশ।

স্থানঃ কলকাতা, তারিখঃ ০৬.১০.২০২৫ — অনুমোদিত অফিসার, ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

অক্টোবরে আকাশজুড়ে আলো ছড়াবে 'হারভেস্ট মুন'!

তিন বছর পরে এই দৃশ্য দেখা যাবে

পুজো শেষ, শরতের আকাশে সুন্দর মুহূর্তের সাক্ষী হতে চলেছেন মহাকাশপ্রেমীরা। অক্টোবরে আকাশজুড়ে আলো ছড়াবে বিশাল আকারের চাঁদ, যাকে বিজ্ঞানের

ভাষায় বলা হয় - 'হারভেস্ট মুন'। এমন ঘটনা মহাকাশ জগতের বিরল এবং বিশেষ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। এবছর সেই বিশেষ ঘটনা ঘটবে। পৃথিবীর অনেকটা কাছে চলে আসবে একমাত্র উপগ্রহ। ফলে তাকে অন্য সময়ের তুলনায় অনেকটা বড় এবং বেশি উজ্জ্বল দেখাবে। মহাকাশ বিজ্ঞানের ইতিহাসে এই চন্দ্রোদয়ের বিশেষ গুরুত্ব ছাড়াও 'হারভেস্ট মুন' নিয়ে আলাদা লোককথাও আছে। নামেই তার ইঙ্গিত লুকিয়ে। প্রচলিত বিশ্বাস, এই সময় থেকে ভালো ফলনের সময় শুরু হয়।এবছর আগামী মাসেই আকাশে দেখা যাবে 'হারভেস্ট মুন'। অক্টোবরের ৬ ও ৭ তারিখ গগনগাত্র উজ্জ্বল করে উদয় হবে বিশালাকার চাঁদ। ঘূর্ণনের ফলে পৃথিবীর সাপেক্ষে তার অবস্থান এমন হবে যে মনে হবে, হাত বাড়ালেই যেন চাঁদ ছোঁয়া যাবে! আসলে এই বিশেষ সময়টাতে পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে চলে আসে চাঁদ। একে 'সুপারমুন' বলা হয়। এই সময় অন্তত ৬ শতাংশ বড় হয়ে দেখা দেয় চাঁদ, আর তার উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায় ১৩ শতাংশ। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, আগামী ৬ অক্টোবর থেকে ধীরে ধীর পৃথিবীর নিকটবর্তী হতে থাকবে। ৭ অক্টোবর সূর্যাস্তের পরই আকাশে স্নিগ্ধ আলো ছড়িয়ে দেবে চাঁদ। তার রংও হবে খানিকটা পৃথক। উল্লেখ্য, তার ঠিক আগে, ৫ অক্টোবর পঞ্জিকামতে পূর্ণিমা। এই তিথিতে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো হয়ে থাকে বাংলার ঘরে ঘরে। আর তারপরই এই 'সুপারমুন' বা 'হারভেস্ট মুন' দেখা যাবে।কোথা থেকে দেখতে পাবেন এই মহাজাগতিক বিরল ঘটনা জানেন কি। আকাশ পরিষ্কার ও বৃষ্টি না হলে উত্তর গোলার্ধের থেকে সবচেয়ে ভালো দৃশ্যমান হবে 'হারভেস্ট মুন'। আর ভারত থেকেও ৭ অক্টোবর সন্ধ্যা নামলে খালি চোখে দেখা যাবে থালার মতো চাঁদ। যেখানে বায়ুদূষণ কম, তেমন জায়গা থেকে খুব ভালো দৃশ্য চাক্ষুষ করতে পারবেন। বিজ্ঞানীরা বলছেন, গত ২০২০ সালে এই বিশেষ চাঁদ দেখা গিয়েছিল। অঙ্কের হিসেব অনুযায়ী, ফের ২০২৮ সালে তা উদয় হবে। সুতরাং, এবছরের 'হারভেস্ট মুন' না দেখলে বড় মিস করবেন,কারন আবার তিন বছর পরে এই দৃশ্য দেখা যাবে।

রত্নভাণ্ডারে ভরপুর পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ! সেখানে নাকি প্ল্যাটিনাম, রোডিয়ামের মতো বহুমূল্য সম্পদ রয়েছে। শুধু কি তাই? চন্দ্রপৃষ্ঠের কোনও কোনও গর্ত নাকি ভর্তি জলের মতো তরলেও। সম্প্রতি চাঁদের অন্তত সাড়ে ৬ হাজার গহ্বর বিস্তারিত পর্যবেক্ষণের পর এমনই দাবি করছে এক জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও তাঁর দলবল। যদিও তাঁরা শ্রেফ সম্ভাবনার কথা জানিয়েছেন। সত্যিই চাঁদের বুকে প্ল্যাটিনামের খনি কিংবা জলের মতো তরল রয়েছে কি না, তা নিশ্চিত হওয়া এখনও সময়ের অপেক্ষা।

সম্প্রতি এক গবেষণার রিপোর্টে দাবি, চাঁদের ৬৫০০ টি গহ্বর পর্যবেক্ষণ করে যা আন্দাজ পাওয়া গিয়েছে, তা হল চাঁদের বেশ কিছু গহ্বরে অতি মূল্যবান খনিজ সম্পদ রয়েছে। এই তালিকায় প্ল্যাটিনাম ছাড়াও রোডিয়াম, প্যালাডিয়ামের মতো ধাতুও আছে। মনে করা হচ্ছে, মহাশূন্যে যে সব গ্রহাণু অবিরত ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের কোনওটা চাঁদের বুকে আছড়ে পড়ে ধ্বংস হচ্ছে এবং সেসবই এই বহুমূল্য সম্পদের উৎস। আবার তার মধ্যে প্রায় সাড়ে তিন হাজার গহ্বরে জলের মতো হাইড্রোজেন সমৃদ্ধ তরলও রয়েছে, যা প্রাণধারণের উপযোগী হতে পারে। জগন্নাথ চেরাঙ্গল্লাম নামে এক জ্যোতির্বিজ্ঞানী নিজের টিম নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে চাঁদের উপর এই গবেষণা চালিয়েছেন। তাতে তাঁর পর্যবেক্ষণ, পৃথিবীর কাছ দিয়ে যে সব গ্রহাণু চলে যাচ্ছে, তার বেশিরভাগটাই খনিজ সম্পদ সমৃদ্ধ। তার পরিমাণও পৃথিবীতে সঞ্চিত খনিজের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। সেগুলোই চাঁদে ধাক্কা খেয়ে আছড়ে পড়ছে। চন্দ্রগহ্বর হয়ে উঠছে খনিজে ভরপুর। এটা ভবিষ্যতে খুব লাভজনক হতে পারে। পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ নিয়ে এহেন সুখবরের পাশাপাশি শুরু হয়েছে আশঙ্কা। তবে কি প্ল্যাটিনামের ভাণ্ডার করায়ত্ত করতে এবার চাঁদে ছুটবেন মুনাফালোভীরা? তার প্রতিযোগিতাও হয়ত শুরু হতে আর বেশি দেরি নেই। তবে গবেষক দল জানাচ্ছেন, এসব মূল্যবান ধাতু শুধু ব্যবসায়িক স্বার্থেই কাজে লাগবে, তেমনটা নয়। যদি উত্তোলন করা সম্ভব হয়, তবে চিকিৎসা ক্ষেত্রেও এর ব্যবহার অসীম। তবে গ্রহাণু থেকে ছিটকে আসা ধাতব সামগ্রীর স্থায়িত্ব চন্দ্রপৃষ্ঠে কদিন থাকবে, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। সেখানকার পরিবেশে সমস্ত গুণাগুণ নিয়ে এসব সঞ্চিত অবস্থায় নাও থাকতে পারে বলে আশঙ্কা বিজ্ঞানীদের।

প্রত্যেক প্রাণীর শরীর থেকেই ওই অতি দুর্বল ফোটন কণা নির্গত হয়

দেবদেবীর জ্যোতির্বলয়ের কথা তো আমরা জানি! দেবীদের ত্রিনয়ন থেকে অগ্নিবর্ষণ হোক কিংবা দেবতার শরীরজুড়ে আলোর ছটা, তা ভক্তদের কাছে আশীর্বাদস্বরূপ। কিন্তু শুধু দেবতাদেরই নয়, মানুষের গা থেকেও আলো ছড়ায়। তবে তা অতি দুর্বল, তার তরঙ্গদৈর্ঘ্যে সাধারণ মানুষের দৃশ্যমানতার বাইরে। তাই আমরা এই গূঢ় সত্য কথা এতদিন জানতাম না। অন্তত সাম্প্রতিক সমীক্ষায় এমনটাই দাবি বিজ্ঞানীদের। ক্যালগেরি বিশ্ববিদ্যালয় এবং কানাডার ন্যাশনাল রিসার্চ কাউন্সিলরের যৌথ গবেষণা সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে এক বিজ্ঞান পত্রিকায়। তাতে বলা হচ্ছে, মানুষ এবং প্রত্যেক প্রাণীর শরীর থেকেই ওই অতি দুর্বল ফোটন কণা নির্গত হয়। ব্যাপারটা ঠিক কী? বিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যা, প্রাণীজগ যে পদ্ধতিতে খাবার হজম করে, তারই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে শরীরে একধরনের ফোটন কণা নির্গত হয়। এটা আসলে অতি দুর্বল 'ফোটন কণা। জীবিত অবস্থায় বায়োফোটনের নির্গমন অনবরত হয়। প্রাণের স্পন্দন স্তব্ধ হওয়ার পর সেই দুর্বল আলোও নিভে যায়। এই ফোটন কণার তরঙ্গদৈর্ঘ্য থাকে ২০০ থেকে ১০০০ ন্যানোমিটারের মধ্যে, যা মানুষের চোখে ধরা পড়ে না। শুধু মানবশরীর নয়, বায়োফোটনের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে গরু থেকে ব্যাকেটরিয়া - সমস্ত প্রাণীর দেহেই। এবং মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তা একেবারে শেষ হয়ে যায়। প্রাণীর জগতে আলোকছটার অস্তিত্বের কথা কীভাবে জানতে পারলেন বিজ্ঞানীরা? প্রকাশিত প্রতিবেদনে তাও বিশদে জানানো হয়েছে। চারটি ইঁদুর, দুটি ভিন্ন প্রজাতির গাছের উপর পরীক্ষা করা হয়েছে। চারটি ইঁদুরকে সম্পূর্ণ অন্ধকার জায়গায় ঘণ্টাখানেক আটকে রেখে পর্যবেক্ষণ চালানো হয়েছে। পরে তাদের মৃত্যুর পরও আর একঘণ্টা ধরে পর্যবেক্ষণ করেছেন বিজ্ঞানীরা। তাতেই এই বায়োফোটনের অস্তিত্ব স্পষ্ট হয়েছে বলে দাবি গবেষকদের। আবার গাছেদের ক্ষেত্রে টানা ১৬ ঘণ্টা ধরে পর্যবেক্ষণে দেখা গিয়েছে, কোনও দুর্বল বা আঘাতপ্রাপ্ত গাছের তুলনায় সুস্থ, স্বাভাবিক গাছ বেশি আলোকোজ্জ্বল। এ থেকে আরও প্রমাণিত হয়, অতি দুর্বল ফোটন কণার নিঃসরণ সম্পূর্ণভাবে জীবনক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত। এসবই দেখা গিয়েছে ইলেকট্রন মাল্টিপ্লায়িং চার্জ কাপল ডিভাইস অর্থাৎ অতি শক্তিশালী কোনও ক্যামেরায়। প্রাণীজগতের শরীরের এই আলোকপ্রভার যে অস্তিত্ব দেখা গেল, তার প্রয়োগ ঠিক কী? বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, প্রয়োজনে চিকিৎসাক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া ব্যবহার করা যেতে পারে। মানবশরীরে সেল কিংবা টিস্যুর দুরূপ রোগনির্ণয়ে এই পদ্ধতি কাজে লাগতে পারে বলে তারা জানাচ্ছেন।

ফের লাভা বমি ভারতের একমাত্র আগ্নেয়গিরির!

প্রলয়ের আতঙ্ক জাগিয়ে ফের লাভা উদ্গীরণ ভারতের একমাত্র সক্রিয় আগ্নেয়গিরির। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের ব্যারেন দ্বীপে অবস্থিত এই আগ্নেয়গিরি ঘুম ভেঙে জেগে উঠল গত ২০ সেপ্টেম্বর। প্রবল বিস্ফোরণের জেরে আন্দামানে ৪.২ মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এই নিয়ে চলতি মাসে দ্বিতীয়বার সক্রিয় হল আগ্নেয়গিরিটি।জনবসতিহীন ব্যারন দ্বীপে আগ্নেয়গিরির ভয়াবহ সে দৃশ্য সোশাল মিডিয়ায় শেয়ার করা হয়েছে নৌসেনার তরফে। নৌসেনার জাহাজ থেকে তোলা সেই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, আগ্নেয়গিরি থেকে বেরিয়ে আসছে লাভা ও ধোঁয়া। দাবি করা হচ্ছে, চলতি মাসে দ্বিতীয়দফার স্ট্রম্বোলিয়ান ধরনের অগ্নুপাত ঘটেছে। যার ফলে অল্পমাত্রায় লাগাতার লাভা ও ধোঁয়া বের হতে দেখা যায় আগ্নেয়গিরিটি থেকে। এই ঘটনায় ক্ষয়ক্ষতির কোনও সম্ভাবনা নেই বলে জানানো হয়েছে। কোনওরকম সতর্কতা জারি করা হয়নি প্রশাসনের তরফে।

চালকের বুদ্ধিমত্তায় শেষপর্যন্ত নিরাপদেই অবতরণ করেছে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান

বিশেষ প্রতিবেদক, ৫ অক্টোবর ঃ সেই বোয়িং ৭৮৭-৮ ড্রিমলাইনার! গত জুনে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানের ভয়াবহ দুর্ঘটনার স্মৃতি উসকে দিল অমৃতসর থেকে বার্মিংহামগামী আরেক ড্রিমলাইনার। তবে সৌভাগ্যবশত, বিপদ এড়াতে সক্ষম হয়েছে এই বিমানটি। চালকের বুদ্ধিমত্তায় শেষপর্যন্ত নিরাপদেই অবতরণ করেছে। কোনও ক্রু সদস্য কিংবা যাত্রী আহত হননি। পাঞ্জাবের অমৃতসর থেকে ব্রিটেনের বার্মিংহামগামী এয়ার ইন্ডিয়ার ওই বিমানটি অবতরণ কিছু আগেই আচমকা বৈদ্যুতিক ত্রুটি দেখা দেয়। তবে, চালকরা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গেই বিমানের RAT সিস্টেম সক্রিয় করে দেন। যার ফলে বিমানটি নিরাপদে জরুরি অবতরণ করতে সক্ষম হয়। গত ১২ জুন আহমেদাবাদ থেকে লন্ডনগামী এয়ার ইন্ডিয়ার বোয়িং ৭৮৭ ড্রিমলাইনার আকাশে ওড়ার কয়েক সেকেন্ড পরই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায়

সবমিলিয়ে ২৫০ জনের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়। এই ঘটনার পরই এয়ার ইন্ডিয়া ও ড্রিমলাইনার বিমান নিয়ে একাধিক প্রশ্ন ওঠে। যান্ত্রিক ত্রুটির পাশাপাশি বিমান রক্ষণাবেক্ষণও প্রশ্নের আওতায় চলে আসে। যদিও দাবি করা হয়েছে, বিমানে কোনও যান্ত্রিক ত্রুটি ছিল না। তবে এয়ার ইন্ডিয়া নিয়ে বিতর্ক অব্যাহত থেকেছে দুর্ঘটনার বহু পরেও। প্রায় দু'মাস আন্তর্জাতিক উড়ান পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছিল। ১ আগস্ট থেকে আংশিকভাবে সেগুলি চালু করা হয়। এরপর ১ অক্টোবর থেকে পুরোদমে আন্তর্জাতিক উড়ান পরিষেবা চালু করছে এয়ার ইন্ডিয়া। তারপরই ফের বিতর্ক ঘনাল সেই ৭৮৭-৮ ড্রিমলাইনারকে নিয়ে।এদিকে আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার যে প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট এয়ারক্রাফট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো দিয়েছে, তাতে দুর্ঘটনার দায় পাইলটের উপরে চাপানো হয়েছে। যদিও পাইলটদের সংগঠনের দাবি, ওই রিপোর্টে তারা অসন্তুষ্ট।

হামাসের নিরস্ত্রীকরণ হবেই, শান্তি প্রস্তাবের আবহেই হুঙ্কার নেতানিয়াহু

বিশেষ প্রতিবেদক, ৫ অক্টোবর ঃ শিগগিরি হামাসের হাতে বন্দি থাকা ইজরায়েলি পণবন্দিদের মুক্ত করা হবে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আয়োজনে শান্তি প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার আগেই শনিবার এমনটা দাবি করলেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। সেই সঙ্গেই তিনি পরিষ্কার করে দিলেন, গাজা থেকে এখনই ইজরায়েলি সেনাকে সরানো হবে না। পাশাপাশি হামাসের ভবিষ্য সম্পর্কেও তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী, তাদের হাত থেকে অস্ত্র সরিয়ে নেওয়া হবেই। হয় কূটনৈতিক ভাবে, নয়তো সেনার পথেই।এক বার্তা দেওয়ার সময় নেতানিয়াহুকে বলতে শোনা গিয়েছে, হামাসের নিরস্ত্রীকরণ হবেই। এবং গাজা থেকেও সেনা সরবে। সোজা পথে হোক বা কঠিন পথে, এটাই হবে। প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগে গাজার যুদ্ধ থামানো নিয়ে ট্রাম্পের সঙ্গে বিশেষ বৈঠকে বসেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। তারপরেই হোয়াইট হাউসের তরফ থেকে ২০ দফা পরিকল্পনা প্রকাশ করা হয়। অবিলম্বে সংঘর্ষবিরতি থেকে শুরু করে গাজায় নতুন সরকার গঠন-একাধিক প্রস্তাব পেশ করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। প্রস্তাবে বলা হয়েছে, গাজাকে পুরোপুরি সন্ত্রাসবাদীদের কবল থেকে মুক্ত করে একেবারে নতুনভাবে গ।ে তোলা হবে। যদি ইজরায়েল এবং

হামাস দু'পক্ষই এই প্রস্তাব মেনে নেয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধবিরতি হবে। ৭২ ঘণ্টার মধ্যে জীবিত এবং মৃত পণবঃিদদের ফেরাতে হবে। ইজরায়েলও সমস্ত বঃিদদের মুক্তি দেবে। তারপরই গাজার জন্য বিপুল ত্রাণ পাঠানো হবে, রাষ্ট্রসংঘ এবং রেড ক্রসের তত্ত্বাবধানে। ট্রাম্পের এই প্রস্তাবে ইজরায়েলের পাশাপাশি রাজি হয় হামাসও। কন্তু এই পরিস্থিতিতেই শনিবার ফের গাজায় মারণ হামলা চালায় ইজরায়েলি সেনা। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ৬ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। ইজরায়েলের এই হামলার পর প্রশ্ন উঠছে, আদৌ কি শান্তি ফিরবে গাজায়? জানা গিয়েছে, শনিবার সকালে গাজা শহর এবং গাজার দক্ষিণাংশের খান ইউনিস এলাকায় গোলাবর্ষণ করে ইহুদি সেনা। এর মধ্যে গাজা শহরে মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের। অন্যদিকে, খান ইউনিস এলাকায় মৃত্যু হয় ২ জন সাধারণ নাগরিকের। আর তারপরই ফের হামাসের বিরুদ্ধে হুঙ্কার দিতে দেখা গেল নেতানিয়াহুকে।

ইউক্রেনের রেল স্টেশনে ভয়ংকর হামলা রাশিয়ার, আছড়ে পড়ল শয়ে শয়ে ড্রোন, মৃত অন্তত ৩০

বিশেষ প্রতিবেদক, ৫ অক্টোবর ঃ রাশিয়ার আক্রমণে ফের রক্তাক্ত ইউক্রেন। শনিবার ইউক্রেনের উত্তর সুমি অঞ্চলের একটি রেল স্টেশনে ড্রোন হামলা চালাল রুশ সেনা।

ঘটনায় এখনও পর্যন্ত অন্তত ৩০ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। রাশিয়ার এই আক্রমণকে ' বলে আখ্যা দিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেঃট ভলোদিমির জেলেনস্কি। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রেনের উপর আছড়ে পড়ে একাধিক ড্রোন। তারপরই আগুন ধরে যায় গোটা ট্রেনে। সেই সময় ওই ট্রেনের ভিতর উপস্থিত ছিলেন বহু মানুষ। অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় অনেকের। শুধু তাই নয়, রুশ আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে স্টেশনটিও। এই সম্পর্কিত একটি ভিডিও নিজের এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করেন জেলেনস্কি। যেখানে দেখা যাচ্ছে, প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে ট্রেনটি। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছে গোটা এলাকা। চারদিকে দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন। জেলেনস্কি বলেন, রেলস্টেশনে রাশিয়ার এই হামলা অত্যন্ত নিঃ দাজনক। জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত সকলেই ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। আহতের সংখ্যা বহু। এখনও পর্যন্ত আমরা ৩০ জনের মৃত্যুর খবর পেয়েছি। উল্লেখ্য, তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে যুদ্ধ জারি রয়েছে রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে। মার্কিন প্রেসিডেঃট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই যুদ্ধ থামাতে চেষ্টা করলেও বিশেষ সমাধানের রাস্তা বের হয়নি। এই অবস্থায় শোনা যাচ্ছে, ট্রাম্পের সঙ্গে ফের দেখা করতে চলেছেন জেলেনস্কি। তাঁর দাবি, ইউক্রেনের জন্য নিরাপত্তার গ্যারাঃিট ও রাশিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞার জারির বিষয়ে আলোচনা করবেন তিনি। কিয়েভের দাবি, যদি রাশিয়া যুদ্ধবিরতির পথে না হাঁটে সেক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হোক। গত কয়েকদিনে দফায় দফায় রুশ মার সহ্য করার পর এবার প্রত্যাঘাত ইউক্রেনের। রাশিয়ার সবচেয়ে বড় তৈল শোধনাগার কিরিশিতে ভয়ংকর হামলা চালিয়েছিল ইউক্রেন। একসঙ্গে ওই শোধনাগারে হামলা চালায় ৩৬১টি ড্রোন। হামলার কথা স্বীকার করে নিয়ে রাশিয়ার তরফে বিবৃতি জারি করে জানানো হয়েছে, ওই হামলায় হতাহতের কোনও ঘটনা ঘটেনি। রাশিয়ার তরফে জানানো হয়েছিল, দেশের প্রধান দুটি তেল শোধনাগারের মধ্যে একটি এই কিরিশি। গত ১৩ সেপ্টেম্বর রাতে এখানেই ড্রোন হামলা চলে। রাশিয়ার লেনিনগ্রাদ প্রদেশের গভর্নর আলেকজান্ডার দ্রোজডেনকো জানান, কিরিশিতে তিনটি ড্রোন ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছিল তারা। হামলার পর শোধনাগারে আগুন লেগে গিয়েছিল। সেটাও নিভিয়ে ফেলা হয়েছে। হামলায় হতাহতের কোনও ঘটনা ঘটেনি। হামলার পর ইউক্রেনের এক সেনাকর্তা জানান, ঘটনাস্থলে ব্যাপক বিস্ফোরণ ও আগুনের খবর পাওয়া গিয়েছিল। তিনি ঘটনাস্থলের একটি ছবি প্রকাশ করেছেন যেখানে দেখা গিয়েছে, রাতের অন্ধকারে দাউদাউ করে জ্বলছে তেল শোধনাগার। কিরিশি শোধনাগার বছরে প্রায় ১ কোটি ৭৭ লাখ মেট্রিক টন (৩ লাখ ৫৫ হাজার ব্যারেল প্রতিদিন)

তীব্র ঝড়বৃষ্টি ও বজ্রপাত, জলমগ্ন আরারিয়া

আরারিয়া, ৫ অক্টোবর (হি.স.)ঃ শনিবার রাত থেকে রাতভর প্রবল ঝড়বৃষ্টির জেরে জলমগ্ন হয়ে পড়েছে বিহারের আরারিয়া শহর। সঙ্গে বজ্রপাত। হঠা হওয়া এই দুর্যোগের জেরে বহু মাটির বাড়ি ভেঙে গেছে, একাধিক গাছ রাস্তা উপড়ে পড়েছে, বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে বহু এলাকায়। শহরের প্রধান সড়ক ও বাজার সংলগ্ন এলাকায় হাঁটুসমান জল জমে যায়। ফলে ব্যবসায়ী ও স্থানীয়দের ব্যাপক সমস্যার মুখে পড়তে হয়েছে।

Name Change
I, JHA HEENA ASHOK KUMAR (Old Name) D/O ASHOK KUMAR JHA Residing at Greenfield City BL-43/6D, E3-398, Joth Sibrampur, P.O.-Mahestala, District - South 24 Parganas, Pin - 700141 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as HEENA JHA (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit dated 12-09-2025. JHA HEENA ASHOK KUMAR (Old Name) and HEENA JHA (New Name) both are same and identical person.

Name Change
I, ABDUL AJIM and SK ABDUL AZIM (Old Name) S/O SEKH NOOR ALAM Residing at Abadpara Berela, District - Hooghly, Pin - 712134 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as SK ABDUL AJIM (New Name) as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate Hooghly at Chinsurah vide affidavit no 6693 dated 31-07-2025. ABDUL AJIM and SK ABDUL AZIM (Old Name) and SK ABDUL AJIM (New Name) both are same and identical person.

Name Change
I, MAMTA (Old Name) W/O ASHOK KUMAR JHA Residing at Greenfield City BL-43/6D, E3-398, Joth Sibrampur, P.O.-Mahestala, District - South 24 Parganas, Pin - 700141 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as MAMTA DEVI (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit dated 12-09-2025. MAMTA (Old Name) and MAMTA DEVI (New Name) both are same and identical person.

Name Change
I, Md Naimuddin Sekh (Old name) S/o- Nofur Sekh, Resident at, Vill-Matepur, Po-Mollickpur, Ps-Nalhati, Birbhum, 731242, West Bengal, I have changed my name Naimuddin Sekh (New name) I shall be known as Naimuddin Sekh vide affidavit before the Notry at Berhampore on 26/09/2025 Md Naimuddin Sekh and Naimuddin Sekh same and one identical person.

Name Change
I, Md Billil Hosain (Old name) S/o-Md Azad Ali, Resident at, Vill-Natunpara, Po-Mirzapur, Ps-Beldanga, Dist-Murshidabad, 742149, West Bengal, I have changed my name Md Billal Hossain (New name) I shall be known as Md Billal Hossain vide affidavit before the Notry at Berhampore on 26/09/2025 Md Billil Hosain and Md Billal Hossain same and one identical person.

Name Change
I, Soruma Bibi (Old Name) W/O–Md Tojibur Rahaman resident of Kutubganj , Pukhuria , Ratua, Dist-Malda , West Bengal, Pin-732102 do hereby declared that I have changed my name from Soruma Bibi to Surma and henceforth I shall be known as Surma (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Chanchal court on 09/09/2025. My name Surma & Soruma Bibi both are same and one identical person.

Name Change
I, Sonabhan Bibi (Old Name) W/O–Sayed Sekh resident of Vill- Chandpur Mahalderpara , Po-Rajput Teghori , Ps-Raghunathganj, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742213 do hereby declared that I have changed my name from Sonabhan Bibi to Sunebhan Bewa and henceforth I shall be known as Sunebhan Bewa (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/09/2025. My name Sunebhan Bewa & Sonabhan Bibi both are same and one identical person.

Name Change
I, Md Amirul Islam, my father's Saied Ali (Old Name) resident of Vill- Chandpur Mahalderpara , Po-Rajput Teghori , Ps- Raghunathganj, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742213 do hereby declared that I have changed my father's name from Saied Ali to Sayed Sekh and henceforth my father's name shall be known as Sayed Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/09/2025. My father's name Sayed Sekh & Saied Ali both are same and one identical person.

Name Change
I, Abdulla Sk (Old Name) S/O–Intajul Sk resident of Vill- Salepur , Po-Benipur , Ps-Kandi , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742140 do hereby declared that I have changed my name from Abdulla Sk to Md Abdulla Sk and henceforth I shall be known as Md Abdulla Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/09/2025. My name Md Abdulla Sk & Abdulla Sk both are same and one identical person.

Name Change
I, Sulekha Bibi (Old Name) W/O–Md Jamrul Hoque resident of Kutubganj , Pukhuria , Ratua, Dist-Malda , West Bengal, Pin-732102 do hereby declared that I have changed my name from Sulekha Bibi to Sulekha Khatun and henceforth I shall be known as Sulekha Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Chanchal court on 09/09/2025. My name Sulekha Khatun & Sulekha Bibi both are same and one identical person.

Name Change
I, Tojibur Rahaman (Old Name) S/O–Sekh Asatulla resident of Kutubganj , Pukhuria , Ratua, Dist-Malda , West Bengal, Pin-732102 do hereby declared that I have changed my name from Tojibur Rahaman to Md Tojibur Rahaman and henceforth I shall be known as Md Tojibur Rahaman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Chanchal court on 09/09/2025. My name Md Tojibur Rahaman & Tojibur Rahaman both are same and one identical person.

Name Change
I, Maidul Islam (Old Name) S/O–Sadekur Rahaman Sekh resident of Vill-Ghoshpara , Po-Rajapur , Ps-Raninagar , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742306 do hereby declared that I have changed my name from Maidul Islam to Maidul Islam Sekh and henceforth I shall be known as Maidul Islam Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 10/09/2025. My name Maidul Islam Sekh & Maidul Islam both are same and one identical person.

Name Change
I, Sarwar Hossain (Old Name) S/O–Muslim Hossain resident of Islampur, Domkal, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742304 do hereby declared that I have changed my name from Sarwar Hossain to Md Sarwar Hossain and henceforth I shall be known as Md Sarwar Hossain (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/09/2025. My name Md Sarwar Hossain & Sarwar Hossain both are same and one identical person.

Name Change
I, Sreedam Durlav (Old Name) S/O–Makhan Durlav resident of Vill- Gazana , Po-Gazna , Ps- Hanskhali, Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741507 do hereby declared that I have changed my name from Sreedam Durlav to Shridam Durlav and henceforth I shall be known as Shridam Durlav (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/09/2025. My Shridam Durlav & Sreedam Durlav both are same and one identical person.

Name Change
I, Meenu (Old Name) W/O– Islam Sheikh resident of Vill-Manaskamana Road , Po- Banshbari , Ps- Englishbazar , Dist-Malda , West Bengal, Pin-732101 do hereby declared that I have changed my name from Meenu to Meenu Begam and henceforth I shall be known as Meenu Begam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/09/2025. My name Islam Meenu Begam & Meenu both are same and one identical person.

Name Change
I, Khodabaks Sk (Old Name) S/O–Easin Sk resident of Udaychandpur , Jibanti , Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742136 do hereby declared that I have changed my name from Khodabaks Sk to Khodabox Sk and henceforth I shall be known as Khodabox Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 22/08/2025. My name Khodabox Sk & Khodabaks Sk both are same and one identical person.

Name Change
I, Md Abdul Majed (Old Name) resident of Vill-Gangulipara , Po-Kolan Radhakantapur , Ps-Ranital , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742123 do hereby declared that I have changed my name from Md Abdul Majed to Majed Sk and henceforth I shall be known as Majed Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/09/2025. My name Majed Sk & Md Abdul Majed both are same and one identical person.

Name Change
I, Sahanaj Sekh (Old Name) W/O–Isahak Sekh resident of Vill- Lakshmi Narayanpur , Po-Jibanti , Ps-Kandi , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742136 do hereby declared that I have changed my name from Sahanaj Sekh to Sahanaj Bibi and henceforth I shall be known as Sahanaj Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/09/2025. My name Sahanaj Bibi & Sahanaj Sekh both are same and one identical person.

Name Change
I, Md Mahiruddin Seikh (Old Name) S/O–Nakir Seikh resident of Vill- Saktipur Derpara Po & Ps- Saktipur , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742163 do hereby declared that I have changed my name from Md Mahiruddin Seikh to Mohiruddin Sk and henceforth I shall be known as Mohiruddin Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/09/2025. My name Mohiruddin Sk & Md Mahiruddin Seikh both are same and one identical person.

Name Change
I, Kasmira Bibi (Old Name) W/O–Raton Sk resident of Sijgram, Bharatpur, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742301 do hereby declared that I have changed my name from Kasmira Bibi to Kasmira Khatun and henceforth I shall be known as Kasmira Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/09/2025. My name Kasmira Khatun & Kasmira Bibi both are same and one identical person.

Name Change
I, Jahangir Sk (Old Name) S/O–Burhan Sk resident of Baugram Ps-Burwan , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742168 do hereby declared that I have changed my name from Jahangir Sk to Jahangir Seikh and henceforth I shall be known as Jahangir Seikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/09/2025. My name Jahangir Seikh & Jahangir Sk both are same and one identical person.

Name Change
I, Md Sofikul Islam (Old Name) S/O–Md Esahque resident of Vill- Kohetpur , Po-Joykrishnapur , Ps-Samserganj , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742224 do hereby declared that I have changed my name from Md Sofikul Islam to Safikul Islam and henceforth I shall be known as Safikul Islam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/09/2025. My name Safikul Islam & Md Sofikul Islam both are same and one identical person.

Name Change
I , Lailan Khatun (Old Name) W/O–Rahim Baksh Seikh resident of Vill & Po- Khosbashpur , Ps-Kandi , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742136 do hereby declared that I have changed my name from Lailan Khatun to Nailan Bibi and henceforth I shall be known as Nailan Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/09/2025. My name Nailan Bibi & Lailan Khatun both are same and one identical person.

Name Change
I, Md Islam Sheikh & Mohd Islam Sheikh (Old Name) S/O– Mutahar Saikh resident of Vill-Manaskamana Road , Po- Banshbari , Ps- Englishbazar , Dist-Malda , West Bengal, Pin-732101 do hereby declared that I have changed my name from Md Islam Sheikh & Mohd Islam Sheikh to Islam Saikh and henceforth I shall be known as Islam Saikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/09/2025. My name Islam Saikh (new name) & (old name) Md Islam Sheikh & Mohd Islam Sheikh both are same and one identical person.

Name Change
I, Anchar Sekh (Old Name) S/O–Iman Ali Sk resident of Vill- Gobipur , Po-Malumgachha , Ps- Nakashipara, Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741126 do hereby declared that I have changed my name from Anchar Sekh to Anchhar Ali Sk and henceforth I shall be known as Anchhar Ali Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/09/2025. My name Anchhar Ali Sk & Anchar Sekh both are same and one identical person.

Name Change
I , Rahim Baksh (Old Name) S/O–Hakim Boksh resident of Vill & Po-Khosbashpur , Ps-Kandi , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742136 do hereby declared that I have changed my name from Rahim Baksh to Rahim Baksh Seikh and henceforth I shall be known as Rahim Baksh Seikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/09/2025. My name Rahim Baksh Seikh & Rahim Baksh both are same and one identical person.

Name Change
I, Lakir Sk & Nakir Sk (Old Name) S/O–Moulad Sk resident of Vill- Saktipur Derpara Po & Ps- Saktipur , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742163 do hereby declared that I have changed my name from Lakir Sk & Nakir Sk to Nakir Seikh and henceforth I shall be known as Nakir Seikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/09/2025. My name Nakir Seikh (new name) & (old name) Lakir Sk & Nakir Sk both are same and one identical person.

Name Change
I, Francies Gomes (Old Name) S/O–Benedict Gomes resident of Vill- Begopara , Po-Dayabari , Ps-Ranaghat , Dist-Ranaghat , West Bengal, Pin- 741256 do hereby declared that I have changed my name from Francies Gomes to Francis Mintu Gomes and henceforth I shall be known as Francis Mintu Gomes (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/09/2025. My name Francis Mintu Gomes & Francies Gomes both are same and one identical person.

Name Change
I, Mohar Sk , my father's Chhuadi Seikh (Old Name) resident of Vill- Chandra Singha Bati , Po-Kandi Bali , PsKhargram- , Dist-Murshidabad , West Bengal, do hereby declared that I have changed my father's name from Chhuadi Seikh to Soyadi Sk and henceforth my father's name shall be known as Soyadi Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Magistrate affidavit Berhampore court on 22/08/2025. My father's name Soyadi Sk & Chhuadi Seikh both are same and one identical person.

Name Change
I, Mohar Sk , my brother's Basilup Sk (Old Name) S/O–Late Soyadi Sk resident of Vill- Chandra Singha Bati , Po-Kandi Bali , PsKhargram- , Dist-Murshidabad , West Bengal, do hereby declared that I have changed my brother's name from Basilup Sk to Basirul Seikh and henceforth my brother's name shall be known as Basirul Seikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Magistrate affidavit Berhampore court on 22/08/2025. My brother's name Basirul Seikh & Basilup Sk both are same and one identical person.

Name Change
I, Alike Kumar Ghosh (Old Name) S/O–Gonesh Chandra Ghosh resident of Vill- Bhatupara , Po-Polalbazar , Ps-Tehatta, Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741163 do hereby declared that I have changed my name from Alike Kumar Ghosh to Alok Kumar Ghosh and henceforth I shall be known as Alok Kumar Ghosh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/09/2025. My name Alok Kumar Ghosh & Alike Kumar Ghosh both are same and one identical person.

Name Change
I, Palash Sk my son's (Old Name) Tanvir Sekh resident of Vill- Ailerupar , Po & Ps- Raghunathganj, Dist-Jangipur , West Bengal, Pin-742225 do hereby declared that I have changed my son's name from Tanvir Sekh to Tanvir Sk and henceforth my son's name shall be known as Tanvir Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/09/2025. My son's name Tanvir Sk & Tanvir Sekh both are same and one identical person.

Name Change
I, Mst Nigar Sultana (Old Name) W/O - Ismail Sheikh resident of Vill-Manaskamana Road , Po- Banshbari , Ps-Englishbazar , Dist-Malda , West Bengal, Pin-732101 do hereby declared that I have changed my name from Mst Nigar Sultana to Nigar Sultana and henceforth I shall be known as Nigar Sultana (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/09/2025. My name Nigar Sultana & Mst Nigar Sultana both are same and one identical person.

Name Change
I, Ajija Sultana Bibi (Old Name) W/O–Mahibul Mirza resident of Vill- Mudda , Po-Kuli Kandi , Ps-Burwan , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742168 do hereby declared that I have changed my name from Ajija Sultana Bibi to Aziza Sultana and henceforth I shall be known as Aziza Sultana (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/09/2025. My name Aziza Sultana & Ajija Sultana Bibi both are same and one identical person.

চাঁপ দানী পৌরসভার পলতা ঘাটে জগদ্ধাত্রীর কাঠামো পুজো অনুষ্ঠিত হলো

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, চাঁপদানী, ৫ অক্টোবর ঃ ধর্ম যে যার উৎসব সবার এই শ্লোগানকে সামনে রেখে মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় বিভিন্ন ধর্মের মানুষজন চাঁপ দানী পৌরসভার পলতা ঘাটে জগদ্ধাত্রী পুজোর কাঠামো পুজোয় সামিল হলো। হিন্দি ভাষাভাষীদের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব সূর্য দেবতার ছট পুজো হলেও এই জগদ্ধাত্রী পুজোর উৎসবে ধনী-দরিদ্র সকলেই সমবেত হন। কালী পুজো মিটলেই জগদ্ধাত্রী পুজোয় মাতবে গোটা চাঁপ দানী পৌরসভার মানুষ। ঠাকুর দেখার আনন্দে শামিল হবে আট থেকে আশি বছরের মানুষজন। পুরোহিতের মন্ত্রো চারণের সঙ্গে হয় অঞ্জলি দেওয়া। কাঠামো পুজোর পর থেকেই জগদ্ধাত্রী প্রতিমা গড়ার কাজ শুরু হয়। চাঁপদানী পৌরসভার পৌর প্রধান সুরেশ মিশ্রার উদ্যোগে পৌরসভার পাশে পলতা ঘাট এলাকায় এই পুজো হয়। প্রত্যেকের হাতে তুলে দেওয়া হলো পূজোর প্রসাদ এবং মিষ্টির প্যাকেট। এই কাঠামো পুজোয় ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শ্রীমতি শর্মিষ্ঠা মিশ্রা উপস্থিত ছিলেন। এই পুজোর সাথে যুক্ত আছেন স্থানীয় সংসদ কল্যাণ ব্যানার্জি, স্থানীয় বিধায়ক অরিন্দম গুইন, ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুরোজ কুমার গুপ্তা, কাউন্সিলর জিতেন্দ্রর সিং, বিশিষ্ট সমাজসেবক রাজু জয়সওয়াল, বিশাল জয়সওয়াল, রাজেশ যাদব, সন্তোষ সিং, রাহুল রায়, প্রমূখ। পৌর প্রধান সুরেশ মিশ্রা বলেন এই জগদ্ধাত্রী পুজোয় বিল কেঁটে কারো কাছ থেকে চাঁদা নেওয়া হয় না। স্বেচ্ছায় সবাই দান করে যান এই পুজোয় মায়ের কাছে। এখন থেকেই এই পুজোকে ঘিরে উন্মাদনা চোখে পড়ার মতো।

পুজোর বিসর্জনের বিশেষ শোভাযাত্রা দুর্গাপুজো কার্নিভাল হাওড়ায়

নিজস্ব সংবাদাতা, হাওড়া, ৫ অক্টোবর ঃ পুজোর বিসর্জনের বিশেষ শোভাযাত্রা দুর্গাপুজো কার্নিভাল অনুষ্ঠিত হলো হাওড়ায়। ৫টা থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও হাওড়া জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে গ্র্যান্ড ফরশোর রোডে এই কার্নিভাল শুরু হয়। হাওড়ার এই পুজো কার্নিভালে এবার অংশ নেয় মোট ১০টি পুজো কমিটি। এগুলি হলো সালকিয়া সাধারণ দুর্গাপূজা (জটাধারী পার্ক), ব্যাতাইতলা নতুন পল্লী সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি, রামকৃষ্ণ স্বামীজি স্মৃতি সংঘ, বালিটিকুরি নেতাজি সংঘ, অরবিন্দ রোড পল্লীবাসীবৃন্দ, আড়ুপাড়া সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি (মিলন সংঘ), মধ্য মহিয়ারী সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি, পশ্চিম জগাছা সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি, জনতা কল্যাণ সংঘ এবং বাণীপুর নাগরিক সমিতি। এদিন কার্নিভাল উপলক্ষে অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ রায়, রাজ্যের ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি, হাওড়ার জেলাশাসক ডঃ পি. দীপাপ্রিয়া, হাওড়া সিটি পুলিশের কমিশনার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী, পুর প্রশাসকমন্ডলীর মুখ্য প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী, বিধায়ক প্রিয়া পাল, গৌতম চৌধুরী, হাওড়া জেলা পরিষদের মেন্টর রাজীব ব্যানার্জি সহ অন্যান্যরা। উল্লেখ্য, এদিন হাওড়ার গ্র্যান্ড ফোরশোর রোডের শোভাযাত্রা আসে হাওড়ার রামকৃষ্ণপুর ঘাট পর্যন্ত। দর্শকদের উপস্থিতিও ছিল নজরে পড়ার মতো। এদিকে, ২০২৫-শারদোৎসবে হাওড়া জেলা প্রশাসনের বিচারে এবার সেরা প্রতিমার পুরস্কার জিতে নিল হাওড়ার রামকৃষ্ণ স্বামীজি স্মৃতি সংঘ দুর্গাপূজা কমিটি। শনিবার বিকেলে গ্র্যান্ড ফোরশোর রোডে দুর্গাপূজার কার্নিভালের মঞ্চে পূজা কমিটির হাতে এই ট্রফি তুলে দেন রাজ্যের ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি। প্রসঙ্গত, রামকৃষ্ণ স্বামীজি স্মৃতি সংঘের মুখ্য উপদেষ্টা রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ রায়, চেয়ারম্যান সত্যব্রত সামন্ত, সভাপতি রাম রতন চৌধুরী, সেক্রেটারি শৈলেশ রাই এবং কোষাধ্যক্ষ প্রেম প্রকাশ সিং। শৈলেশ বাবু বলেন, 'আমরা এই পুরস্কার পেয়ে আপ্লুত। আমরা গর্বিত। এভাবেই আগামী দিনেও আমরা আমাদের সুনাম বজায় রাখতে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব।'

টানা বৃষ্টিতে উত্তরবঙ্গে বন্যা পরিস্থিতি, লোকালয়ে ঢুকছে বন্যপ্রানীরা

দার্জিলিং, ৫ অক্টোবর (হি.স.)ঃ রাতভর টানা বৃষ্টিতে উত্তরবঙ্গে বন্যা পরিস্থিতি । মহানন্দা, জলঢাকা, তিস্তা-সহ একাধিক নদী বিপদ সীমার উপর দিয়ে বইছে। বন্যপ্রানীরা প্রাণ বাঁচাতে ঢুকে পড়েছে লোকালয়ে।তিস্তাবাজার এলাকা-সহ তিস্তার পারে থাকা প্রায় দে।শো পরিবারকে নিরাপদে সরানোর কাজ শুরু করেছে প্রশাসন। প্রতিটি এলাকায় প্রশাসনিক আধিকারিকদের নজরদারি চালানোর নির্দেশ দিয়েছে নবান্ন। দার্জিলিঙের বিভিন্ন হোটেলে থাকা পর্যটকদের বাইরে বেরতে বারণ করা হয়েছে । প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, পাহাড়ে একটানা ভারী বৃষ্টির জেরে জলঢাকা নদীর জলস্তর বেড়ে গিয়েছে। কামারঘাট এলাকায় জলের মধ্যে আটকে পড়েছে একপাল হাতি। পাশাপাশি স্থানীয় কালীবাড়ি এলাকাতেও একটি গন্ডার লোকালয়ে চলে আসে। তবে শুধু হাতি-গন্ডার নয়, কাশিয়ার বাড়ি এলাকায় একটি বাইসনের শাবক উদ্ধার করেছেন স্থানীয়রা। কার্শিয়াংয়ে গ্রামে ঢুকে পড়ে একাধিক হরিণ। বহু বন্যপ্রাণী জঙ্গল থেকে নদীতে ভেসে গিয়েছে বলেও দাবি তাঁদের। ঘটনাস্থলে উপস্থিত রয়েছেন বনকর্মীরা।

শব্দ দূষণ রুখতে আগরতলায় প্রশাসনের বাজি বিরোধী অভিযান

আগরতলা, ৫ অক্টোবর (হি.স.)ঃ কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোয় শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণে শব্দবাজির বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছে সদর মহকুমা প্রশাসন। রবিবার মহকুমা শাসকের নির্দেশে মহকুমা প্রশাসনের একটি দল রাজধানীর লেক চৌমুহনী বাজার, দুর্গা চৌমুহনী বাজার সহ অন্যান্য বাজারে শব্দবাজির বিরুদ্ধে অভিযান চালায়। অভিযানে বেশ কিছু শব্দবাজি বাজেয়াপ্ত করা হয়। রাজ্যে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো মানেই শব্দবাজির দাপট। এতে শব্দ দূষণের পাশাপাশি পরিবেশও দূষিত হয়। পরিবেশ এবং শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণে প্রতিবছরই লক্ষ্মীপুজোর আগে রাজধানী সহ রাজ্যের বিভিন্ন বাজারগুলিতে প্রশাসনের বাজি বিরোধী অভিযান চলে। এ বছরও লক্ষ্মীপুজোর আগের দিন রবিবার রাজধানীর বিভিন্ন বাজারে শব্দবাজির বিরুদ্ধে অভিযানে নামে সদর মহকুমা প্রশাসনের একটি দল।এই দলে মহকুমা প্রশাসনের আধিকারিকরা ছাড়াও পুলিশ, টিএসআর এবং অন্যান্য দফতরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। প্রথমেই রাজধানীর লেক চৌমুহনী বাজারে শব্দবাজির বিরুদ্ধে প্রশাসনিক দলটি অভিযান চালায়। অভিযানে প্রচুর শব্দবাজি উদ্ধার করা হয়। এই অভিযান প্রসঙ্গে সদর মহকুমা প্রশাসনের এক আধিকারিক জানান, পরিবেশ দূষণ এবং শব্দ দূষণ রুখতেই এই অভিযান। এই ধরনের শব্দবাজি বিরোধী অভিযান নিয়মিত চলবে।এদিন প্রশাসনের এই দলটি দুর্গা চৌমুহনী বাজারসহ রাজধানীর অন্যান্য বাজারগুলিতেও শব্দবাজি বিরোধী অভিযান চালায়।

দল বিরোধী কার্যকলাপে সাসপেন্ড বর্ধমানের পঞ্চায়েত উপপ্রধানসহ ৬ তৃণমূল নেতা!

নিজস্ব সংবাদাতা, পূর্ব বর্ধমান, ৫ অক্টোবর ঃ দল বিরোধী কার্যকলাপে অভিযুক্ত হয়ে পূর্ব বর্ধমানের বৈকুন্ঠ পুর-১ পঞ্চায়েতের উপপ্রধানসহ ছয়জনকে তিন বছরের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে। উপপ্রধান জয়দেব বন্দ্যোপাধ্যায়, লবকুমার দাস, সব্যসাচী চৌধুরী, তুষার সামন্ত, অম্বিকা দাস এবং জরু আলমকে এ শাস্তি দেওয়া হয়েছে। আজ শনিবার বর্ধমান-২ ব্লক তৃণমূল সভাপতি পরমেশ্বর কোঙার জানান, জয়দেব বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্যরা তৃণমূলে শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেছে এবং সামাজিক মাধ্যমে দল ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার চালিয়েছে। এছাড়াও, ব্লক সভাপতি দুর্নীতির অভিযোগও করেছেন।পরমেশ্বর কোঙার কথায়, একাধিক অভিযোগ সামনে আসার পরেই ব্লক কমিটির সিদ্ধান্তে উপপ্রধান-সহ ছয় জনকে তিন বছরের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে। ইতিমধ্যে বিষয়টি দলের জেলা সভাপতি রবীঃদ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে জানানো হয়েছে বলেও জানিয়েছেন বর্ধমান-২ ব্লক তৃণমূল সভাপতি। যদিও দুর্নীতি ইস্যুতে পালটা শীর্ষ নেতৃত্বকে কার্যত চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন জয়দেব। তাঁর দাবি, দুর্নীতির প্রমাণ দিন ব্লক সভাপতি, শুধু মুখে অভিযোগ করলে হবে না। একই সঙ্গে সাসপেন্ডেড তৃণমূল নেতার আরও দাবি, তিনি জেলা কমিটির সদস্য। ফলে ব্লক সভাপতি জেলা কমিটির সদস্যকে কীভাবে সাসপেন্ড করতে পারে কি না তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন জয়দেব বন্দ্যোপাধ্যায়। এমনকী পদ্ধতি নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর দাবি, দলবিরোধী কাজ করে থাকলে দল তো প্রথমে শোকজ করে। এটাই নিয়ম।আসছে বছর রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগেই বর্ধমান-২ ব্লকে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে এই ঘটনার মাধ্যমে। জেলায় চলছে গুঞ্জন, বেশ কিছুদিন ধরে ব্লক সভাপতি ও পঞ্চায়েতের উপপ্রধানের মধ্যে মনোমালিন্য ছিল। সামাজিক মাধ্যমে ব্লক সভাপতির বিরুদ্ধে জয়দেব ও তাঁর সমর্থকরা বিভিন্ন অভিযোগ এনে বিতর্ক সৃষ্টি করেছিলেন। এর পরই তাদের সাসপেন্ড করা হয়েছে, যা নিয়ে জেলাজুড়ে শুরু হয়েছে তীব্র রাজনৈতিক বিতর্ক।

বিজয়ার অনুষ্ঠান দেখার নাম করে বের হন দেওর-বৌদি, গ্রামবাসীরা সকালে তাঁদের দেখে শিউরে উঠলেন

নিজস্ব সংবাদাতা, বাঁকুড়া, ৫ অক্টোবর ঃ যুগলের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল বাঁকুড়ার রাইপুর থানা এলাকায়। রবিবার দুপুরে গ্রাম লাগোয়া মাঠে গোরু চরাতে গিয়ে মৃতদেহগুলি দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পরে পুলিশ দেহ দুটি উদ্ধার করে। পুলিশ জানিয়েছে মৃতদের নাম সত্য মাঝি ও রেবতী মাঝি। দুজনে সম্পর্কে দেওর ও বৌদি। প্রাথমিক অনুমান, বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জেরেই ওই যুগল আত্মহত্যা করেছেন।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রাইপুর থানার একেবারে লালগ। সীমানার গ্রাম পেছেলা। এই গ্রামে সত্য মাঝি পেশায় রাজমিস্ত্রি। শনিবার সন্ধ্যায় অনুষ্ঠান দেখার নাম করে বাড়ি থেকে বের হয় সত্য। পরে আর তিনি বাড়িতে ফিরে আসেননি। রবিবার ভোর থেকে নিখোঁজ হয়ে যান সত্যর বৌদি রেবতী মাঝি। সকাল থেকে পরিবারের লোকজন দু'জনের খোঁজ শুরু করেন । বেলা বাড়তেই খবর আসে গ্রামের অদূরে একটি বটগাছের ডালে গলায় নাইলনের ফাঁস লাগানো অবস্থায় দুজনের দেহ ঝুলছে। তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় রাইপুর থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে পাঠায়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন সত্য ও রেবতী। সামাজিকভাবে এই সম্পর্ক কেউ মেনে নেবে না এই আশঙ্কাতেই মানসিক অবসাদে ওই যুগল আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন। এলাকার এক বাসিন্দা বলেন, ওদের চিনতাম। দেখে তো ভালই মনে হত। একসঙ্গেও দেখেছি অনেকবার। তবে ঘরের ভিতরের ব্যাপার তো আমরা আর সেভাবে খোঁজ খবর করিনি। আজ সকালে তো শুনি একসঙ্গে ঝুলছে। প্রেম থাকলেও থাকতে পারে, নাহলে আর কী কারণ থাকতে পারে! এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, গাছের আড়ালে কিছু একটা ঝুলতে দেখছিলাম। বুঝতে পারিনি প্রথমে। কাছে গিয়ে দেখে শিউরে উঠি। একটা দড়িতেই দুদিকে ঝুলছিল ওরা। মনে তো হচ্ছে প্রেম ছিল, তা নিয়ে ঝামেলা। পুলিশ বডি নিয়ে গেছে।

কেলেঘাই কপালেশ্বরী নদীর পাড়ে ভাঙন, বিপদসীমার ওপর বইছে জলস্তর

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্ব মেদিনীপুর,৫ অক্টোবর ঃ অবিরাম বর্ষণের জের কেলেঘাই কপালেশ্বরী নদীর পাড়ে ভাঙন। প্রাথমিক বিপদসীমা অতিক্রম করল জলস্তর। সতর্ক প্রশাসন। রাজ্যের পাশাপাশি উপকূলের জেলা পূর্ব মেদিনীপুরেও চলছে প্রবল বৃষ্টি। আর এর জেরে ফের উত্তাল কেলেঘাই নদী। টানা কয়েকদিনের বৃষ্টিতে নদীর জলস্তর প্রাথমিক বিপদসীমা ওপর বইতে শুরু করেছে। শুক্রবার রাত থেকেই জল এক ধাক্কায় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫.১৮ মিটারে। তা আরও বেড়ে পৌঁছায় ৫.৪০ মিটারে। অথচ চরম বিপদসীমা মাত্র ৫.৭৯ মিটার। হাতে সামান্য ব্যবধান থাকলেও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে কেলেঘাই নদীর দুই তীরবর্তী গ্রামে। পূর্বের তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে.পুজোর মরশুমে ফের জলমগ্নতার শঙ্কায় ভুগছেন এলাকাবাসী। যদিও এই পরিস্থিতিতে আতঙ্কিত না হওয়ার বার্তা দিয়েছেন ভগবান পুর ১ পঞ্চাযেত্ সমিতির সভাপতি অরূপ সুন্দর পণ্ডা ও পটাসপুরের বিডিও শান্ত চক্রবর্তী।নদীর জলস্তর বাড়তেই বাঁধে দেখা দিয়েছে ভয়াবহ ভাঙন। সেচ দপ্তরের রিপোর্ট অনুযায়ী, অন্তত পাঁচটি জায়গায় প্রায় ১৫০ মিটার বাঁধ ভেঙে পা।ছে। এর মধ্যে সবচেয়ে আশঙ্কাজনক পরিস্থিতি পটাশপুর ১ ব্লকের গোপালপুরের মাধবচকে। সেখানে দুটি আলাদা স্থানে প্রায় ৫৫ মিটার বাঁধ ও তার পাশের পাকা রাস্তার অংশ ভেঙে নদীতে নেমে গিয়েছে। হঠ্যা এই ধস যাতায়াত ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়েছে। অপরদিকে চিন্তিপুর ভেড়ির পুরনো বাঁধেও ভয়াবহ ধস। প্রায় ৬০ মিটার দীর্ঘ বাঁধ ভেঙে গেছে সেখানে। ধসের ফলে নদীর ধারে থাকা একটি বাড়ির অংশ ভেঙে পড়ে যায়। আতঙ্কে পরিবারটিকে দ্রুত নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। বাঁধে ধস নামতেই প্রশাসন তৎপর হয়েছে। জেলা প্রশাসনের কাছে রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে। রাতে বাঁধে নজরদারির জন্য সেচ দফতরের তরফে বিশেষ টিম গঠন করা হয়েছে। রবিবার সকাল থেকে গোপালপুর, মাধবচক ও চিন্তিপুরের ভাঙন এলাকাগুলোতে অস্থায়ীভাবে মেরামতির কাজ চলছে।বিডিও শান্ত চক্রবর্তী জানান, গোপালপুর এলাকায় বাঁধের ধস সবচেয়ে আশঙ্কাজনক হলেও রবিবার সকাল থেকে মেরামতির কাজ শুরু হয়েছে। এখনই আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই।

মুর্শিদাবাদে হাড়হিম করা কাণ্ড-পুজোর জামার জন্য টোটোচালক খুন!

নিজস্ব সংবাদাতা, বহরমপুর, ৫ অক্টোবর ঃ পুজোর জন্য নতুন পোশাক কেনার টাকা না পেয়ে টোটোচালককে খুনের অভিযোগে যুবক গ্রেফতার। খবর অনুযায়ী, খুনের পরে টোটোর ব্যাটারি বিক্রি করে জামার টাকা জোগাড় করেছিল অভিযুক্ত। তবে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছেন সুজল হাজরা। হাড় হিম করা এই ঘটনা ঘটেছে বহরমপুর থানার কুদবাপুকুর এলাকায়। জানা গিয়েছে, মৃতের নাম আলাইহিম শেখ। গত ২৭ শে সেপ্টেম্বর অর্থাৎ পঞ্চমীর দিন দৌলতাবাদের বাসিন্দা ওই টোটোচালক নিজের টোটো নিযে. বহরমপুর গিয়েছিল। এদিকে টাকা জোগাড়ের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল ধৃত সুজল। পঞ্চমীর রাতেই চুয়াপুরের বাসিঃদা সুজল হাজরা বহরমপুরে গিয়ে আলাইহিমের টোটো ভাড়া করেছিল। তারপরই আচমকা খুনের ফন্দি করে সে। পুলিশ সূত্রে খবর, মাঝরাস্তায় বাথরুমে যাওয়ার নাম করে টোটো দাঁড় করায়। সেখানেই টোটোচালককে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। এরপর জলে ডুবিযে. সুজল হাজরা আলাইহিমকে খুন করে বলে দাবি পুলিশের। এরপর ওই টোটোর ব্যাটারি চুরি করে এক ভ্যানচালককে ডেকে অন্য একজনের কাছে ১০ হাজার টাকায় তা বিক্রি করে।ঘটনার দুই দিন পর টোটোচালকের মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ময়নাতদন্তের পর জানা যায়, টোটোচালককে খুন করা হয়েছে। তদন্তে সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে পুলিশ অভিযুক্ত সুজল হাজরা, একজন ভ্যানচালক ও চুরি করা ব্যাটারি কেনার সঙ্গে জড়িত আরও দুই জনকে গ্রেপ্তার করে। তদন্তকারীদের দাবি, জেরায় ধৃত সুজল খুনের বিষয়টি স্বীকার করেছে।

মুঙ্গের থেকে অস্ত্রপাচার, বহরমপুরে প্রচুর বন্দুক-কার্তুজ সহ ধৃত তিন দুষ্কৃতী!

নিজস্ব সংবাদাতা, বহরমপুর, ৫ অক্টোবর ঃ বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও জালনোটসহ তিন দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল বহরমপুর থানার পুলিশ। দুর্গাপুজো শেষ হতেই অভিযান চালিয়ে বড় সাফল্য পেল বহরমপুর থানার পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ধৃতরা বিহারের মুঙ্গের থেকে এইসব অস্ত্র এনে ছিল। রবিবার সকালে দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, হেফাজতে নিয়ে তাদের আরও জেরা করা হবে।

জানা গিয়েছে, ওই তিন দুষ্কৃতীর নাম যাহাবুল মণ্ডল, মুকুল মণ্ডল এবং হকদার শেখ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশের কাছে খবর আসার পরেই অভিযান চালানো হয়। বহরমপুর বাসস্ট্যান্ডের কাছে ওই তিনজন দাঁ।য়েছিল। পুলিশ তাদের গিয়ে পাকড়াও করে। তল্লাশি চালাতেই তাদের থেকে ওই অস্ত্র, গুলি ও টাকা বেরিয়ে পড়ে। এরপরেই ওই তিনজনকে গ্রেপ্তার করে বহরমপুর থানায় নিয়ে যাওয়া

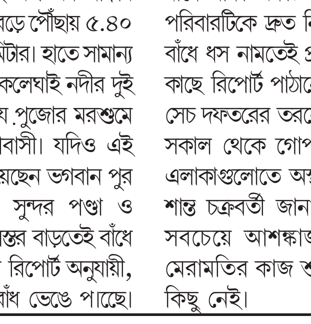

হয়। উদ্ধার হয়েছে আটটি আগ্নেয়াস্ত্র, ১৬টি ম্যাগাজিন, ৮ রাউন্ড গুলি। এছাড়াও তাদের থেকে মিলেছে ৬ হাজার টাকার জালনোট। ধৃত তিনজনের বাড়িই মুর্শিদাবাদে। হকদার শেখ আগে জেলবন্দি ছিল। ছাড়া পাওয়ার পরেই ফের অসামাজিক কাজকর্মে জড়িয়ে পড়েছে। প্রাথমিকভাবে জেরায় জানা গিয়েছে, ওই বন্দুক, গুলি, ম্যাগাজিন মুঙ্গের থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল। মুর্শিদাবাদ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মজিদ খান জানিয়েছেন, আজ সকালে বহরমপুর বাসস্ট্যান্ডে আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে জড়া হয়েছিল ওই তিন দুষ্কৃতী। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে দ্রুত অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করে বহরমপুর থানার পুলিশ। কাদের কাছে এই অস্ত্র পৌঁছানোর কথা ছিল এবং কে বা কারা এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত-তা জানার চেষ্টা চলছে। ধৃতদের এদিনই বহরমপুর আদালতে তোলা হয়েছে। পুলিশ হেফাজতে নিয়ে তাদের জেরা করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

অক্টোবরে ২২.১৫ লক্ষেরও বেশি যাত্রী মেট্রোতে ভ্রমণ করেছেন

নিজস্ব সংবাদাতা, কলকাতা, ৫ অক্টোবর ঃ অক্টোবরের প্রথম ৪ দিনে ২২.১৫ লক্ষেরও বেশি যাত্রী মেট্রোতে ভ্রমণ করেছেন। গতকাল (অর্থাৎ ০৪.১০.২০২৫ তারিখে) ৫.৫৬ লক্ষেরও বেশি যাত্রী মেট্রোতে ভ্রমণ করেছেন যার মধ্যে ব্লু লাইন প্রায় ৪ লক্ষ যাত্রী বহন করেছে। দেখা গেছে যে পূজার পরে ছুটির কারণে যাত্রী সংখ্যা কিছুটা কমেছে। তবে ছুটির পরে অফিস, স্কুল, কলেজ খোলার পরে যাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।পূজা কার্নিভালপ্রেমীদের রাতে নির্বিঘ্নে বাড়ি ফিরে যাওয়ার সুবিধার্থে আজ ব্লু এবং গ্রিন লাইনে বিশেষ মেট্রো পরিষেবা পরিচালিত হবে। আশা করা হচ্ছে যে আজ যাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে কারণ কার্নিভাল প্রেমীদের একটি বিশাল অংশ বাড়ি ফিরে যেতে মেট্রোকে পছন্দ করবে। ভিড় এড়াতে, যাত্রীদের AAMAR Kolkata METRO অ্যাপের মাধ্যমে টিকিট বুক করার এবং সময় এবং অর্থ সাশ্রয় করার জন্য স্মার্ট কার্ড ব্যবহার করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

কৃষকদের আর্থিক সহায়তার, দাবি পাওয়ারের

পুণে, ৫ অক্টোবর (হি.স.)ঃ ভারী বৃষ্টিতে বন্যা পরিস্থিতি মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন জেলায়। মাঠেই নষ্ট হয়েছে ফসল। দু ঃশ্চিন্তায় কৃষকরা। এমতাবস্থায় এনসিপি-এসসিপি প্রধান শরদ পাওয়ার বলেছেন, রাজ্য সরকারের উচিত ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সাহায্য করা, কিন্তু পরিবর্তে, মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলের জন্য আখ উৎপাদনকারীদের কাছ থেকে জোরপূর্বক তহবিল পুনরুদ্ধারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এটা সম্পূর্ণ ভুল। মুখ্যমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করা উচিত। শরদ পাওয়ার আরও বলেছেন, অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের কারণে কৃষক এবং ফসলের উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হয়েছে। বসন্তদাদা সুগার ইনস্টিটিউটের তথ্য অনুসারে, মারাঠওয়াড়া এবং পশ্চিম মহারাষ্ট্রের অনেক এলাকায় আখের ফসল মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই ক্ষতির বিশদ মূল্যায়ন করা প্রয়োজন।

গৌরাঙ্গ মহোৎসব ও লক্ষ্মীপূজো উপলক্ষে বইপ্রকাশ

নামখানা ঃ নামখানা ব্লকের শিবরামপুর নবদিগন্ত ক্লাব ও পুষ্প পাঠাগারের পরিচালনায় শুরু হল তিন দিনব্যাপী গৌরাঙ্গ মহোৎসব ও লক্ষ্মীপূজো উপলক্ষে অনুষ্ঠান। আজ উদ্বোধনী দিনে নেতাজি সেবা ফাউন্ডেশন উদ্যোগে দুইজন ছাত্রীকে মাসিক বৃত্তি প্রদান করা হয় এবং সমাজসেবী বিদ্যুৎ কুমার দিন্দা মহাশয়ের লেখা ২টি বই উন্মোচন হয়। সম্পদের দেবী লক্ষ্মী পূজা উপলক্ষে নেতাজি সেবা ফাউন্ডেশন মানুষের পাশে থাকার একটি বার্তা রাখতে চাইলো। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী বিদ্যুৎ কুমার দি ন্দা, পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তথা নেতাজি সেবা ফাউন্ডেশন এর সম্পাদক ড. শান্তনু বেরা, ফাউন্ডেশনের ট্রেজারার ও শিক্ষক বিদ্যুৎ তিয়ারি, জয়েন্ট ট্রেজারার অমিত মান্না, নামখানা ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত মেম্বার তাপস পাল ছিলেন সমাজসেবী বিমল বারুই, ছিলেন ক্লাবের সেক্রেটারি দেবব্রত জানা, ও প্রমুখ। আজকে গ্রামের প্রায় এক হাজার মানুষের জন্য গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রসাদের ব্যবস্থা করা হয়। মঞ্চে উপস্থিত সকলেই বর্তমান সময়ে সামাজিক পরিকাঠামো উন্নয়নের কথা বলেন। অধ্যাপক শান্তনু বেরা লক্ষ্মী পূজার ইতিহাস ও নেতাজি সেবা ফাউন্ডেশন এর মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়ন এবং ভবিষ্যতে নবাদিগন্ত ক্লাব ও পুষ্প পাঠাগারের সাথে গাটছড়া বেঁধে কিভাবে কাজ করা যাবে সেই নিয়ে বলেন।

উত্তরবঙ্গের বহু ট্রেনের সূচির বদল পথ পরিবর্তন এবং নিয়ন্ত্রণ করা হবে

আলিপুরদুয়ার, ৫ অক্টোবর (হি.স.) ঃ আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের সেবক-রংপো প্রকল্পের অধীনে আধুনিকী করণের জন্য সেবক স্টেশনে ৮ ও ৯ অক্টোবর এবং ১০ থেকে ১৫ অক্টোবর একাধিক ট্রেনের সময়সূচি পুনঃনির্ধারণ, পথ পরিবর্তন এবং নিয়ন্ত্রণ করা হবে। ট্রেনের সময়সূচি পুনঃ নির্ধারণঃ ট্রেন নং ৭৫৭১৪ (বামনহাট-শিলিগুড়ি জং.) ডেমু-এর সময়সূচি বদলে ৮ থেকে ১১ অক্টোবর, ০৫ঃ০০ ঘণ্টার পরিবর্তে ০৮ঃ০০ ঘণ্টায় পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। ট্রেন নং ৭৫৭২৫ (শিলিগুড়ি জং.-নিউ বঙাইগাঁও)-এর সময়সূচি ৮ থেকে ১১ অক্টোবর, ১০,৫০ ঘণ্টার পরিবর্তে ১৩,০০ ঘণ্টায় পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। ট্রেন নং ৭৫৭২৬ (নিউ বঙাইগাঁও-শিলিগুড়ি জং.)-এর সমযসূচি ১৫ অক্টোবর, ০৬,০০ ঘণ্টার পরিবর্তে ০৯,৩০ ঘণ্টায় পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। ট্রেন নং ৭৫৭১৩ (শিলিগুড়ি জং.-বামনহাট)-এর সময়সূচি ১৫ অক্টোবর, ১৬,০৫ ঘণ্টার পরিবর্তে ১৭,৩০ ঘণ্টায় পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। ট্রেন নং ১৫৬২১ (কামাখ্যা-আনন্দ বিহার টার্মিনাল) এক্সপ্রেসটির সময়সূচি ৯ অক্টোবর, ০৫,০০ ঘণ্টার পরিবর্তে ০৬,০০ ঘণ্টায় পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। ট্রেন নং ১৫৪৮৩ (আলিপুরদুয়ার জং.-দিল্লি সিকিম মহানন্দা) এক্সপ্রেসটির সময়সূচি ১০ ও ১৫ অক্টোবর, ১০,৩০ ঘণ্টার পরিবর্তে যথাক্রমে ১৩,০০ ঘণ্টা এবং ১৪,০০ ঘণ্টায় পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। ট্রেন নং ১৩২৪৭ (কামাখ্যা-রাজেন্দ্র নগর) ক্যাপিটেল এক্সপ্রেসটির সময়সূচি ১০ ও ১৫ অক্টোবর, ০৬,১৫ ঘণ্টার পরিবর্তে যথাক্রমে ০৮,০০ ঘণ্টা এবং ১০,০০ ঘণ্টায় পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। ট্রেনের পথ পরিবর্তনঃট্রেন নং ১৩২৪৮ (আরা-কামাখ্যা) ক্যাপিটেল এক্সপ্রেস ১৪ অক্টোবর, শিলিগুড়ি জং., নিউ জলপাইগুড়ি জং., নিউ কোচবিহার, নিউ আলিপুরদুয়ার, নিউ বঙাইগাঁও হয়ে চলবে এবং জলপাইগুড়ি রোড, ধূপগুড়ি, ফালাকাটা, নিউ কোচবিহার এবং নিউ আলিপুরদুয়ারে অস্থায়ী স্টপেজ দেওয়া হবে। ট্রেন নং ১৯৬১৫ (উদয়পুর চিটি-কামাখ্যা)কবিগুরু এক্সপ্রেস ১৩ অক্টোবর, নিউ জলপাইগুড়ি জং., রানিনগর জলপাইগুড়ি, ধূপগুড়ি, নিউ কোচবিহার, নিউ আলিপুরদুযার, শামুকতোলা রোড, নিউ বঙ্গাইগাঁও এবং ধুপগুড়ি, নিউ কোচবিহার, এবং নিউ আলিপুরদুয়ারে অস্থায়ী স্টপেজ দেওয়া হবে। ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ ্ট্রেন নং ১৫৪৮৪ (দিল্লি-আলিপুরদুয়ার জং.) সিকিম মহানন্দা এক্সপ্রেস ১৪ অক্টোবর, কাটিহার ডিভিশনে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করাহবে। ট্রেন নং ১৫৪৬৮ (বামনহাট-শিলিগুড়ি জং.) এক্সপ্রেস ১৫ অক্টোবর, যথাযথভাবে চলাচলের জন্য নিয়ন্ত্রণ করা হবে।

ভারী বৃষ্টিতে দুর্যোগ নেপালে, পাশে থাকার আশ্বাস প্রধানমন্ত্রী মোদীর

নয়াদিল্লি, ৫ অক্টোবর (হি.স.) ঃ ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত নেপাল। এই খারাপ সময়ে নেপালের পাশে থাকার আশ্বাস দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানিয়েছেন, নেপালে ভারী বর্ষণে প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতি দু ঃখজনক। এই কঠিন সময়ে আমরা নেপালের জনগণ ও সরকারের পাশে আছি। একটি বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী হিসাবে ভারত প্রয়োজনীয় যে কোনও সহায়তা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। উল্লেখ্য, ভারী বৃষ্টিতে নেপালে মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ২২ জনের। এছাড়াও ভূমিধস ও বর্ষণে অনেক রাস্তা বন্ধ রয়েছে। কোথাও কোথাও সেতু তলিয়ে গেছে। শুধুমাত্র ইলাম জেলায় ভূমিধসে ১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে।

২ নভেম্বরের আগেই ভোট হবে বিহারে, বললেন জ্ঞানেশ কুমার

পাটনা, ৫ অক্টোবর (হি.স.)ঃ আগামী ২২ নভেম্বরের আগেই ভোট হবে বিহারে। রবিবার এক সাংবাদিক বৈঠকে এমনটাই জানালেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। এদিন পাটনায় জ্ঞানেশ কুমার বলেন, সম্প্রতি বিহারে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ হয়েছিল, বুথ-লেভেল অফিসাররা শুধুমাত্র বুথে ভোটার তালিকা স্বচ্ছ করার কাজটিই করেননি, কিন্তু বিহারের ৯০,২১৭ বুথ-লেভেল অফিসার এমন একটি কাজ করেছেন যা সারা দেশে অনুকরণীয়। ঠিক যেমন বিহারের বৈশালী বিশ্বকে গণতন্ত্রের পথ দেখিয়েছিল। আপনারা সবাই মিলে ভোটার তালিকা স্বচ্ছতার কাজে দেশের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে উঠবেন। জ্ঞানেশ কুমার বলেন, আমরা ভারতের ভোটারদের অভিনন্দন জানাই। সফল এসআইআর প্রক্রিয়ার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। আমি বিহারের সকল ভোটারদের কাছে আবেদন জানাই, আপনারা যেভাবে ছট উদযাপন করেন, সেই একই উৎসাহে গণতন্ত্রের এই উৎসবটি উদযাপন করুন। সবাইকে ভোট দিতে হবে এবং নিজেদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

তেলিয়ামুড়ায় মহিলার বস্তাবন্দি মৃতদেহ উদ্ধারে রহস্য ঘনীভূত

তেলিয়ামু।। (ত্রিপুরা), ৫ অক্টোবর (হি.স.)ঃ খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া থানার অধীন মেলাপাথর এলাকায় এক মহিলার বস্তাবন্দি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মৃতার নাম শর্মিষ্ঠা মোদক। বয়স আনুমানিক ৩৬ বছর। নিজ বাড়িতেই মহিলার মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় সংশ্লিষ্ট এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ প্রাথমিকভাবে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। রবিবার তেলিয়ামুড়া থানার এক আধিকারিক জানিয়েছেন, শনিবার মধ্যরাতে থানায় খবর আসে যে মেলাপাথর এলাকায় একটি বা।রি ভেতর থেকে দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে। সেই মোতাবেক পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে। গিয়ে দেখা যায় একটি বস্তার ভেতর থেকে দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে। সাথে সাথেই ফরেন্সিক টিমকে ঘটনাস্থলে আনা হয়। পুলিশ এবং ফরেন্সিক টিম বস্তা খুলে দেখতে পায় একজন মহিলার মৃতদেহ। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই মহিলার বিবাহবিচ্ছেদ হয়েছিল। তারপর থেকে তিনি একাই ওই বাড়িতে থাকতেন। তবে একটি অসমর্থিত সূত্রের দাবি প্রায়ই ওই মহিলার বাড়িতে একজন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির যাওয়া আসা ছিল। আশঙ্কা করা হচ্ছে ওই ব্যক্তিই মহিলাকে খুন করে বস্তাবন্দি করে রেখে পালিয়েছে। পুলিশও এই বিষয়টিকেই সামনে রেখে তদন্তে এগুচ্ছে।

দুর্গতদের পুনর্বাসন নিয়ে অথৈ জলে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা

আলিপুরদুয়ার, ৫ অক্টোবর (হি.স.) ঃ প্রতিটি বাড়ির ভিতরে এক বুক সমান জল জমে রয়েছে। এই মানুষগুলো কোথায় যাবেন, বুঝে উঠতে পারছি না। বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে প্রধান হেমব্রম (পাতকাটা গ্রামপঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান) রবিবার ঘটনাস্থলে এই মন্তব্য করলেন। এদিকে, ভয়াবহ এই পরিস্থিতি সম্পর্কে আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল বলেন, উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির সঙ্গে, ভুটান ও পাহাড়ে প্রবল বৃষ্টির ফলে নদীতে জল বেড়েছে। শিসামারা নদীর জল শালকুমার হাট এলাকায় ঢুকে পড়েছে। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন রিসর্ট এবং হোম-স্টে'তে আটকে পড়েছেন অনেক পর্যটক। তাঁদের উদ্ধার করা হচ্ছে । গোটা পরিস্থিতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানানো হয়েছে । বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে হেমব্রম বলেন, ডোডালিয়া পাড়া এলাকায় জলস্তর বৃদ্ধি পেয়ে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বিডিও এসেছিলেন পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে। একশো থেকে দেড়শো পরিবার বিপাকে পড়েছে।

২০২৭ বিশ্বকাপের আগে ক'টা ওয়ানডে খেলবে টিম ইন্ডিয়া?

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ রোহিত শর্মাকে সরিয়ে ভারতের নতুন ওয়ানডে অধিনায়ক হয়েছেন শুভমান গিল। ২০২৭-র বিশ্বকাপকে মাথায় রেখে যে এই বদল তা পরিষ্কার করে দিয়েছেন নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকর। গিলও অধিনায়ক হয়ে লক্ষ্য ঠিক করে ফেলেছেন। কিন্তু বিশ্বকাপের আগে যে কঠিন পরীক্ষা রয়েছে গিলের সামনে। অস্ট্রেলিয়া সিরিজের পর থাকবে দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়ানডে ম্যাচ। বিশ্বকাপের আগে কটা ওয়ানডে সিরিজ খেলবে টিম ইন্ডিয়া?গিলের নিজের মতে, বিশ্বকাপের আগে সম্ভবত ২০টা ওয়ানডে পাব। আর অবশ্যই সবচেয়ে বড় লক্ষ্য, দক্ষিণ আফ্রিকায় বিশ্বকাপ। এই দলের প্রত্যেকটা প্লেয়ার তার জন্য সেরাটা দেবে। আমরা বিশ্বকাপের আগে প্রতিটা ম্যাচে সেরাটা দেব এবং আশা করি বিশ্বকাপও জিতব। তবে তার আগেই বোঝা যাবে দল তৈরি কি না? কিংবা গিল প্রকৃত অর্থে নেতা হয়ে উঠতে পেরেছেন কি না? একনজরে দেখে নেওয়া যাক, ২০২৭-র ওয়ানডে বিশ্বকাপের আগে ভারত কোন কোন সিরিজ খেলবে? অক্টোবর-নভেম্বর ২০২৫- অস্ট্রেলিয়া, বাইরে ৩ ম্যাচ, নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০২৫- দক্ষিণ আফ্রিকা, ঘরে ৩ ম্যাচ, জানুয়ারি ২০২৬- নিউজিল্যান্ড, ঘরে ৩ ম্যাচ, জুন ২০২৬- আফগানিস্তান, ঘরে ৩ ম্যাচ, জুলাই ২০২৬- ইংল্যান্ড, বাইরে ৩ ম্যাচ, সেপ্টেম্বর ২০২৬- বাংলাদেশ, বাইরে (যা ২০২৫-র আগস্টে হওয়ার কথা ছিল) সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০২৬- ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ঘরে ৩ ম্যাচ, অক্টোবর-নভেম্বর ২০২৬- নিউজিল্যান্ড, ঘরে ৩ ম্যাচ, ডিসেম্বর ২০২৬- শ্রীলঙ্কা, ঘরে ৩ ম্যাচ। অর্থাৎ, গিলের হিসেবের থেকে অনেক বেশি ওয়ানডে ম্যাচ খেলতে হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকরের কাছেও পুরোপুরি হিসেব ছিল না। তবে তিনি বলেছিলেন, বিশ্বকাপের কাছাকাছি সময় আমরা হয়তো একটু বেশি ম্যাচ খেলতে পারব। কিন্তু আমরা শেষ ওয়ানডে ম্যাচটা খেলেছি ৮ বা ৯ মার্চ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে। আর তারপর আমরা ১৯ অক্টোবর খেলব। যা এই মুহূর্তে ওয়ানডে ক্রিকেটের ক্ষেত্রে যা চ্যালেঞ্জিং বিষয়।

লক্ষ্য ২০২৭ বিশ্বকাপ জয়', রোহিতের স্বপ্ন বাস্তব করাই পরিকল্পনা অধিনায়ক গিলের!

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ টেস্ট অধিনায়ক হয়েছেন মাস কয়েক আগে। এবার ওয়ানডে নেতৃত্বও শুভমান গিলের

কাঁধে। রোহিত শর্মাকে সরিয়ে ২৬ বছর বয়সি তারকাকে বেছে নেওয়া হয়েছে দেশের ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। লক্ষ্যটা যে ২০২৭-র বিশ্বকাপ, সেটা নতুন করে বলার নয়। অধিনায়ক হয়ে গিলও ওয়ানডে বিশ্বকাপকেই পাখির চোখ করছেন। বলা যায়, যে স্বপ্নটা রোহিত শর্মা সত্যি করতে পারেননি, সেটা বাস্তব করাই লক্ষ্য গিলের। তিনি বলছেন, ওয়ানডেতে দেশকে নেতৃত্ব দেওয়া অত্যন্ত গর্বের বিষয়। বিশেষ করে সেই দেশের, যারা ক্রিকেটে প্রচুর কিছু জিতেছে। আমি গর্বিত, আশা করি দেশকে ভালো ফল দিতে পারব। ১৯ অক্টোবর থেকে শুরু অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওয়ানডে সিরিজ। তারপর দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড, ইংল্যান্ডের মতো শক্তিধর দেশগুলোর বিরুদ্ধে লা।ই। সহজ কথায়, বিশ্বকাপের প্রস্তুতি শুরু। গিল সেই বিষয়ে বললেন, বিশ্বকাপের আগে সম্ভবত ২০টা ওয়ানডে পাব। আর অবশ্যই সবচেয়ে বড় লক্ষ্য, দক্ষিণ আফ্রিকায় বিশ্বকাপ। এই দলের প্রত্যেকটা প্লেয়ার তার জন্য সেরাটা দেবে। আমরা বিশ্বকাপের আগে প্রতিটা ম্যাচে সেরাটা দেব এবং আশা করি বিশ্বকাপও জিতব। সেই স্বপ্ন দেখেছিলেন রোহিত-বিরাটও। ২০২৩-র বিশ্বকাপ অল্পের জন্য হাতছাড়া হয়। ফাইনালে হারতে হয় অস্ট্রেলিয়ার কাছে। ২০১৯-এ একটি সাক্ষাকারে রোহিত শর্মা বলেছিলেন, চূড়ান্ত লক্ষ্য হল বিশ্বকাপ জেতা। যে কোনও তরুণ ক্রিকেটার এই স্বপ্ন নিয়ে বড় হয়। অধিনায়ক রোহিত ওয়ানডের ক্ষেত্রে পারেননি। গিল কি তা পূরণ করতে পারবেন? প্রত্যাশার চাপ তাঁর উপর অনেকটাই বেশি। কারণ, তিনি অধিনায়ক হয়েছেন ' রোহিতকে সরিয়ে। নাহলে কিন্তু প্রশ্ন উঠবে রোহিতকে সরিয়ে কী লাভ হল?

খেলার আগেও গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলারদের জীবন', এসিএল ২ বিতর্কে অবস্থান স্পষ্ট করল মোহনবাগান

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ ফুটবলারদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে ইরানে এসিএল ২-র ম্যাচ খেলতে যায়নি মোহনবাগান। সেপাহান এসসি'র বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে হাজির না হওয়ায় জেসন কামিংস, জেমি ম্যাকলারেনদের নিয়ে সিদ্ধান্তও নিয়েছে এএফসি। এবারের এসিএল-২ থেকে মোহনবাগান নাম সরে দাঁড়িয়েছে বলেই ধরছে এশিয়ার ফুটবল নিয়ামক সংস্থা। যা নিয়ে সবুজ-মেরুন সমর্থকদের মধ্যে বেশ খেদ রয়েছে। এই বিষয়ে মোহনবাগান ক্লাবের তরফ থেকে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। যেখানে জানানো হয়েছে, ' আগেও গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলারদের জীবন।' তাছাড়া সমর্থকদের ' বশে সমালোচনা না করে' যুক্তি দিয়ে ভাবার আর্জি ক্লাবের তরফ থেকে। রবিবার সকালে মোহনবাগান ক্লাব সচিব সৃঞ্জয় বোস ও সভাপতি দেবাশিস দত্তের তরফ থেকে যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করা হয়। যেখানে এসিএল ২ নিয়ে বলা হয়েছে, ' তো গত বছরেও একই কারণে খেলতে যাইনি। ইরানে যে একটা সমস্যা হচ্ছে, সেটা সবাই জানেন। সেখানে ফুটবলাররা যদি নিরাপত্তার অভাব বোধ করেন, ম্যানেজমেন্ট সেখানে কিছুই করতে পারে না। খেলার আগেও গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলারদের জীবন। আর এক্ষেত্রে আমরা ইরানে যাওয়ার সিদ্ধান্তটা ফুটবলারদের উপরেই ছেড়ে দিয়েছিলাম। এএফসিতে খেলতে না পারার জন্য আপনাদের মতো আমরাও মর্মাহত। কারণ, সঞ্জীব গোয়েঙ্কা প্রতিবছর ৭০-৮০ কোটি টাকার দল গঠন করেন। সর্বোচ্চস্তরে ভাল ফল করার জন্য। নিশ্চয়ই দ্বিতীয় সারির প্রতিযোগিতায় জেতার জন্য নয়। তাহলে এত খরচ করে দল গঠন করার পর কোনও সমস্যা না থাকলে ইরানে কেন খেলতে যাওয়া হবে না?'ভারতীয় ফুটবল এখনও চরম সংকটের অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। এই পরিস্থিতিতেও সঞ্জীব গোয়েঙ্কা বিশাল অর্থ ব্যয় করে দল বানিয়েছেন। সেটা জানিয়ে মোহনবাগান ক্লাবের তরফ থেকে সমর্থকদের কাছে আর্জি, ' কোথাও প্রতিবাদ করবেন। কিন্তু শুধুই আবেগের বশে সমালোচনা না করে একটু যুক্তি দিয়েও ভাবুন। যিনি প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা খরচ করে দল গড়ে আমাদের লক্ষ লক্ষ

সমর্থকদের মুখে হাসি ফোটাচ্ছেন, তাঁকে এক লহমায় সমালোচনার কাঁটায় বিদ্ধ করতে আপনাদের হৃদয় কাঁপছে না? আবার বলছি, আমরা সবাই চাই, মোহনবাগান ভারতীয় ফুটবল ছাড়িয়ে এশিয়াতেও নিজের সাম্রাজ্য বিস্তার করুক। আর তার জন্যই এই বিশাল দল গঠন। যখন খেলতে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে, নিশ্চয়ই তার পিছনে কারণ রয়েছে।'সাম্প্রতিক সময়ে জাতীয় স্তরের টুর্নামেন্টে সাফল্য পেয়েছে মোহনবাগান। সেই সূত্রেই এশিয়াস্তরে খেলার সুযোগ এসেছে। মোহনবাগান ক্লাবের তরফ থেকে বলা হয়েছে, ' মোহনবাগানের ইরানে খেলতে না যাওয়া নিয়ে সদস্য, সমর্থকদের মনে যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে, তা যে অমূলক তা আমরা মনে করি না। আমরাও বিশ্বাস করি, সব ধরনের প্রতিযাগিতাতেই মোহবাগানের খেলা উচিত। আপনাদেরও একটা বিষয় মাথায় রাখা উচিত, প্রতি বছর যে বিশাল বাজেটের দল তৈরি করা হচ্ছে, তা সব প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্যই। পরপর আইএসএল লিগ, কাপ সব জিতে ভারতীয় ফুটবলে মোহনবাগানের জয়পতাকা ওড়ানো নিশ্চয়ই সেই বার্তাই বহন করে।'ক্লাবের তরফ থেকে কথা দেওয়া হয়েছে, কার্যকরী কমিটির পক্ষ থেকে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের বোর্ডে পুরো ব্যাপারটা আলোচনার জন্য তুলে ধরা হবে। আরও জানানো হয়েছে, ' শেষে আমরা সবাই বৃহত্তর মোহনবাগান পরিবার। আর সবাই চাই শুধুই মোহনবাগানের জয় দেখতে। সমর্থকদের মুখে এই হাসি দেখার জন্যই সঞ্জীব গোয়েঙ্কার এই বিশাল খরচ করে দল গঠন করা। আশা করব, যে কোনও পরিস্থিতিতে আমাদের সদস্য-সমর্থকরা আমাদের প্রতিটি সিদ্ধান্তের পাশে থাকবেন। এটুকু বিশ্বাস করবেন, এখনও পর্যন্ত আমরা যা যা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তা সবুজ-মেরুন পতাকাকে তুলে ধরার জন্য নিয়েছি। আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ হবে, আপনাদের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য।'পাশাপাশি আইএফএ শিল্ড নিয়ে বলা হয়েছে, ' প্রথম সারির কিছু প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্যে হয়তো দ্বিতীয় সারির কিছু প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারিনি। নাহলে রিজার্ভ দল খেলিয়েছি। শিল্ড আমরা এর আগেও খেলিনি। অবশ্য গত দু'বছর ধরে এমনিতেই শিল্ড হচ্ছে না। কিন্তু ফিফা উইন্ডো মেনে যদি আইএফএ শিল্ড হয়, তাহলে খেলতে কোনও সমস্যাই থাকে না। জাতীয় দলে ৭-৮জন ফুটবলার ডেকে নেওয়ার পর শিল্ড খেলতে নামলে রিজার্ভ দল খেলানো ছাড়া কোনও উপায় থাকে না। তারপরেও আমরা এই বছর শিল্ডে খেলছি। গতবার শিল্ড হলে, সেটাও খেলতাম। আর কলকাতা লিগেও যদি আইএসএলের ফুটবলার আমরা খেলাই, তাহলে দীপেন্দু, সুহেল ভাটরা খেলার সুযোগ পাবে কোথায়?' সব মিলিয়ে এসিএল ২ এবং আইএফএ শিল্ড নিয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করে দিল

ঘোষিত আইএফএ শিল্ডের সূচি, কবে মাঠে নামছে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল?

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ ঘোষণা হল আইএফএ শিল্ডের সূচি। জল্পনা মতোই, দুই প্রধানকে দু'টি গ্রুপে রাখা হয়েছে। গ্রুপ ' ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে রয়েছে শ্রীনিধি ডেকান ও নামধারী এফসি। আর গ্রুপ ' মোহনবাগান গ্রুপে ল।বে গোকুলাম কেরালা এবং ইউনাইটেড স্পোর্টসের সঙ্গে। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর ফের আইএফএ শিল্ড হচ্ছে এবার। প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী ম্যাচ হতে চলেছে ৮ অক্টোবর। সুপার কাপের আগে শিল্ড শেষ করতে বলা হয়েছে ফেডারেশনের তরফে। সেই মতোই ফাইনাল হবে ১৮ অক্টোবর।

কলকাতা লিগ চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচ দিয়েই আইএফএ শিল্ডের সূচনা হতে চলেছে। ৮ অক্টোবর প্রথম ম্যাচে মশাল বাহিনীর প্রতিপক্ষ শ্রীনিধি ডেকান। ইস্টবেঙ্গলের পরের ম্যাচ ১৪ তারিখ নামধারীর বিরুদ্ধে। অন্যদিকে, মোহনবাগানের প্রথম ম্যাচ ৯ অক্টোবর। সবুজ-মেরুনের মুখোমুখি হতে চলেছে গোকুলাম কেরালা। ১৫ অক্টোবর মোহনবাগানের প্রতিপক্ষ ইউনাইটেড স্পোর্টস। আগে থেকেই জানা গিয়েছিল, শিল্ডে অংশ নেওয়া ছ'টা দলকে দু'টো গ্রুপ করা হবে। প্রত্যেকটি গ্রুপে তিনটে করে দলকে রাখা হবে। আর শুক্রবার আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত বলেন, এবার কলকাতা লিগের চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ইস্টবেঙ্গল। তাই ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচ দিয়েই আইএফএ শিল্ডের যাত্রা শুরু হবে। কলকাতার দলগুলোর খেলা কলকাতাতে করার চেষ্টা করছি, যাতে সবাই যেতে পারে। দু-একটা ম্যাচ হয়তো জেলার মাঠেও হবে। মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল আলাদা গ্রুপে থাকায় ফাইনালের আগে শিল্ডে ডার্বি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আর দুই প্রধান শিল্ড ফাইনালে উঠলে খেলা হবে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। এমনটাই জানিয়েছেন আইএফএ সচিব। তাছাড়াও উদ্বোধনী ম্যাচ সম্ভবত হতে চলেছে কিশোরভারতী স্টেডিয়ামে। তবে টিকিটের দাম কত রাখা হবে, তা কয়েক দিনের মধ্যেই জানা যাবে। জানা গিয়েছে, শিল্ডের ম্যাচগুলি হবে দুপুর তিনটে থেকে। তবে ফাইনাল ক'টার সময় আয়োজিত হবে, সেটা অবশ্য জানা যায়নি।

ভবীন্দ্রকে নয়া মরসুমের জন্য ধরে রাখল রাজস্থান ইউনাইটেড

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ বিগত কয়েক মাস ধরে পাশাপাশি একাধিকবার উঠে এসেছে রাজস্থান ইউনাইটেডের নাম। গ্রীষ্মকালীন ট্রান্সফার উইন্ডো বন্ধ হয়ে গেলেও কমেনি তাঁদের সক্রিয়তা। শেষ কিছু সপ্তাহে একের পর এক দাপুটে ফুটবলারদের চূড়ান্ত করেছে ম্যানেজমেন্ট। যাদের মধ্যে ছিলেন নাওরেম তন্ডোম্বা সিং থেকে শুরু করে জেমস কিথান সহ একাধিক দাপুটে ফুটবলার। শেষ সিজনে অতি শক্তিশালী দল নিয়ে ও খুব একটা সুবিধা করা সম্ভব হয়নি। সেই ধাক্কা কাটিয়ে এবার সাফল্য পেতে বদ্ধপরিকর রাজস্থান। সেইমতো নিজেদের ঘর সাজাতে শুরু করেছিল আইলিগের এই দল। সেক্ষেত্রে নতুন ফুটবলারদের পাশাপাশি এবার গতবারের বেশকিছু ফুটবলারদের সঙ্গেও চুক্তি বাড়িয়েছে এই দল। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হল ভবীন্দ্র মল্লা ঠাকুরির নাম। উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই আরেক গোলরক্ষক তথা জেমস কিথানের নাম উঠে এসেছিল এই তালিকায়। তাঁর পাশাপাশি এবার স্থান পেলেন রবীন্দ্র। তবে শুধুমাত্র আইলিগ নয় পূর্বে আর্মি রেডের হয়ে ঐতিহ্যবাহী ডুরান্ড কাপে ও অংশ নিয়েছিলেন মেঘালয়ের এই ফুটবলার। শেষ আইলিগে রাজস্থান ইউনাইটেডের হয়ে প্রায় ১২ টির বেশি ম্যাচ

খেলেছিলেন এই ফুটবলার। যার মধ্যে মাত্র চারটি ক্লিনশিট ছিল তাঁর। বলাবাহুল্য, এই দলের অন্যান্য গোলরক্ষকদের মধ্যে সর্বাধিক ম্যাচ খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন ভবীঃদ্র। এমনকি তাঁর আগের সিজনে ও দলের হয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে তিন কাঠির প্রহরী হিসেবে দেখা গিয়েছিল বছর বত্রিশের এই ফুটবলারকে। এবারও তাঁর উপর ভরসা রাখল রাজস্থান ইউনাইটেড ম্যানেজমেন্ট। সেই নিয়ে যথেষ্ট খুশি এই গোলরক্ষক। চুক্তি বাড়ানোর প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমি সত্যিই তৃতীয় সিজনের জন্য ক্লাবের সাথে আমার যাত্রা অব্যাহত রাখতে পেরে খুশি। এতদিন ধরে এটি একটি অসাধারণ অভিজ্ঞতা ছিল, এবং আমি আবার এই দলের জার্সি পরতে পেরে গর্বিত। আরও বলেন, দলের লক্ষ্য রক্ষা করতে এবং সমর্থকদের গর্বিত করতে আমি আমার সেরাটা দিতে থাকব। সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

পরপর দুই ম্যাচের ব্যর্থতা ঘুচিয়ে জয়ে ফিরলো ইন্টার মায়ামি, তিনটি অ্যাসিস্ট মেসির

ফ্লোরিডা, ৫ অক্টোবর (হি.স.)ঃ পরপর দুই ম্যাচের ব্যর্থতা ঘুচিয়ে জয়ে ফিরলো ইন্টার মায়ামি। লিওনেল মেসির তিনটি অ্যাসিস্টে নিউ ইংল্যান্ডকে বড় ব্যবধানে হারাল মায়ামি। মেজর সকার লিগে (এমএলএস) রবিবার ৪-১ ব্যবধানে জিতলো মায়ামি। দলকে জয় এনে দেওয়ার পথে দুটি করে গোল করেছেন তাদেও অ্যায়েন্দে ও জর্দি আলবা। গোল না পেলেও তিনটি অ্যাসিস্ট করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন মেসি।

আগের দুই ম্যাচে টরন্টোর বিপক্ষে ১-১ সমতার পর চিকাগোর বিপক্ষে ৫-৩ ব্যবধানে হেরেছিল মায়ামি। এর ফলে এমএলএসে ব্যাকফুটে পড়ে গিয়েছিল মায়ামি। তবে দলের ছন্দপতন স্থায়ী হয়নি। আধিপত্য দেখিয়ে নিউ ইংল্যান্ডের বিপক্ষে জয় তুলে নিলেন মেসিরা। ৫৬ শতাংশ সময় বল দখলে রেখে ১৫টি শট নেয় তারা। যার ৮টিই ছিল লক্ষ্য বরাবর।

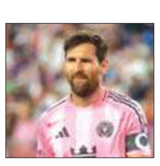

এ জয়ে ৩২ ম্যাচে ৫৯ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের তিনে অবস্থান করছে মেসিরা। ৩৩ ম্যাচে ৬৬ পয়েঃট নিয়ে ইস্টার্ন কনফারেন্স টেবিলের শীর্ষে অবস্থান করছে ফিলাডেলফিয়া। ৬২ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে সিনসিনাটি।

টিম ইন্ডিয়ায় অনেক বদল ঘটলেও হর্ষিত ঠিক সুযোগ পেয়ে যাচ্ছেন

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ রোহিত শর্মার বদলে ওয়ানডেতে ভারতের অধিনায়ক হয়েছেন শুভমান গিল। সহ-অধিনায়কের দায়িত্ব পেয়েছেন শ্রেয়স আইয়ার। চোটের জন্য অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতীয় দলে নেই হার্দিক পাণ্ডিয়া ও ঋষভ পন্থ। অনেক বদল ঘটলেও একটা বিষয়ে কোনও বদল নেই। টিম ইন্ডিয়ায় নিয়মিত হয়ে গিয়েছেন হর্ষিত রানা। 'কোন যোগ্যতায়?' প্রশ্ন তুলছেন ভারতের বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত। তাঁর বক্তব্য, দলে একজনের জায়গাই পাকা। সে হল হর্ষিত রানা। কেউ জানে না কেন ওকে সুযোগ দেওয়া হয়? কেউ পারফর্ম করলেও সুযোগ পায় না, আবার কেউ খারাপ খেললেও তাঁকে নেওয়া হয় না। তার থেকে হর্ষিত রানা হওয়াই ভালো। গম্ভীরের 'ইয়েসম্যান' হয়ে থাকলে দলে সুযোগ পাওয়া যায়। শ্রীকান্তের মতো প্রশ্ন দেশের ক্রিকেট ভক্তদের মধ্যেও। ওয়ানডে হোক বা টি-টোয়েন্টি, সুযোগ পেয়েছেন গৌতম গম্ভীরের 'প্রিয় পাত্র' হর্ষিত রানা। ভারতীয় পেসার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ২ ম্যাচ খেলে পেয়েছিলেন ৪ উইকেট। আর এশিয়া কাপে দুই ম্যাচে সংগ্রহ ২ উইকেট। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ম্যাচ প্রায় হারিয়েই দিয়েছিলেন। এর সঙ্গে আরেকজনকে নিয়েও 'প্রশ্ন শ্রীকান্তের। তিনি নীতীশ কুমার রেড্ডি। তাঁর এখনও ওয়ানডে অভিষেক হয়নি। ২০২৭ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে যে বদল করা হয়েছে, তা নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকর জানিয়েছেন। যা নিয়ে ১৯৮৩-র বিশ্বকাপজয়ী সদস্য বলছেন, তোমাদের উচিত ২০২৭ বিশ্বকাপকে মাথায় রেখে দল তৈরি করা। কিন্তু আমার মনে হয় সেটা হচ্ছে না। যদি তুমি হর্ষিত রানা ও নীতীশ কুমার রেড্ডির মতো সম্ভাব্য প্রতিনিধি বেছে নাও, তাহলে ট্রফির স্বপ্ন বিসর্জন দিয়ে দেওয়া ভালো।

চমক! মেসিকে এবার দলে টানল জামশেদপুর

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ বিগত কয়েক দিন ধরে বারংবার সংবাদ শিরোনামে উঠে এসেছে জামশেদপুর এফসি। এবারের গ্রীষ্মকালীন ট্রান্সফার উইন্ডোর শেষের দিকে খুব একটা সক্রিয় না থাকলেও সপ্তাহ কয়েক আগে দেশের সর্ববৃহ কাপ টুর্নামেন্ট তথা সুপার কাপের সময. সূচি ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই নিজেদের ঘর গোছাতে মরিযা. হযে. ওঠে ইস্পাত নগরীর এই ফুটবল দল। এক্ষেত্রে ভারতীয় ফুটবলারদের পাশাপাশি বিদেশি নির্বাচনে ও যথেষ্ট চমক রাখার চেষ্টা করেছে আইএসএলের এই ফুটবল ক্লাব। সেইমতো গত কযেকদিন আগেই ভারতীয় মিডফিল্ডার মার্ক জোথানপুইযাকে দলে টানতে সক্ষম হয় জামশেদপুর ।গত কয়েক সিজন ধরেই কলকাতা ময়দানের অন্যতম প্রধান তথা ইস্টবেঙ্গল ফুটবল ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এই মিজো তারকা। কিন্তু শেষ মরসুমে আইএসএল খেলতে গিযেই চোটের কবলে পড়তে হয়েছিল এই ফুটবলারকে তারপর চোট কাটিয়ে মাঠে ফিরলেও খেলতে পেরেছিলেন মাত্র একটি ম্যাচ। তবে নয়া সিজনে আর তাঁকে দলে রাখতে চায়নি

মশাল ব্রিগেড। সেইমতো তাঁকে বিদায় জানিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। তারপরেই এই ফুটবলারকে দলে টানার কথা জানিয়ে দেয় আইএসএলের একবারের শিল্ড জয়ীরা। তারপর গত কয়েকদিন ধরেই ব্যাপকভাবে উঠে আসতে শুরু করেছিল লাল-হলুদের আরেক প্রাক্তন তারকা মাদিহ তালালের নাম।বিভিন্ন মাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে যে তাঁকে ও নাকি দলে চূড়ান্ত করে ফেলেছে জামশেদপুর। যদিও সেই বিষযটি এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট হয়নি। এসবের মাঝেই এবার এক বিদেশি ফুটবলারকে দলে টেনে সকলকে কার্যত চমকে দিল স্টিভেন ডায়াসের দল। তিনি রাফায়েল মেসি বাউলি। এবার ক্যামেরুনের এই ফরোয়ার্ডকে দলে টেনেছে জামশেদপুর এফসি। উল্লেখ্য, গত মরসুমে তাঁকে নিজেদের দলে টেনেছিল ইস্টবেঙ্গল ফুটবল ক্লাব। পরবর্তীতে দেশের প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগের পাশাপাশি এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের ম্যাচে ও গোল পেয়েছিলেন এই বিদেশি। কিন্তু পরবর্তীতে তাঁকে রিলিজ করে দিয়েছিল লাল-হলুদ শিবির। যা কিছুটা হলেও হতাশ করেছিল সকলকে। পরবর্তীতে শোনা যাচ্ছিল যে তাঁকে নিয়ে নাকি যথেষ্ট আগ্রহী চেন্নাইয়িন এফসি। তবে শেষ পর্যন্ত সমস্ত হিসেব বদলে দিল জামশেদপুর। কিছুক্ষণ আগেই নিজেদের সোশ্যাল সাইটে তাঁর যোগদানের কথা জানিয়েছে এই ফুটবল দল।

রোহিতের বদলে গিলকে দায়িত্বে আনার সিদ্ধান্তে বিস্মিত তারকা ক্রিকেটার

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ অস্ট্রেলিয়া সফরে ভারতের একদিনের দলের নতুন অধিনায়ক হিসেবে শুভমন গিলকে নির্বাচন করেছে বোর্ড। এই নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটমহলে শুরু হয়েছে নতুন করে চর্চা। সদ্য দুটি সাদা বলের আন্তর্জাতিক ট্রফি, ২০২৪ সালের টি-২০ বিশ্বকাপ এবং ২০২৫ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জেতানো রোহিত শর্মাকে বাদ দিয়ে তরুণ গিলকে এই দায়িত্ব দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন প্রাক্তন অফস্পিনার হরভজন সিং।

জিও হটস্টারের ' লাইভ' শোতে হরভজন সাফ জানান, রোহিতের রেকর্ড এবং সাম্প্রতিক সাফল্যকে উপেক্ষা করা আশ্চর্যজনক। তিনি বলেন, এক দিনের ক্রিকেটে রোহিতের মতো রেকর্ড ক'জনের আছে? ওকে দলে রাখা সত্ত্বেও অধিনায়ক না করাটা বিস্ময়কর। আমি ভেবেছিলাম, যদি ওকে অস্ট্রেলিয়ায় নেওয়া হয়, তবে অধিনায়ক হিসেবেই নেওয়া হবে। প্রসঙ্গত, রোহিত শর্মা ৫৬টি একদিনের ম্যাচে নেতৃত্ব দিয়ে জিতেছেন ৪২টি, হেরেছেন মাত্র ১২টিতে। ৭৬ শতাংশ জয়ের হারে তিনি ভারতের অন্যতম সফল অধিনায়ক। তাঁর অধীনে ভারত ২০২৩ বিশ্বকাপে ১০টি ম্যাচে অপরাজিত থাকার পর ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে যায়, তবে এরপরেই পরপর দুটি ট্রফি জিতে রোহিত ফের প্রমাণ করেন নিজের নেতৃত্বগুণ।

তবে হরভজন শুভমন গিলের সুযোগ পাওয়াকে অভিনন্দন জানাতে ভোলেননি। তিনি বলেন, গিল টেস্টে ইতিমধ্যেই দারুণ নেতৃত্ব দিচ্ছে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিদেশের মাটিতে ড্র করা সিরিজ এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে বিশাল জয়ের পর ওর মধ্যে নেতৃত্বগুণ দেখা যাচ্ছে। তবে এক দিনের ফরম্যাটে অধিনায়কতা ওর প্রথম। এটা একটা বড় পরীক্ষা হবে। রোহিতের অবদানকে স্বীকৃতি দিয়ে হরভজন বলেন, ও ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম স্তম্ভ। এমন একজন অভিজ্ঞ ক্রিকেটারকে পুরোপুরি নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া ঠিক হয়নি। যদি ছয়-আট মাস বা এক বছর পর গিলকে দায়িত্ব দেওয়া হত, তাহলেও সময় থাকত। তবে হরভজন আশাবাদী যে রোহিতের অভিজ্ঞতা দল কাজে লাগাবে। তিনি যোগ করেন, শুভমনের উচিত রোহিতের সঙ্গে পরামর্শ করে চলা। ওর সঙ্গে মিলে সিদ্ধান্ত নিলে দল আরও শক্তিশালী হবে। শুভমন বুদ্ধিমান, ওর এটা বোঝা উচিত। শ্রেয়াস আইয়ারকে সহ-অধিনায়ক করার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন হরভজন। তাঁর মতে, শ্রেয়াস এক জন ' প্লেয়ার'। ওর ব্যাটিংয়ে গতি থাকে, টিম ড্রেসিংরুমে স্বস্তি আসে। ওর মতো একজনকে এই দায়িত্ব দেওয়া ভালো সিদ্ধান্ত। শ্রেয়াস গত কয়েক বছরে আইপিএল থেকে শুরু করে মুম্বই ও পঞ্জাব কিংসের অধিনায়ক হিসেবে সাফল্য পেয়েছেন। সাম্প্রতিক চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতের শীর্ষ রান সংগ্রাহকও ছিলেন তিনি।

অক্টোবর ১৯ থেকে শুরু হতে চলেছে তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজ। এরপর অক্টোবর ২৯ থেকে শুরু হবে পাঁচ ম্যাচের টি-২০ সিরিজ। নতুন অধিনায়ক গিল এবং সহ-অধিনায়ক শ্রেয়াস আইয়ারের নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়া সফরে ভারতীয় দলের পারফরম্যান্স দেখার অপেক্ষায় গোটা দেশ। তবে রোহিত শর্মার মতো অভিজ্ঞ অধিনায়ককে এই সময় নেতৃত্বে না রাখা কতটা সঠিক সিদ্ধান্ত, তা সময়ই বলবে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166

Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com